ভলিউম 1 ইস্যু 12
ইংরাজি

জন যোজনা
অভিযান-
সবকি যোজনা।
সবকা
বিকাশ

পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক
ভারত সরকার

Azadi Ka Amrit Mahotsav

গ্রামোদয় সঙ্কল্প

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

গিরিজা সিং
পঞ্চায়েতি রাজ ও
গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক

কপিল মোরেশ্বর পাতিল
পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিমন্ত্রী

এই বিষয়ে

• গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা : .. • জাতীয় স্তরের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ ... • অর্থনীতি ও সামাজিক রূপান্তরের উপর আঞ্চলিক কর্মশালা।...

আর্থিক বছরের জন্য পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইনের সময় অর্জন (2021-22)

(10-08-2022 হিসাবে)

পরিকল্পনা EgramSwaraj (2022-23) এ আপলোড করা হয়েছে

GPDP- 254357 · BPDP- 4910 · ZPDP- 360

সভায় অনুমোদিত পরিকল্পনা

GPDP- 260854 · BPDP- 5239 · ZPDP- 433

নোডাল অফিসার নিয়োগ: 7464

নিয়োগকৃত সুবিধাপ্রদানকারী: 312876

GPs- 266683 · BPs- 5689 · ZPs- 523

লাইন বিভাগের নোডাল অফিসার নিয়োগ: 162

ফ্রন্টলাইন কর্মীরা মনোনীত : 1392399

অনুষ্ঠিত সভাসমূহ: : 307657

GPs- 263830 · BPs- 5354 · ZPs- 478

http://gpdp.nic.in/_এ_সভার ছবি আপলোড করা হয়েছে : 671900

GPs- 261867 · BPs- 5270 · ZPs- 445

সামগ্রী

এডিটর ইন চিফ:

সুনীল কুমার, আইএএস
সচিব
পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক

সম্পাদক:

ডঃ বিজয়া কুমার বেহরা,
IES
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সম্পাদকীয় সহায়তা:

অলোক পান্ডিয়া
অঞ্জনি কুমার তিওয়ারি

3
মাননীয়
মন্ত্রীর বাণী

4
মাননীয়
প্রতিমন্ত্রীর বাণী

5
মাননীয়
সচিবের বার্তা

7
গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা:
এটা প্রয়োজনীয়তা এবং ফলাফল

9
পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন
২০২১-এর উপর জাতীয় স্তরের
ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ

14
ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত
উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও
সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত আঞ্চলিক কর্মশালা
অক্টোবর ২৮-২৯, ২০২১, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ

20
উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে
পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে
অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত
আঞ্চলিক কর্মশালা
১১ – ১২ নভেম্বর, ২০২১, ম্যাঙ্গালুরু, কর্ণাটক

২২-২৩ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে রাজস্থানের জয়পুরে
পিইএসএ রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার
মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত
আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় 24

হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার
মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের
উপর আঞ্চলিক কর্মশালা
নভেম্বর 28-29, 2021 এ দেরাদুন, উত্তরাখন্ড 29

পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও
সামাজিক রূপান্তরের উপর আঞ্চলিক কর্মশালা
উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ
১৩-১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, আগরতলা, ত্রিপুরা 32

পঞ্চায়েত পরিকালপনা উৎসব:
আসাম রাজ্যের অভিজ্ঞতা 36

গ্রামোদয় সংকল্পের রূপান্তর অভিজ্ঞ অনুবাদকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অধীন স্টেট ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এসআইআরডি) দ্বারা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে, সহজ এবং সাধারণভাবে কথ্য শব্দগুলিতে অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করে, যে কোনও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা ভুল, যদি থাকে তবে অনুবাদে পাওয়া যায় তা অনিচ্ছাকৃত এবং কোনও অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নয় এবং তাই ক্ষমা করা যেতে পারে।
গ্রামোদয় সঙ্কল্পে প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতে লেখকরা যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা তাদের নিজস্ব। তারা অগত্যা সরকার বা তারা যে সংস্থার জন্য কাজ করে তার মতামতকে প্রতিফলিত করে না। প্রবন্ধগুলি প্রদত্ত তথ্য এবং ধারণাগুলির জন্য লেখক নিজেই দায়ী।

গিৰিজা সিং
GIRIRAJ SINGH

ভাৰত চৰকাৰৰ গ্ৰামোন্নয়ন
আৰু পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী
কৃষি ভৱন, নতুন দিল্লী

বার্তা

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে 'গ্রামোদয় সংকল্প' পত্রিকার 12ষ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে 'জন যোজনা অভিযান- সবকি যোজনা, সবকা বিকাশ' শীর্ষক।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সাংবিধানিকভাবে তাদের কাছে উপলব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) প্রস্তুত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পঞ্চায়েত গুলিকে গ্রাম উন্নয়নের একটি সর্ব-সমেত এবং ক্রস-সেক্টর উন্নয়নমুখী নীলনকশা প্রস্তুত করতে সক্ষম করার জন্য, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক প্রতি বছর জন যোজনা অভিযান পরিচালনা করে এবং প্রচার করে।

এ বছরও 2021 সালের 2 অক্টোবর, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী থেকে 31 জানুয়ারি 2022 সাল পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে 'জন যোজনা অভিযান' চালু করা হয়েছিল এবং এটি প্রশংসনীয় যে 2022-23 সালে 2.55 লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত, 3,305 টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং 242 টি জেলা পঞ্চায়েত তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং সেগুলি ই-গ্রাম স্বরাজ পোর্টালে আপলোড করেছে।

আমাদের লক্ষ্য হল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার স্থানীয়করণ এবং 2030 সালের মধ্যে তা অর্জন করা। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ভূমিকা পালনরে জন্য তৃণমূল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 'গ্রাম পঞ্চায়েত' - এর ভূমিকা। পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি এই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

আমি আশাবাদী যে গ্রামোদয় সংকল্পের এই সংখ্যার মূল বিষয়বস্তু হিসাবে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রচারাভিযানের আওতায় আয়োজিত গণপরিকল্প অভিযান এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের কর্মশালার ফলাফল সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলি নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, পদাধিকারী এবং গ্রামীণ জনসাধারণের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় একে অপরের কাছ থেকে শেখার একটি মাধ্যম সরবরাহ করার জন্য সহায়ক হবে।

(GIRIRAJ SINGH)

Office : 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, Tel.: 011-23383548, 23782373, 23782327, Fax : 011-23070309
Resi. : 27, Lodhi Estate, New Delhi, Ph.: 011-24626783, 24655677

কপিল মোরেশ্বর পাতিল
ৰাজ্যিক মন্ত্রী
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্রালয়
ভাৰত চৰকাৰৰ

কপিল মোরেশ্বর পাতিল
ৰাজ্যিক মন্ত্রী
পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্রালয়
ভাৰত চৰকাৰৰ

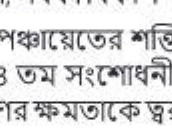

বার্তা

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে 'গ্রামোদয়সংকল্প' - এর এই ১২টি বিষয় 'জনযোজনাঅভিযান- সবকি যোজনা, সবকা বিকাশ'-এর প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে।

আমাদের জাতির পিতা বলেছিলেন, পঞ্চায়েতের শক্তি যত বেশি হবে, মানুষের জন্য ততই মঙ্গল। ভারতের সংবিধানের 73 তম সংশোধনী পঞ্চায়েতগুলিকে আরও বেশি ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতাকে ত্বরান্বিত করেছে।

তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক প্রতি বছর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশগত ভারসাম্য, জনসেবা প্রদান, সুশাসন ইত্যাদির প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে সামগ্রিক পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রস্তুত করার জন্য জন যোজনা অভিযান (পিপিসি) পরিচালনা করে। ২০২২-২৩ সালের পরিকল্পনা বছরের জন্য জন যোজনা অভিযান ২০২১ সালের ২ অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল।

যেহেতু এই বছর ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ তম বার্ষিকী উদযাপন করা হচ্ছে, তাই পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন জাতিসংঘের দ্বারা নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার স্থানীয়করণ এবং গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার পর্যায়ে সেগুলি অর্জনের উপর আরও বেশি জোর দিয়ে গতি অর্জন করেছে।

আমি নিশ্চিত যে গ্রামোদয় সংকল্পের এই বিষয়টি জনসাধারণের পরিকল্পনা প্রচার এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য পঞ্চায়েত, নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ভবিষ্যতের শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রচার করবে।

(Kapil Moreshwar Patil)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 05, Duplex North Avenue, New Delhi-110001
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518 E-mail Id: mospanchayatiraj@gmail.com

সুনীল কুমার, মই এ ছ।
SUNIL KUMAR, IAS

সচিব
ভাৰত চৰকাৰৰ
পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰালয়

বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছে, "গ্রামোদয় সংকল্প" যা সরকারী প্রকল্পের বিভিন্ন দিক, প্রোগ্রাম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিরূপ মডেল এবং সাফল্যের গল্পগুলি গ্রামীণ নাগরিকদের কাছে, বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তাদের শাসন ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

গ্রামগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে কংক্রিট বিধানের জন্য পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। ২০১৮ সাল থেকে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য একটি প্রচারাভিযানের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) প্রচার করছে, যাকে বলা হয় 'পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (পিপিসি)। 'গ্রামোদয় সংকল্প'-এর ১২তম সংখ্যাটি 'পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন'-এর (পিপিসি) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

২০১৮ সালের ২রা অক্টোবর মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (পিপিসি) চালু করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২৯ টি রাজ্য এবং ৬ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল কারণ ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের জন্য ২.৩৯ লক্ষ জিপিডিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য, এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, ২.৫৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩,৩০৫ টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২৪২ টি জেলা পঞ্চায়েত তাদের পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং গ্রামসভার সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

গ্রামোদয় সংকল্পের এই সংখ্যায়, পিপিসি এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য আয়োজিত জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের কর্মশালার ফলাফলের সাথে পিপলসপ্ল্যান প্রচারাভিযান সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমি আশা করি এই বিষয়টি পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, কার্যকর্তা এবং গ্রামীণ জনসাধারণের একে অপরের কাছ থেকে ক্রস-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

(Sunil Kumar)

कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001, KRISHI BHAWAN,DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001
Tel. : 011-23389008, 23074309 Fax : 011-23389028 E-mail : secy-mopr@nic.in

গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা: এটি প্রয়োজনীয়তা এবং পরিনাম

*পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা, যা বিবর্তনের একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে, ভারতে বিকেন্দ্রীভূত গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি (পিআরআই) তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান হাতিয়ার এবং গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সরবরাহ করে। পিআরআইগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা যেতে পারে যা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে সহজতর করবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের উন্নতির লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন একটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক ধারণা, যা কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, কমিউনিটি সেবা ও সুযোগ-সুবিধা এবং সর্বোপরি, গ্রামাঞ্চলে মানবসম্পদ উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ঘটনা হিসাবে, গ্রামীণ উন্নয়ন বিভিন্ন শারীরিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলির মধ্যে লেনদেনের একটি শেষ ফলাফল। এটাও দেখা গেছে যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াটি রাজ্য জুড়ে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হয়েছে। এমওপিআর গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এমওআরডি) সাথে মিশন অন্ত্যোদয় জরিপটি ব্যবহার করতে এবং পরিকল্পনা অনুশীলনের সময় গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকগুলি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

মন্ত্রক ২রা অক্টোবর থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত 'সবকি যোজনা সবকা বিকাশ' হিসাবে প্রথম পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এই বছর, এই প্রচারাভিযানটি ২০২১ সালের ২রা অক্টোবর থেকে শুরু হবে এবং ২০২২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। একটি একক সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা, স্থানীয় চাহিদার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল এবং একাদশ তফসিলে তালিকাভুক্ত সমস্ত ২৯ টি সেক্টরের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তর করা এবং স্থানীয় অগ্রাধিকার অনুসারে অন্যান্য লাইন বিভাগগুলির দ্বারা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রোগ্রাম / উদ্যোগকে সংহত করার কথা ভাবা হয়েছে, প্রচারাভিযানের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ২০১৮ সাল থেকে, গত তিন বছরের প্রচারাভিযানের পর থেকে, ৯১% এরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত পরবর্তী বছরের জন্য সফলভাবে তাদের জিপিডিপি তৈরি করেছে। ২০২০ সালের জন্য, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক জিপিডিপিগুলির সাথে রেকর্ড সংখ্যক ৯৫% জিপি অর্জন করেছে।

During the campaign, the Local Area Planning has been r প্রচারাভিযানের সময়, স্থানীয় এলাকা পরিকল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং আগামী আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) প্রস্তুত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে কাঠামোগত গ্রাম সভা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রচারাভিযানটি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান (পিআরআই) এবং রাজ্যের সংশ্লিষ্ট লাইন বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামসভা পর্যায়ে পরিকল্পনার জন্য একটি নিবিড় এবং কাঠামোগত অনুশীলন হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনে কার্যকরভাবে অংশ নেওয়া কয়েকটি শীর্ষ সারির বিভাগ হল গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং কৃষি বিভাগ।

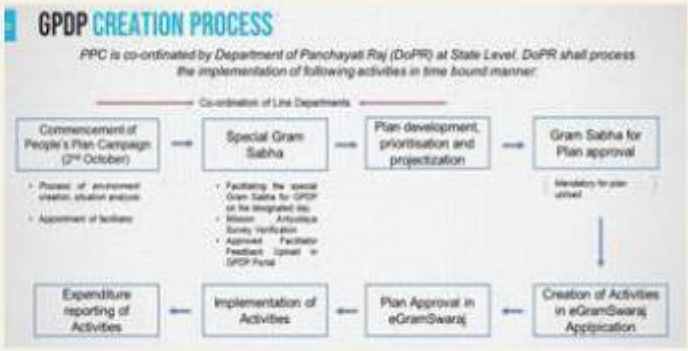

চিত্র 1: জিপিডিপি সৃষ্টি চক্র

এই পরিকল্পনাগুলি সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শারীরিক পরামিতিগুলি কভার করবে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের দিকে লক্ষ্য রাখবে। জিপিডিপি পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি গ্রামীণ ভারতে তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত মাত্রা জুড়ে বিদ্যমান উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলিকে লক্ষ্য করবে।

A. **অর্থনৈতিক মাত্রা:** দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের গ্রামীণ পরিবারগুলোর অংশগ্রহণের সক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

B.. **সামাজিক মাত্রা:** দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সূচকগুলিতে বৈষম্য দূর করা, লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রচার করা এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলির জন্য সামাজিক সুরক্ষা জাল সরবরাহ করা।

C. . রাজনৈতিক মাত্রা: গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সুযোগ প্রদান, যার মধ্যে মহিলা এবং এসসি এবং এসটি সম্প্রদায় রয়েছে, যাতে গ্রাম পর্যায়ে এবং তার পরেও পঞ্চায়েত প্রক্রিয়াগুলিতে কার্যকরভাবে এবং সমানভাবে অংশগ্রহণ করা যায়।

এই প্রচারাভিযানটি কার্যকর গ্রামসভায় ডে-এনআরএলএম-এর অধীনে ৩১ লক্ষ নির্বাচিত পঞ্চায়েত নেতা এবং ৫.২৫ কোটি এসএইচজি মহিলার ভূমিকাকে শক্তিশালী করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে যে পাবলিক ইনফরমেশন বোর্ড স্থাপন করা হবে তা বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নিষ্পত্তিতে রাখা তহবিলের ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছতার দিকে পরিচালিত করবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির র ্যাঙ্কিং, যেমনটি মিশন অন্ত্যোদয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য করা হয়েছে, গ্রাম ও গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে ফাঁকগুলি চিহ্নিত করতে এবং জিপিডিপির জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের উপর পদ্ধতিগত জোর দিতে সহায়তা করবে।

Image 2: Intervention by MoPR for improved GPDP

রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে পরিকল্পনার অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য, পঞ্চায়েতগুলির জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থান উপলব্ধ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণাত্মক সংস্থানগুলির সাথে, পিআরআইগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গৃহীত সম্পদ খাম এবং ক্রিয়াকলাপগুলির 360-ডিগ্রী দর্শন করতে পারে।

Details	2018	2019	2020	2021
No. of GPDPs	2,50,079	2,46,998	2,56,122	2,40,618
No. of Activities	90,89,965	82,00,092	58,30,222	85,32,382
Budget Amount (in Cr)	1,91,121	1,65,023	1,37,438	1,02,200

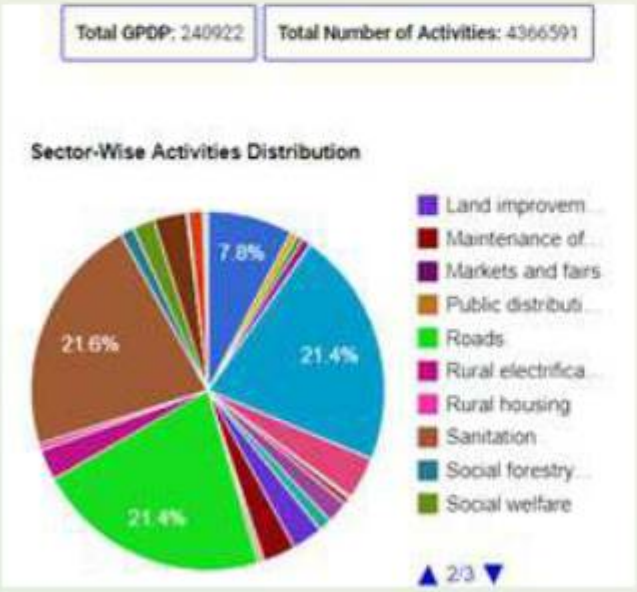

পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামের জন্য একটি নমুনা জিপিডিপি এখানে দেখা যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য সড়ক, স্যানিটেশন, অ্যাডমিন সাপোর্ট এবং পানীয় জলের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ৮৮ টি কার্যক্রম যুক্ত করেছে। এই জিপির জন্য রিসোর্স খামের পরিমাণ ২.৭৬ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, রাজ্য সরকারের প্রকল্প এবং নিজস্ব তহবিল নিয়ে গঠিত।.

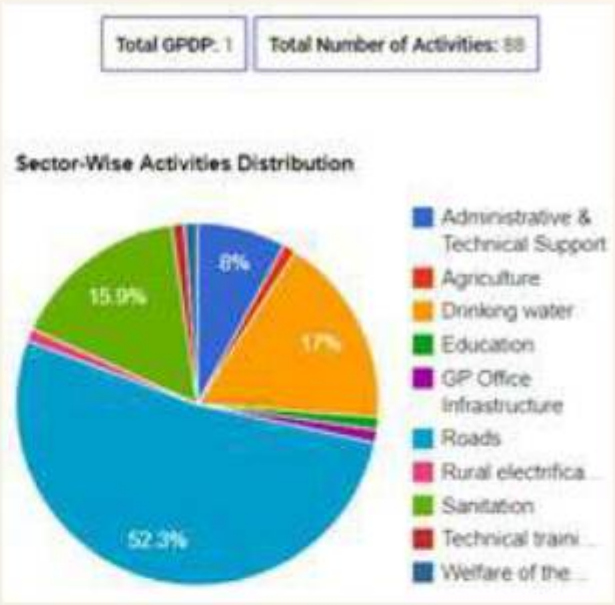

Image 3. Analytical Report of Activity Distribution Countrywide

সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সামগ্রিক পরিকল্পনা নিশ্চিত করার জন্য, এমওপিআর সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে বছরের জন্য প্রাপ্ত তহবিলের পরিমাণ যোগ করার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। জেলাগুলিকে তাদের নিজ নিজ জিপিকে সহায়তা ও সমর্থন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতি রাজ (এনআইআরডিপিআর) পিআরআইগুলির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এমওপিআর-এর সহযোগীও হয়েছে। নোডাল অফিসার ও ফ্যাসিলিটেটরের প্রশিক্ষণ, ডেটা ব্যবহার এবং স্কিমগুলির কনভারজেন্স-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রশিক্ষণ ের সময় চাপ দেওয়া হয়েছে।

পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন 2021এর উপর জাতীয় স্তরের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ

NIRDPR, Hyderabad

সূচনা

গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে কার্যকর পরিকল্পনার জন্য এবং রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পিআরআইগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের সহায়তা প্রদানের জন্য, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এবং এনআইআরডি ও পিআর-এর সহযোগিতায় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন এবং আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় পর্যায়টি ২০১৯ সালের ২রা অক্টোবর অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে চালু করা হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির পরিকল্পনাকারীদের ব্যাপক জিপিডিপি প্রস্তুত করতে সহায়তা করার লক্ষ্যে সারা দেশে দুটি জাতীয় স্তরের কর্মশালা এবং পাঁচটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২০ সালে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন অনলাইন মোডের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পিপিসি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার সময় তাদের নিজ নিজ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা প্রণীত কোভিড -১৯ প্রোটোকলগুলি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। পিপিসি-২০২১-এর উপর প্রথম জাতীয় স্তরের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপটি ১৩ ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে হায়দ্রাবাদের এনআইআরডিপিআর-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে পিআরআইদ্বারা যথাক্রমে ২অক্টোবর ২০২১ থেকে ৩১ শে জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত পিআরআইদ্বারা একটি বিস্তৃত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি), ব্লক পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (বিপিডিপি) এবং জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপিডিপি) প্রণয়নের জন্য সারা দেশে প্রচারাভিযান শুরু করা যায়।

উদ্বোধনী অধিবেশন

স্বাগতম ভাষণ:

এনআইআরডিপিআর-এর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ জি নরেন্দ্র কুমার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমস্ত রিসোর্স পার্সন, অনুষদ এবং প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং জাতীয় কর্মশালার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই বছরের পিপিসি-র বিস্তৃত পরিধির উপর আলোকপাত করেন যা প্রথমবারের মতো পিআরআই-এর তিনটি স্তরকে এর আওতায় নিয়ে এসেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এনআইআরডিপিআর পিএমআই (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া) এর মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে বিভিন্ন অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে, যেমন কার্যক্রমের প্রকল্প, আইসিএআই (ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া) আর্থিক বিশ্লেষণের জন্য।

পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন 2021 - একটি ওভারভিউ:

।জাতীয় কর্মশালার জন্য সুর সেট করার জন্য, শ্রীমতী রেখা যাদব পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, বছরের পর বছর ধরে জিপিডিপির অগ্রগতি এবং বিপিডিপি ও ডিপিডিপির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কথা

তিনি এমওপিআর-এর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন এবং উল্লেখ করেন যে "গ্রামীণ রূপান্তরের মূল ভিত্তি পঞ্চায়েতের স্তরের উপর নির্ভর করে এবং তহবিলের হস্তান্তর বৃদ্ধির কারণে বছরের পর বছর ধরে পঞ্চায়েতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে"।

এটি আরও হাইলাইট করা হয়েছিল যে, XIV FC-র নিছক নির্দেশিকাগুলি যথেষ্ট নয় তা উপলব্ধি করার পরে পিপিসি মিশন মোডে শুরু করা হয়েছিল। পিপিসি গ্রহণের পরে, আপলোড করা জিপিডিপির সংখ্যা ২০১৮ সালে ৫৯,০ থেকে ২,৫০,০০০-এ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে পূর্ববর্তী পিপিসি প্রচারাভিযানগুলি থেকে শেখা যেমন গ্রামসভার অভাব, কম উপস্থিতি, লাইন বিভাগের অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণ, সীমিত খাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বরাদ্দ এবং জিপিডিপি কার্যক্রমের ধীর বাস্তবায়ন।

এর প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা::

পিএফএমএস-এর মতো নতুন ব্যবস্থাগুলি পঞ্চায়েতে প্রবর্তনের ক্ষেত্রে করা সাফল্যগুলি তুলে ধরে, যেখানে এর মাধ্যমে ৫৯,০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। তিনি আরও অনুরোধ করেছিলেন যে যে রাজ্যগুলি সিস্টেমে বোর্ডে নেই তারা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি করতে পারে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রক্রিয়ার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে পিএমইউগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে হবে, জেলাগুলির সেক্টরাল এবং গ্যাপ বিশ্লেষণ পরিচালনার জন্য এসআইআরডিগুলির সক্ষমতা উন্নত করা দরকার। জিপি/ ব্লক/ডিস্ট্রিক্ট/লেভেলে প্রশিক্ষণ ের সক্ষমতা ডিপিআরসি, এসপিআরসি এবং এসআইআরডি পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষক, এমটি, আরপি এবং অনুষদের ক্ষেত্রে জরুরি উন্নতি প্রয়োজন। রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা পুনর্গঠিত আরজিএসএ-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পিআরআই-এর কার্যকর কার্যকারিতা গ্রামীণ-শহুরে ব্যবধান দূর করতে পারে- গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব:

Shri Nagendra Nath Sinha, Secretary, Ministry of Rural Development

ভাষণের শুরুতে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রী নগেন্দ্র নাথ সিনহা পিপিসি প্রচারাভিযানের উদ্যোগের জন্য এমওপিআর এবং এনআইআরডিপিআর-কে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি বিহারের একটি উদাহরণ তুলে ধরে স্থানীয় মালিকানার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি যে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণের সঠিক ব্যবহার করে তা সংস্থাগুলির সরবরাহের পদ্ধতিতে একটি বড় পার্থক্য তৈরি করতে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রামীণ-শহুরে ব্যবধান বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাত্রার পাশাপাশি প্রশাসনের গুণগত মান, এলাকায় উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা এবং পরিষেবার স্তরের কারণে ঘটে। পিআরআইগুলির কার্যকর কার্যকারিতা এই গ্রামীণ-শহুরে ফাঁকটি পূরণ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিমূর্ত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার ও বিভাগগুলির বিভিন্ন স্তরকে অবশ্যই জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

পিপিসি **2021** এর জন্য সমস্ত স্তরের হাজার হাজার তৃণমূল কর্মীদের প্রচেষ্টার প্রয়োজন - সচিব,

Shri Sunil Kumar, Secretary, Ministry of Panchayati Raj

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক

Shri Sunil Kumar, Secretary, Ministry of Panchayati Raj stated that the focus is based on the efforts we have kept in PPC since its inception and we are at the juncture of take off stage. He further appreciated the achievements made by GPs in terms of on boarding of GPDPs and adopting PFMS despite the infrastructural difficulties. He mentioned that even Covid-19 could not able to stop in achieving the better results in the plan preparation.

এমওপিআর-এর সচিব বলেন, পিপিসি ২০২১-এর জন্য সব স্তরের হাজার হাজার তৃণমূল কর্মীর প্রচেষ্টা প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ এবং অন্যান্য লাইন মন্ত্রক যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ইত্যাদি। এসএইচজি সদস্যরা গ্রামসভার অংশগ্রহণকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়ক হতে পারে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ১০% ভোটারের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে গ্রামসভাকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য এমওপিআর কর্তৃক জারি করা সর্বশেষ পরামর্শটি বাধ্যতামূলক।

তিনি বলেছিলেন যে পঞ্চায়েত সভাপতি বা পঞ্চায়েত সচিব গ্রাম পঞ্চায়েতের সমার্থক শব্দ। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হবে এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে সম্পদ চিহ্নিত করে তাদের চাহিদা পূরণ করতে হবে।.

লাইন মন্ত্রণালয় দ্বারা উপস্থাপনা

শ্রীমতী নীতা কেজরেওয়াল, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব

- তিনি গ্রাম দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা (ভিপিআরপি), প্রস্তুতির প্রক্রিয়া এবং বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও এসএইচজিগুলির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে প্রায় ১.১ কোটি এসএইচজি সদস্য গ্রামসভায় অংশ নিয়েছিলেন।
- তিনি উল্লেখ করেন যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) এবং তাদের গ্রাম সংগঠনগুলি (ভিও) প্রশিক্ষিত কমিউনিটি রিসোর্স পার্সনদের সহায়তার মাধ্যমে ভিপিআরপি প্রস্তুত করবে। ভিপিআরপি জিপিডিপির সাথে একীভূত করা হবে। এটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ে পিআর এবং আরডি বিভাগগুলির মধ্যে আরও ভাল রূপান্তর সক্ষম করবে। এটি জিপিডিপির কার্যকর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অর্জনে অনুবাদ করা উচিত।

শ্রী মনীশ গর্গ, শিক্ষা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব

- তিনি এমওই-তে উপলব্ধ বিভিন্ন স্কিম, প্রধান হস্তক্ষেপ এবং কনভারজেন্স ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।
- তিনি বিস্তারিতভাবে, সমগ্রা শিক্ষার অধীনে বিভিন্ন উপাদান, স্কুল শিক্ষার একটি সমন্বিত প্রকল্প ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে এই কর্মসূচির ১১ টি উপাদান রয়েছে এবং এটি জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- তিনি বিভিন্ন হস্তক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের সমন্বয়ের সুযোগের জন্য এমওআরডি এবং এমওপিআর-এর সাথে সমগ্রা শিক্ষার অধীনে চলমান কনভারজেন্স প্রচেষ্টার উপর জোর দেন।
- তিনি স্থানীয় পর্যায়ে শূন্য ড্রপআউট এবং স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের নিশ্চিত করার জন্য পিআরআই এবং স্থানীয় সরকারগুলির গুরুত্বের উপরও জোর দেন।

শ্রী। অতুল কোতোয়াল, নির্বাহী পরিচালক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

- তিনি সাধারণভাবে স্বাস্থ্য নির্ধারকদের জন্য তার অধিবেশন শুরু করেছিলেন এবং আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা বিতরণ কাঠামো, উপলব্ধ স্বাস্থ্য প্রকল্প এবং দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- তিনি স্বাস্থ্য খাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন, যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা, অসাম্য মোকাবেলা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়কে একত্রিত করা এবং ক্রস-সেক্টরাল সহযোগিতার জন্য সহায়তা প্রদান করা।
- তিনি আয়ুষ্মান মিত্র হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার জন্য কম্পিউটার পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের

উত্সাহিত এবং একটি বাহিনী তৈরি করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই আয়ুষ্মান মিত্ররা সম্প্রদায়ের মধ্যে এবি-পিএমজেএওয়াই সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করবে

- তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে এসসি/এসটি/প্রতিবন্ধীদের মতো দুর্বল শ্রেণির আবেদনকারীদের পিএমবিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত করা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পিএমবিজেকে প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য এসএইচজিদের হ্যান্ডহোল্ডিং সহায়তা প্রদান করা উচিত

ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের অধিকর্তা শ্রী ডি চন্দ্র শেখর

- তিনি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি যেমন পিএমইজিপি, এসএফইউআরটিআই, অ্যাসপায়ার, ন্যাশনাল এসসি-এসটি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরও যোগ করেন যে উল্লিখিত প্রোগ্রামগুলিতে পিআরআইগুলির জন্য কনভারজেন্স সুযোগের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।
- তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উপরোক্ত প্রকল্প/কর্মসূচীগুলির সাথে একীভূত হওয়া সারা দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে যা পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের মূল কেন্দ্রবিন্দু।
- তিনি বলেছিলেন যে পিআরআইগুলি **SFURTI** ক্লাস্টারগুলির জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে, কারিগর এবং অন্যান্য নির্ভরশীল স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবকে সর্বাধিক করার জন্য একত্রিত করতে পারে।

ডাঃসিপিরেড্ডি,সিনিয়রঅ্যাড.কম.(WD)ভূমিসম্পদবিভাগ

- তিনি ভারতের রেইনফেড কৃষির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ভারতের ৮৪ শতাংশ গ্রামীণ দরিদ্র, যার মধ্যে বেশিরভাগ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীও রয়েছে, তারা বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় বাস করে।
- তিনি প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ি যোজনার ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট (ডাব্লুডিসি-পিএমকেএসওয়াই) এর গুরুত্ব এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন।
- তিনি ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্টে পিআরআই এবং গ্রামসভার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে ওয়াটারশেড কমিটি (ডাব্লুসি) গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে এবং জিএস, ডাব্লুসি-র মাধ্যমে, ব্যবহারকারীর ফি সংগ্রহের জন্য একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করে। এটি স্থায়িত্বকে শক্তিশালী করবে।**শ্রী অরুণ বারোকা, অতিরিক্ত সচিব, জলশক্তি মন্ত্রক**
- তিনি গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিতে (আরএলবি) স্যানিটেশন উন্নত করার জন্য **15** তম এফসি বাঁধা অনুদান ব্যবহার করার বিভিন্ন সূক্ষ্মতা প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ (এসবিএম-জি) একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রকল্প যা রাজ্য ও গ্রামীণ সংস্থাগুলির প্রচেষ্টাকে সম্পূরক করে।
- তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখন আমরা এসবিএমের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছি যার লক্ষ্য হবে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে ওডিএফ স্থিতি বজায় রাখা।
- তিনি উল্লেখ করেন যে এসবিএম (জি) মূলত এসবিএম (জি) এর জন্য জিওআই এবং রাজ্য সরকারগুলির কাছ থেকে বাজেট বরাদ্দ, আরএলবিগুলির জন্য **15** তম অর্থ কমিশনের অনুদানের মতো বিভিন্ন তহবিল উত্সগুলির সাথে সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে।
- তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে এসবিএম (জি) এবং ১৫ তম অর্থ কমিশনের বদ্ধ অনুদানের সমন্বয় এসবিএম (জি) এর অধীনে নির্ধারিত লক্ষ্যের সাফল্যের জন্য এবং স্যানিটেশনের জন্য আরএলবিগুলিকে আবদ্ধ অনুদান বরাদ্দের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।
- **আরএলবিগুলির জন্য অনুদান পেতে**,
  - ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ সালের মধ্যে মুক্তির জন্য, কমপক্ষে ২৫ শতাংশ আরএলবি-র পূর্ববর্তী বছরের জন্য তাদের অস্থায়ী অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের আগের বছরের জন্য নিরীক্ষিত অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, যা পাবলিক ডোমেইনে অনলাইনে উপলব্ধ। ২০২৩-২৪ সাল থেকে মুক্তির জন্য, আরএলবিগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে ১০০ শতাংশ অস্থায়ী এবং নিরীক্ষিত অ্যাকাউন্ট অনলাইনে উপলব্ধ থাকবে।
  - যে রাজ্যগুলি এখনও যথাযথ রাজ্য অর্থ কমিশন (এসএফসি) গঠন করেনি তাদের অবশ্যই এসএফসি গঠন করতে হবে, তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং ২০২৪ সালের মার্চ মাসে বা তার আগে রাজ্য আইনসভার সামনে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক স্মারকলিপি স্থাপন করতে হবে। ২০২৪ সালের মার্চের পরে, এমন কোনও রাজ্যকে কোনও অনুদান দেওয়া হবে না যা এই শর্তগুলি মেনে চলেনি।
- **বাঁধা অনুদান পাওয়ার জন্য**;
  - স্যানিটেশন এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য গ্রাম / ব্লক / জেলার বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাগুলি জিপিডিপি / বিডিপি / ডিডিপিতে প্রতিফলিত হয় এবং ইগ্রামস্বরাজে আপলোড করা হয়
  - বাঁধা অনুদানের ব্যবহারের বিশদ বিবরণ ই-গ্রামস্বরাজে আপলোড করা হয়েছে।

5. প্রমাণ-ভিত্তিক এবং তথ্য-চালিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা

ডঃ অঞ্জন কুমার ভাঞ্জা, সহযোগী অধ্যাপক, এনআইআরডিপিআর দ্বারা

- তিনি পঞ্চায়েত পর্যায়ে প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে পরিকল্পনাগুলি প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রস্তুত করা উচিত, স্থল বাস্তবতা এবং বাস্তব চাহিদার প্রমাণ হিসাবে।
- তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্যের বিশাল ও ক্রমবর্ধমান ব্যবধান রয়েছে।
- তিনি আরও বলেন যে সর্বোত্তম উপলব্ধ তথ্য, তথ্য এবং জ্ঞান বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং গ্রামবাসীদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে ভাল এবং সত্যবাদী তথ্য গুণমান পরিকল্পনার ভিত্তি।
- তিনি সেকেন্ডারি ডেটার বিভিন্ন উত্সগুলিও তুলে ধরেছেন যা পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে

এবং জিপিডিপি / বিপিডিপি / ডিপিডিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে

➢ **মহারাষ্ট্র**

1. সমস্ত ব্লকের জন্য রাজ্য নোডাল অফিসার, জেলা নোডাল অফিসার এবং ব্লক নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল।
2. সমস্ত জিপি স্তরের সুবিধাপ্রদানকারী নিয়োগ করা হয়েছিল।
3. গ্রাম পঞ্চায়েত সুবিধা দল, সমস্ত জিপি সদস্য, এসএইচজি সভাপতি ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ ক্লাস্টার স্তরে পরিচালিত হয়।
4. পিপিসি-র অধীনে প্রায় সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়েছিল যেমন ফ্রন্টলাইন কর্মীদের মনোনয়ন, এমএ ডেটা বৈধতা, সুবিধাপ্রদানকারীদের প্রতিক্রিয়া প্রতিবেদন ইত্যাদি।
5. মহামারী পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালে কোনও গ্রামসভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং জিপি মিটিংয়ে সমস্ত পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছিল।
6. সুবিধার্থীদের অর্থ প্রদান এনআরইজিএ থেকে উপলব্ধ করা হয় না।

➢ হিমাচল প্রদেশ

1. রাজ্য নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল এবং জিপিডিপির সামগ্রিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং এমওপিআর-এর সাথে বিভিন্ন যোগাযোগ ের জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
2. বিভিন্ন লাইন বিভাগের জন্য জেলা নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল।
3. বিভিন্ন লাইন বিভাগের জন্য জেলা নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল।
4. কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের জন্য, অংশগ্রহণের পাশাপাশি এজেন্ডা প্রচলনের জন্য প্রযুক্তিগত বিকল্পগুলি যেমন WhatsApp গ্রুপ এবং SMS-Gateway ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। গণসংহতির জন্য আকাশ বাণীর মাধ্যমে স্লোগান প্রচার করা হয়েছিল।

➢ কেরেলা

1. পিপিসি ২০২০ পরিচালনা করার সময় কেরল নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

a. পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ
b. স্থানীয় বিষয়গুলিতে অগ্রাধিকার
c. স্থানীয় উন্নয়ন দৃষ্টিকোণ
d. সম্পদের কার্যকর ব্যবহার
e. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি
f. কনভারজেন্স এবং ইন্টিগ্রেশন
g. জি। দক্ষতা এবং ফলাফল।

2. **পিপিসি 2020 এর সময় করা অর্জনগুলি:**

a. সামাজিক নিরাপত্তা- জিপিডিপির মাধ্যমে ভিন্নভাবে সক্ষম, শিশু, বৃদ্ধ, নারী, রূপান্তরকামী ইত্যাদিকে সহায়তা করা
b. নারীর ক্ষমতায়ন - মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ, এবং সম্প্রদায় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা,
c. শিক্ষা - স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়ন, স্মার্ট ক্লাস রুম এবং শিক্ষা পুনরুজ্জীবন মিশন নিয়ে আসা।
d. স্বাস্থ্য - পিএইচসি / এফএইচসিতে অবকাঠামো উন্নত করা, স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে ডোর স্টেপ পরিষেবা ইত্যাদি।

□ **ছত্তীসগঢ়**

1. জনগণের সুবিধাবঞ্চিত অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।
2. ভার্চুয়াল গ্রামসভার আয়োজন করা হয়।
3. সম্প্রদায়কে একত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিস্তৃতি।
4. জিপি-র প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছানোর জন্য লাউড স্পিকারের মাধ্যমে গ্রামসভার সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল।
5. ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠা এবং প্রতি বছর **4** বিভিন্ন বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ।
6. একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তৈরি করুন এবং একটি মানের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য উত্সাহিত করার জন্য **50** টি সেরা জিপিডিপি / বিপিডিপি / ডিপিডিপি পুরস্কৃত করেছেন।

এগিয়ে যাওয়ার পথ

এমওপিআর-এর সচিব শ্রী সুনীল কুমার, এগিয়ে যাওয়ার পথে এই কর্মশালার জন্য অনেক কিছু তুলে ধরেছেন। তাঁর দ্বারা ভাগ করা চিন্তাভাবনাগুলি নীচে দেওয়া হল:

1. প্রত্যেক জিপির একটি ভিশন, মিশন বা সংকল্প থাকতে হবে যা তারা এই চলতি বছরে অর্জন করতে চায়।
2. জিপিকে জিরো-রিসোর্স ভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, যেখানে সম্প্রদায়ের সহায়তায় বা জিপির কাছে উপলব্ধ ন্যূনতম সম্পদের সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন-ভিত্তিক লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে।
3. গ্রামসভার সভায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
4. মহিলা সভা, ওয়ার্ড সভা ও বালসভা ছাড়াও, মহামারী শেষ হওয়ার পরে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা দরকার।
5. সকল জিপি-কে নিশ্চিত করতে হবে যে কমপক্ষে ১০% জিপি সদস্যকে গ্রামসভায় উপস্থিত থাকতে হবে।
6. সমস্ত রাজ্যকে নিশ্চিত করতে হবে যে গ্রামসভায় দুর্বল

মানুষের অংশগ্রহণ এবং কমপক্ষে ১/৩ জন সদস্য যাতে মহিলা হন তা নিশ্চিত করতে হবে।

7. ই-গ্রাম স্বরাজ ও এমএ পোর্টালে উপলব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে এবং যথাযথ ফাঁক বিশ্লেষণের পাশাপাশি রাজ্য নির্বিশেষে সেক্টরাল ব্যয় করতে হবে।
8. সমস্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে স্থানীয় ভাষায় ৪ থেকে 10 টি স্লাইডের একটি স্ট্যান্ডার্ড পিপিটি তৈরি করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন স্কিমগুলি কভার করে এবং জিপি সচিব বা কর্মীদের সাথে এটি ছড়িয়ে দিতে হবে। এই পিপিটি গ্রামসভায় পড়তে হবে।
9. পরিষেবা বিতরণ প্রক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।
10. একটি জোর চুক্তি ব্যবস্থাপনা দেওয়া উচিত এবং বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি পাম্প হাউস, রাস্তার আলো, ইত্যাদি যেমন স্থায়ী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে থাকা উচিত।
11. প্রতিটি পিআরআই একটি কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম থাকতে হবে।
12. সমস্ত রাজ্যগুলিকে হাইব্রিড প্রশিক্ষণ সেশনের প্রস্তুতি এবং ফোকাস করার পরামর্শ দেওয়া হয় কারণ এটি খুব ব্যয়বহুল এবং এটি ব্যক্তিগতভাবে প্রশিক্ষণে অংশ নিতে অক্ষম এমন অনেক লোকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

৪. পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় এসডিজি স্থানীয়করণ

শ্রীমতী জয়শ্রী রঘুনন্দন, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, তামিলনাড়ু

এসডিজিগুলি স্থানীয়করণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তথ্যমূলক ভিডিওগুলির সাথে অনলাইনের মাধ্যমে সেশনটি পরিচালনা করা হয়েছিল। অধিবেশনচলাকালীন হাইলাইট করা মূল বিষয়গুলি নীচে দেওয়া হল:

1. দারিদ্র বিমোচন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। স্থিতিস্থাপক জিপিডিপিগুলির প্রস্তুতির মাধ্যমে একই অর্জন করা যেতে পারে
2. এটি আরও উল্লেখ করা হয়েছিল যে শেষ মাইল পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং "কাউকে পিছনে ফেলে না যাওয়া" এবং "কোনও গ্রাম পিছনে না রেখে" প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্ব
3. এটি অভিজ্ঞতাগতভাবে দেখানো হয়েছিল যে জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি গ্লোবাল ওয়ার্মিং মনুষ্যসৃষ্ট। সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য, কেবল সমস্ত লাইন-বিভাগ বা জিপি ই নয়, সমস্ত ব্যক্তিকেও এটিনিয়ে কাজ করতে হবে।
4. জিপিডিপি প্রণয়নের সময় জিপিডিপি প্রণয়নের সময় জিপিকে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিতে হবে।
5. এটি আরও জোর দেওয়া হয়েছিল যে জিপিকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এসডিজি স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করছে।
6. তিনি আরও বলেন, পিআরআই ছাড়াও অন্যান্য বিভাগকেও এসডিজি-কে স্থানীয়করণের গুরুত্ব বুঝতে হবে এবং পারস্পরিক ভাবে সকলকেই এসডিজির লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর ের উপর আঞ্চলিক কর্মশালা ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে

অক্টোবর ২৮-২৯, ২০২১, ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ

1. প্রেক্ষাপট

এই পিপলস প্ল্যান প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে, এনআইআরডি এবং পিআর-এর সহায়তায় এমওপিআর প্রচারাভিযানের সফল রোল-আউটের জন্য রাজ্যসহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের হ্যান্ডহোল্ডিং সহায়তা প্রদানের জন্য কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের সিরিজ আয়োজন করেছিল। ২০২১ সালের ২৮-২৯ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি রাজ্যে কাজ করা নিম্নলিখিত সংস্থা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদেরও এই কর্মশালার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যাতে গ্রামাঞ্চলে গৃহীত ক্রিয়াকলাপগুলি ভাগ করে নেওয়া যায় এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়াতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে কাজ করার সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

1. জল শক্তি বিভাগ জল সম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রক
2. দিন-এনআরএলএম এবং ডিডিইউ-জিকেওয়াই, MoRD
3. নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রণালয়
4. নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় - পুষ্টি অভিযানের জন্য
5. কুদুম্বশ্রী-এনআরও
6. জাতিসংঘের নারী – আঞ্চলিক অফিস
7. আইসিএআর-এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এটিআরআই), জব্বলপুর, মধ্য প্রদেশ
8. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
9. সমরথন- সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট, ভোপাল
10. সিএসআইআর- সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিনাল অ্যান্ড অ্যারোম্যাটিক প্ল্যান্টস (সিআইএমএপি), লখনৌ
11. আঞ্চলিক রিসোর্স সেন্টার ফর এনই স্টেটস, এনএইচএম, এমওএইচএফডব্লিউ – নতুন দিল্লী

2. কার্যধারা

2.1 Inaugural Session

প্রদীপের বাজ পড়ে অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানিয়ে শুরু হয় কর্মশালা। মধ্যপ্রদেশের পঞ্চায়েতি রাজের ডিরেক্টর শ্রী অলোক কুমার সিং এই কর্মশালায়

অংশগ্রহণকারীদের সকলকে স্বাগত জানান। সকলের উদ্দেশে তিনি উল্লেখ করেন যে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই দুই দিনের কর্মশালার শিক্ষা সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপকারী হবে এবং আশা করা যায় যে এই কর্মশালায় ভাগ করে নেওয়া সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি সমস্ত রাজ্য দ্বারা গৃহীত হবে।

কর্মশালার স্বাগত ভাষণের পর এনআইআরডিপিআর-এর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সি কাথিরেসন এই কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্রিফিং করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে জিপিডিপি প্রচারাভিযান যা পিপলস প্ল্যান প্রচারাভিযান নামে পরিচিত, ২০১৮ সালে শুরু হয়েছিল। প্রচারের শুরু থেকেই এনআইআরডিপিআর গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য রাজ্যগুলিকে হ্যান্ডহোল্ডিং সহায়তা প্রদান করছে। এই আঞ্চলিক স্তরের কর্মশালাটি ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি রাজ্যগুলিকে হ্যান্ডহোল্ডিং সহায়তা প্রদানের অংশ। এই আঞ্চলিক কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে এই কর্মশালাটি মূলত পঞ্চায়েতগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করতে চলেছে কারণ কৃষি-ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ এই অঞ্চলের অধীনে আসা সমস্ত রাজ্যের প্রধান ক্রিয়াকলাপ। যেহেতু দেশের প্রতিটি অঞ্চলের পরিকল্পনা অন্যদের থেকে আলাদা, তাই এই কর্মশালাগুলি হ্যান্ডহোল্ডিং সমর্থন প্রদানের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে আয়োজন করা হচ্ছে। এই আঞ্চলিক কর্মশালার আগে জাতীয় পর্যায়ে দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ বার আমরা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে চেষ্টা করছি যাতে এই বছরের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি আঞ্চলিক কর্মশালায় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

Shri Sunil Kumar, Secretary, MoPR, GoI addressing the participants through VC

তিনি উল্লেখ করেন যে কর্মসংস্থান, উন্নত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার সন্ধানে গ্রামবাসীরা সাধারণত শহুরে এলাকায় চলে যায়, যদিও সমস্ত পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনা করা হলে গ্রাম পর্যায়ে এই সুবিধাগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে তরুণ এবং অভিজ্ঞ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রামীণ উন্নয়নের চেহারা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং আরও ভাল পরিকল্পনা, সম্পাদন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই সমস্ত কিছু অর্জন করা যেতে পারে। এমওপিআর-এর সচিব শ্রী সুনীল কুমার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে পঞ্চায়েতগুলি তাদের পঞ্চায়েতগুলিতে যে উন্নয়নমূলক পরিবর্তনগুলি দেখতে চায় তার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।

উন্নয়ন পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে হবে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং সমাজের সকল মানুষ যেমন দিনমজুর, কৃষক, শিশু, নারী, যুবক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সমানভাবে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পঞ্চায়েতকে ওএসআরের মতো আয়ের উৎস, এক্সভি ফিনান্স কমিশন থেকে তহবিল এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসরকরা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। পঞ্চায়েতের উচিত নতুন কাজের পরিকল্পনা শুরু না করে কাজ চালিয়ে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া।তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এখন পঞ্চায়েতগুলির ফোকাস পরিমাণগত পরিকল্পনা হওয়া উচিত নয় তবে এটি গুণগত হওয়া উচিত। গত বছর পঞ্চায়েতগুলি যে কাজ শুরু করেছে তার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ বাধ্যতামূলকভাবে করা উচিত। সরকারের মনিটরিং সিস্টেম সম্পর্কে তিনি বলেন, এই বছর থেকে মন্ত্রক ই-গ্রাম স্বরাজ পোর্টালে আপলোড করা তথ্যের বিশ্লেষণ শুরু করেছে, মিশন অন্ত্যোদয়ের তথ্য দ্বারা চিহ্নিত ফাঁকগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণও করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী ভাষণের পর 'অংশগ্রহণমূলক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া' সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং জিপিডিপি ও ওএসআর (এমপি সরকার কর্তৃক প্রস্তুত) এর উপর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রকাশ করেন এমওপিআর-এর সচিব।

শ্রীমতী শিবানী ভার্মা, যুগ্ম পরিচালক, পি অ্যান্ড আরডি, মধ্যপ্রদেশ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেছেন।

Release of Training Manual on 'Participatory Village Development Planning Process'

2.2 টেকনিক্যাল সেশন ১: পঞ্চায়েত প্রস্তুতির জন্য পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন উন্নয়ন পরিকল্পনা

এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব ২০১৮ সালে প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এই অর্জনগুলি তুলে ধরে পিপলস প্ল্যান প্রচারাভিযানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বলেছিলেন যে পিপিসি প্রচারাভিযানের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটি আসলে ২০১৪ সালে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অনুদান পঞ্চায়েতগুলিকে হস্তান্তরের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, দেশ জুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। এখন পরিমাণের চেয়ে জিপিডিপির গুণমানের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। এই প্রচারাভিযানের অনন্য উপাদানগুলি হ'ল গ্রাম সভা, সুবিধাপ্রদানকারী, মিশন অন্ত্যোদয় তথ্য এবং জিপিডিপিগুলি আপলোড করার জন্য ই-গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ।

পিপিসি-র ওভারভিউ-এর উপর উপস্থাপনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে:

- মধ্যপ্রদেশ, ওডিশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলি বিশেষ গ্রামসভার চেয়ে বেশি কিছু পরিচালনা করছে:
- লাইন বিভাগগুলির মধ্যে কেবলমাত্র শিক্ষা, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, কৃষি ও পরিবার এবং কল্যাণ বিভাগগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে অংশ নিচ্ছে। পশুপালন ও দুগ্ধ, পানীয় জল এবং স্যানিটেশনদ্বারা খুব কম অংশগ্রহণ রয়েছে।
- জিপিডিপি প্রণয়নে গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা (ভিপিআরপি) অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হবে।

- প্রধান সম্পদ খাম XVFC, MGNREGA এবং রাজ্য অর্থ কমিশন থেকে পাওয়া যায়। ফ্ল্যাগশিপ স্কিম এবং লাইন মন্ত্রকগুলি দ্বারা উপলব্ধ তহবিলগুলি অনুপস্থিত।
- স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা ও পানি সংরক্ষণকে জিপিডিপিতে কম অন্তর্ভুক্ত করা।
- বর্তমান চলমান গ্রামসভায় মানুষের অংশগ্রহণ মাত্র ৪.৪৩%। এসএইচজি-র অংশগ্রহণ হল গ্রামসভার অংশগ্রহণ ৯২%।
- পর্যন্ত কাউন্টি জুড়ে অনুষ্ঠিত মোট ১৪,৩১০টি গ্রামসভার মধ্যে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ ৬২% অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য লাইন বিভাগের অংশগ্রহণ ের পরিমাণ খুবই কম, যেমন পানি সম্পদ ২% এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিভাগের অংশগ্রহণ যথাক্রমে ১%।
- এভিডেন্স বেসড প্ল্যানিং, সেল্ফ গ্রুপ এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার মতো এমওপিআর হস্তক্ষেপগুলি বিস্তারিতভাবে ব্রিফ করা হয়েছিল।

এমওপিআর-এর কনসালট্যান্ট শ্রী বিপ্রা গোয়েলের দ্বিতীয় প্রেজেন্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য আধুনিক আইইসি কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

পরিকল্পনার সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য পিপিসির 5 টি নীতি হল:

- নিরপেক্ষতা
- প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সচেতনতা
- সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা
- ভিজিল্যান্স

এটি জোর দেওয়া হয়েছিল যে উপরোক্তগুলি নিশ্চিত করার জন্য, নিম্নলিখিতগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য একটি আধুনিক আইইসি কৌশল প্রয়োজন:

অধিবেশনের তৃতীয় উপস্থাপনাটি উপস্থাপন করা হয়েছিল ডঃ সি কাথিরেসন, সহযোগী অধ্যাপক, এনআইআরডিপিআর-এর " এসডিজিগুলির স্থানীয়করণ: জিপিডিপির সাথে এসডিজি সংহত করা"।
উপস্থাপনায় তিনি জিপিডিপির সাথে এসডিজি সংহত করার জন্য কোনও বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না, জিপিডিপির মাধ্যমে এসডিজিগুলিকে স্থানীয়করণের জন্য কেবলমাত্র পরিকল্পনার সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।
তিনি এসডিজি সম্পর্কিত ২০১৯ সালের নীতি আয়োগের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন যে স্থানীয় সরকার কীভাবে বটম আপ পদ্ধতির মাধ্যমে এসডিজি অর্জনকে সমর্থন করতে পারে এবং কীভাবে এসডিজিগুলি স্থানীয় উন্নয়ন নীতির জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করতে পারে। তিনি বলেন, এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পঞ্চায়েতগুলির হাতে আরও ৯ বছর সময় রয়েছে এবং এটি কেবল পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার তিনটি স্তরের অংশগ্রহণে করা যেতে পারে। তিনি ১০ টি এসডিজি উল্লেখ করেছেন যা সরাসরি পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত এবং একাদশ তফসিলের অধীনে পঞ্চায়েতগুলির জন্য নির্ধারিত ২৯ টি বিষয়ের অধীনে আসে। তিনি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির তালিকাও তুলে ধরেন যা সরাসরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে যুক্ত।১৫০ টি লক্ষ্য এবং ৩০০ টি সূচকসহ ৯ টি থিম, যা এসডিজিগুলিকে স্থানীয়করণের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ, তাও তিনি উপস্থাপন করেছিলেন।

2.3 টেকনিক্যাল সেশন ।।: পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন - রাজ্যগুলি দ্বারা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া
প্রযুক্তিগত সেশনটি 5 টি বিষয়গত ক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে:

পিআরআই পর্যায়ে কনভারজেন্স

a) PR এবং SHGs এর কনভারজেন্স

d) জনগণের অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি

e) সর্বোত্তম অনুশীলনের ডকুমেন্টেশন

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোভিড-১৯ মহামারির সময় জনগণের অংশগ্রহণ, ওএসআর প্রজন্ম, এসডিজি স্থানীয়করণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, বনায়ন এবং জিপিডিপির সুবিধা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে বলা হয়েছিল।

পাঞ্জাব: শ্রীমতী শেশানদীপ কৌর, সরপঞ্চ, মানক খানা, মৌর, বাথিন্ডা শেয়ার করেছেন যে তাঁর পঞ্চায়েত দুটি জাতীয় পুরস্কার দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত ষষ্ঠিকারন এবং নানানজি দেশমুখ গৌরব গ্রাম সভা জিতেছে।

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা উচিত। গ্রামসভায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য তিনি প্রাচীর চিত্রাঙ্কন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সভা, গ্রামসভায় যোগদানের জন্য পুরস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শ্রী রাজদীপ সান্ধু, সরপঞ্চ, রান্তা খেরা, ঘাল খুর্দ, ফিরোজপুর তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন যে তাঁর পঞ্চায়েত ১৪ তম এফসি এবং এমজিএনআরইজিএ থেকে প্রাপ্ত তহবিলকে উন্নয়নমূলক কাজের কাজ শুরু করার জন্য ব্যবহার করছে।

উত্তর প্রদেশ: শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা তিওয়ারি, প্রধান-গ্রাম পঞ্চায়েত রাজপুর, বিকাশ খন্ড হাথরাস, জনপদ হাথরাস তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তিনি কোভিড-১৯-এর সময় তাঁর পঞ্চায়েত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, যেমন ১০০% স্যানিটাইজেশন এবং টিকাকরণের মতো, যাতে মহামারী থেকে শূন্য-মৃত্যুর হার নিশ্চিত করা যায়। গ্রামে স্যানিটেশন নিশ্চিত করার জন্য তারা প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে।

মধ্যপ্রদেশ: ধর জেলার নবদপুরার সরপঞ্চ শ্রী কমল পটল তাঁর পঞ্চায়েত উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন, যেমন প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, বৃক্ষরোপণ ও গোশালা নির্মাণ, শিশুদের জন্য লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং আরও ওয়াটার প্ল্যান্ট।

শ্রীমতী অনুরাধা যোশীর সরপঞ্চ কুদ্রিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক মহু, ইন্দোর জেলা তার পঞ্চায়েতের আয় বাড়ানোর জন্য তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি স্যানিটারি প্যাড তৈরির প্রতিষ্ঠিত ইউনিটকে এই অভিজ্ঞতাটি ভাগ করে নিয়েছিলেন যা বর্তমানে গ্রামের ২০০ জন মহিলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রামসভা অন পিপিসি- জিপি গঙ্গারামপুর, জেলা-ডাকসিহিন দিনাজপুর, ডব্লিউ বেঙ্গল

2.4 টেকনিক্যাল সেশন III: সামগ্রিক পঞ্চায়েত পরিকল্পনা অর্জনের জন্য পিআরআই-এসএইচজি কনভারজেন্স

এই অধিবেশনে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর সমন্বয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। গ্রাম দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা (ভিপিআরপি)- এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শ্রীমতী জুই ভট্টাচার্যের ন্যাশনাল মিশন ম্যানেজার, ডে-এনআরএলএম এবং ডিডিইউ-জিকেওয়াই, এমওআরডি-র উপস্থাপনায় তিনি উল্লেখ করেন যে কোনও এসএইচজি-র সাথে যুক্ত নয় এমন একটি পরিবারও ভিপিআরপি-র অংশ হবে।

তিনি গ্রামের দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। VPRP এর অধীনে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:

- এনটাইটেলমেন্ট প্ল্যান
- জীবিকা পরিকল্পনা
- পাবলিক পণ্য, পরিষেবা এবং সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুত করা হয় - এসএইচজি স্তর, গ্রাম স্তর এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর। গ্রামের দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনার জন্য যে প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হবে তা নিম্নরূপ:

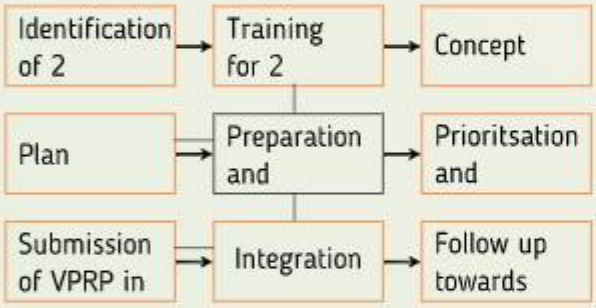

Tএই উপস্থাপনায় গ্রাম দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনার সফল প্রস্তুতির জন্য গৃহীত প্রধান অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং কৌশলগুলি তুলে ধরা হয়।

কুদুম্বশ্রী-এনআরও, শ্রীমতী মধুলিকা জোশী এবং শ্রী শ্রেয়স কুমার রাইয়ের প্রতিনিধিরা উত্তর প্রদেশের ইন্টারভেনশন ডিস্ট্রিক্টগুলিতে ভিপিআরপি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন।

তারা সংক্ষেপে ২০২০-২১ সালে ভিপিআরপি-র জন্য কেএসএনআরও-র কৌশল এবং ভিপিআরপি-র অধীনে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উত্পন্ন চাহিদাগুলি থেকে মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। ভিপিআরপি-র কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তাদের হস্তক্ষেপের প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জগুলিও বিস্তারিতভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল।

2.5 টেকনিক্যাল সেশন **IV: MoPR** উদ্যোগ

শ্রী খুশবন্ত সিং শেঠী, যুগ্ম সচিব, এমওপিআর-এ গ্রামসভাগুলিকে প্রাণবন্ত - গ্রাম স্বরাজ অর্জন ের বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি না উল্লেখ করে দেশের পঞ্চায়েত পরিসংখ্যানের ঝলক ভাগ করে নিয়েছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত, জেলা পঞ্চায়েত এবং না। পিআরআই-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের। এর পরে তিনি গ্রামীণ স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলিসম্পর্কেকথাবলেছিলেন।

a) রেডিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োজন
b) গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা
c) স্যাচুরেশনের জন্য প্রকল্পগুলির নিবিড় বাস্তবায়ন যেমন গ্রাম স্বরাজ অভিযান
d) স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং ইক্যুইটি নিশ্চিত করা
e) গ্রামীণ স্থানীয় শাসনের মৌলিক ইউনিট হিসাবে গ্রামসভাকে শক্তিশালী করা

তিনি জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার মতো পঞ্চায়েতগুলির অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির উপর জোর দেন এবং আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে কী করা দরকার তা তাদের অবহিত করেন। পরে তিনি গ্রামসভাগুলিকে ভাইব্র্যান্ট করার জন্য এমওপিআর উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শগুলি তুলে ধরেন।

গ্রামসভাগুলিকে ভাইব্র্যান্ট করার জন্য এমওপিআর উপদেষ্টা কমিটি ছয়টি উপ-কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছে, উপস্থাপনার সময় প্রতিটি উপ-কমিটির বিষয়ভিত্তিক ভূমিকাও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ড্যাশবোর্ডে তথ্য আপলোড করার জন্য রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করেছিলেন

অধিবেশনের পরবর্তী উপস্থাপনাটি যৌথভাবে এনআইসি দিল্লির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর শ্রী জে কে মিশ্র এবং গ্রাম মনচিত্রা অ্যাপ্লিকেশনের এমওপিআর-এর কনসালটেন্ট শ্রীমতী কর্ণিকা কৌশিক যৌথভাবে উপস্থাপন করেন।

এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদবের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, এনআইসি দিল্লি শ্রী জে কে মিশ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য গ্রাম মনচিত্রা স্থানিক সরঞ্জাম সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে অধিবেশন শুরু করেছিলেন। তাঁর উপস্থাপনায় তিনি গ্রাম মনচিত্রা, জিপিডিপি এবং পোর্টাল ইন্টারফেসের জন্য পরিকল্পনা সংস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। গ্রাম মঞ্চের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন যে, এটি ২৯টি সেক্টরকে আচ্ছাদিত করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য ইউনিফাইড জিও স্পেসাল প্ল্যাটফর্ম; জিপিডিপির জন্য একটি সিদ্ধান্ত সমর্থন সিস্টেম সরবরাহ করা।

এমওপিআর-এর কনসালট্যান্ট শ্রীমতী কর্ণিকা কৌশিক সম্পদের জিও ট্যাগিং সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যগুলি এনআইসির তথ্যের সাথে একীভূত নয়, যখন এই ইন্টিগ্রেশনটি সঞ্চালিত হবে তখন সদৃশ সম্পদ তৈরির কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

2.6 টেকনিক্যাল সেশন ভি: পিপিসি-র প্রমাণ ভিত্তিক পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ

এভিডেন্স বেসড অ্যান্ড ডেটা চালিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ডঃ অঞ্জন কুমার ভাঞ্জা তাঁর উপস্থাপনায় তুলে ধরেছিলেন।

প্রমাণ ভিত্তিক এবং ডেটা চালিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

- প্রমাণ ভিত্তিক মানে হল যে সর্বোত্তম উপলব্ধ তথ্য, তথ্য এবং জ্ঞান সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহার করা হয়।
- প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনা তথ্য এবং তথ্য থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে এবং আমাদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে অপ্টিমাইজ করতে এবং ফলাফলগুলি উন্নত করতে এটি ব্যবহার করছে।.
- প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনা কী করা উচিত তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভিত্তি হিসাবে প্রমাণ যেমন তথ্য, তথ্য এবং জ্ঞান ব্যবহার করে।
- প্রকৃত চাহিদা এবং পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মধ্যে তথ্যের ফাঁক রয়েছে বলে মনে হয়।
- পরিকল্পনাগুলি প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রস্তুত করা উচিত, স্থল বাস্তবতা এবং বাস্তব চাহিদার প্রমাণ হিসাবে।

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রী খুশবন্ত সিং শেঠি।

2.7 টেকনিক্যাল সেশন VI: জিপিডিপির সাথে স্কিম এবং প্রোগ্রামগুলির রূপান্তর

নয়াদিল্লির পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (পিএফআরডিএ) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গুপ্তের উপস্থাপনায় ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ স্কিম অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই) এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি 2015 সালে চালু করা হয়েছিল এবং এটি 88% অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের ৬০ বছর পরে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করার সুবিধা দেয়।

তিনি উল্লেখ করেন যে এখন এই প্রকল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং বর্তমানে এই প্রকল্পের ৪৪ জন সুবিধাভোগী মহিলা। তিনি জানান, পিএফআরডিএ আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে এপিওয়াই-এর আওতায় প্রায় ৭ কোটি নতুন তালিকাভুক্তি কভার করার পরিকল্পনা করছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এপিওয়াই প্রকল্পের ব্যাপক কভারেজ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, তাই তিনি এই প্রকল্পে যোগ দিতে জনগণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কর্মশালার সমস্ত অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন।

শ্রী এস আর মীনা, বিজ্ঞানী ডি, বায়োগ্যাস প্রযুক্তি উন্নয়ন বিভাগ, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক, নয়াদিল্লি যে কোনও উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য শক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে তাঁর অধিবেশন শুরু করেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে প্রচলিত শক্তির উৎসকে স্মার্ট পুনর্নবীকরণযোগ্য টেকসই শক্তিতে প্রতিস্থাপন করা মন্ত্রকের লক্ষ্য। তিনি বলেন, বায়োগ্যাস হচ্ছে শক্তির অত্যন্ত অর্থনৈতিক রূপ, যা মোট ১৭টি দেশের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৯টি লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত।

ভোপালের সমরথন-সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সাপোর্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডঃ যোগেশ কুমার 1996 সাল থেকে পঞ্চায়েতি রাজের সাথে কাজ করার জন্য তাঁর সংস্থার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন যে এই কনভারজেন্স তখনই সম্ভব যখন লোকেরা যে পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করতে চায় তা গ্রহণ করতে শুরু করে যা কোনও স্কিম ক্ষেত্রটিতে আনতে চায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যেতে পারে।

আইসিএআর-রাইসেনের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও হেড শ্রী স্বপ্নিল দুবে, তিনি কেভিকে কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ব্রিফিং করে তাঁর উপস্থাপনা শুরু করেছিলেন, যা সারা দেশে ভারতের কৃষি পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমানে 721 টি কেভিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেভিকে কৃষকদের জন্য একটি জ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।.

তিনি বলেন, কেভিকেগুলি ঐতিহ্যবাহী ফসলের পরিবর্তে উচ্চ মূল্যের ফসলের দিকে মনোনিবেশ করছে। তিনি ক্ষুদ্র বাজরা, মৌমাছি পালন, রেশম চাষ, ল্যাক কালচার, ছাগল পালন, মাশরুম উৎপাদন, জৈব পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের সুপারিশ করেন।

এই অধিবেশনে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রী খুশবন্ত সিং শেঠী এবং এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে উপর আঞ্চলিক কর্মশালা উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 11-12 নভেম্বর, 2021, ম্যাঙ্গালুরু, কর্ণাটক

1. পটভূমি

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক (এমওপিআর) জিপিডিপির জন্য পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (সবকি যোজনা সবকা বিকাশ) ২রা অক্টোবর, ২০২১ থেকে ৩১শে জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত চালু করেছে। এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে, এনআইআরডি এবং পিআর-এর সহায়তায় এমওপিআর এই প্রচারাভিযানের সফল রোল-আউটের জন্য রাজ্যসহ সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের হ্যান্ডহোল্ডিং সহায়তা প্রদানের জন্য কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের সিরিজ আয়োজন করেছিল।

কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে ১১-১২ নভেম্বর, ২০২১-এ উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্ধ্রপ্রদেশ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ, গোয়া, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা, লাক্ষাদ্বীপ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কাজ করা নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদেরও এই কর্মশালার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যাতে গ্রামাঞ্চলে গৃহীত ক্রিয়াকলাপগুলি ভাগ করে নেওয়া যায় এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়াতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সাথে কাজ করার সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

1. জল শক্তি মন্ত্রক
2. DAY-NRLM, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক
3. মৎস্য বিভাগ - মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
4. মৎস্য বিভাগ - মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
5. ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, নতুন দিল্লী
6. ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, নতুন দিল্লী।
7. কেরালা রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
8. কর্ণাটক রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
9. ওডিশা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (ওএসডিএমএ)
10. গুজরাট স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (জিএসডিএমএ)
11. গুজরাটইনস্টিটিউটঅফডিজাস্টারম্যানেজমেন্ট(GIDM)
12. জাতিসংঘের মহিলা – আঞ্চলিক অফিস-ভারত
13. কুদুম্বশ্রী এনআরও
14. . নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রণালয়
15. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক - পুষ্টি অভিযানের জন্য
16. . আইসিএআর-সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোচি, কেরালা
17. আইসিএআর- সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ব্র্যাকিশ ওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার (সিআইবিএ), চেন্নাই
18. জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড (এনএফডিবি), হায়দ্রাবাদ
19. কেরালা ইন্সটিটিউট অফ লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (KILA)
20. সিএসআইআর-সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিএফটিআরআই), মাইসুরু

2. কার্যধারা

2.1 উদ্বোধনী অধিবেশন

ভারত সরকারের পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েত রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং আব্দুল নাজির সাব স্টেট ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েত রাজ, কর্ণাটক সরকার, মাইসুরুর সহযোগিতায় যৌথভাবে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে উপকূলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে

পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর সম্পর্কিত কর্মশালার আয়োজন করেছিল, 2021| এই কর্মশালায় উপকূলীয় রাজ্যথেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পিআরআই-এর নীতিনির্ধারকরা অংশ নেন।

Honourable Minister for Rural Development and Panchayat Raj, মাননীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী শ্রী কে এস। ঈশ্বরাপ্পা তাঁর বার্তায় সাধারণভাবে উপকূলীয় রাজ্যগুলি এবং বিশেষ করে পঞ্চায়েতগুলির সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এই বার্তায় বিকেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কর্ণাটক সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলি তুলে ধরা হয় এবং তৃণমূল স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তিনি আশা করেছিলেন যে প্রতিনিধিরা

অর্থপূর্ণ আলোচনা করবেন এবং কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে আসবেন।

এমওপিআর-এর সচিব শ্রী সুনীল কুমার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে সাধারণভাবে উপকূলীয় রাজ্যগুলি এবং বিশেষত উপকূলীয় জেলাগুলির পঞ্চায়েতগুলি প্রতি বছর প্রচুর বাধার মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে বর্ষাকালে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তিনি এই রাজ্য ও পঞ্চায়েতগুলিকে জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করতে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এর জন্য একটি যথাযথ পরিকল্পনা প্রয়োজন, বিশেষ করে দুর্যোগ প্রশমন এবং ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাগুলি পঞ্চায়েতগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গ্রহণ করতে হবে।

কর্ণাটক সরকারের পঞ্চায়েত রাজের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রীমতী উমা মহাদেবন পিআরআইদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্যের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্পগুলির মূল্যায়নে সম্প্রদায়কে জড়িত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। ভাষণে পঞ্চায়েত স্তরের বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠান হিসাবে পঞ্চায়েতগুলিকে কেন্দ্রিয়তা অর্পণরে সাথে সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।.

পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব সারা দেশে পিআরআইগুলিকে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়নে মন্ত্রকের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে দুই দিনের এই কর্মশালা উপকূলীয় রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ প্রদান করবে এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে।Smt. শ্রীমতী শিল্পা নাগ, কমিশনার (পঞ্চায়েত রাজ) পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতায়নে রাজ্যের উদ্যোগগুলি এবং পিআরআইগুলিকে সমর্থন করার জন্য ই-উদ্যোগগুলি উন্নত করার সুযোগগুলিও তুলে ধরেছেন।

কর্ণাটক সরকারের আব্দুল নাজির সাব স্টেট ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েত রাজের পরিচালক শ্রীমতী লক্ষ্মী প্রিয়া প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। অধ্যাপক কাথিরেসন, এনআইআরডিপিআর-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে.

2 . 2 টেকনিক্যাল সেশন I : পঞ্চায়েত প্রস্তুতির জন্য গণপরিকল্পনা অভিযান উন্নয়ন পরিকল্পনা

এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব ২০১৮ সালে প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এই অর্জনগুলি তুলে ধরে পিপলস প্ল্যান প্রচারাভিযানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি গণনা জুড়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

T এখন পরিমাণের চেয়ে জিপিডিপির গুণমানের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। এই প্রচারাভিযানের অনন্য উপাদানগুলি হ'ল গ্রাম সভা, সুবিধাপ্রদানকারী, মিশন অন্ত্যোদয় তথ্য এবং জিপিডিপি আপলোড করার জন্য ই-গ্রামস্বরাজ উদ্যোগ। পূর্ববর্তী প্রচারাভিযানগুলি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি দেখিয়েছে:

- 90 শতাংশেরও বেশি জিপিতে একক গ্রামসভা।
- গ্রামসভায় লাইন বিভাগের সম্প্রদায় এবং কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন
- প্রচারাভিযানের সময় আইইসি ক্রিয়াকলাপগুলিতে আরও ফোকাস করুন
- লাইন বিভাগের তহবিল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রিসোর্স খামটি বড় করা।

উপস্থাপনায় 2021 সালে প্রচারাভিযানের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল এবং গ্রামসভায় অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ফ্যাসিলিটেটরদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মহারাষ্ট্রে অংশগ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি এবং কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং লাক্ষাদ্বীপের মতো রাজ্যগুলি এখনও এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি।

উপস্থাপনায় প্রমাণ ভিত্তিক পরিকল্পনাকে আরও জোরদার করা এবং পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত সহায়তা ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা ও রিপোর্টিং ড্যাশ বোর্ডের মাধ্যমে রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নতির জন্য সিস্টেমটি তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রীর দ্বিতীয় উপস্থাপনা। এমওপিআর-এর কনসালট্যান্ট বিপ্রা গোয়েল ইন্টিগ্রেটেড পঞ্চায়েত প্ল্যানিং-এর জন্য আধুনিক আইইসি কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। পরিকল্পনার সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য পিপিসির 5 টি নীতি হল:

- নিরপেক্ষতা
- প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সচেতনতা
- সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা
- ভিজিল্যান্স

প্রস্তাবিত সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্প্রদায়ের প্রয়োজনগুলি চিহ্নিত করা উচিত যা মাইক্রো স্তরের কৌশলের দিকে মনোনিবেশ করে যা সরাসরি সম্প্রদায়কে উপকৃত করবে। পিপিসির জন্য একটি উপযুক্ত মডেল পরিকল্পনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও বেশি মনোনিবেশ করা উচিত। প্রথমত, এই পরিকল্পনায় ই-মডিউল, বাস্তবায়নের নির্দেশিকা, বিভিন্ন কর্মীদের (ফ্রন্টলাইন কর্মী, সুবিধাপ্রদানকারী এবং নোডাল অফিসার) ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার জন্য স্কিম কনভারজেন্স চার্টার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

2.3 টেকনিক্যাল সেশন II: জিপিডিপির সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ইন্টিগ্রেশন

প্রযুক্তিগত অধিবেশনে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। শ্রী। সরোজ কুমার দাশ, যুগ্ম পরিচালক, এসআইআরডি ও পিআর, ওডিশা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ওডিশার মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলি বিশেষ করে ক্রান্তীয় সাইক্লোনগুলির প্রতি রাজ্যের দুর্বলতার কথা তুলে ধরেছেন এবং আরও ভাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্যে বিকশিত মানদণ্ডগুলি তুলে ধরেছেন।

তারা হল:

- 72 থেকে 96 ঘন্টার মধ্যে মৌলিক সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন
- 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করা
- দুর্যোগের 4 ঘন্টার মধ্যে Gratuitous ত্রাণ শুরু
- 48 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে বিকল্প উপায়ে অস্থায়ী মোবাইল ফোন সংযোগ ের সমাধান করা
- দুর্যোগের 6 ঘন্টার মধ্যে বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপন শুরু করা
- দুর্যোগের 4 ঘন্টার মধ্যে রাস্তা, মোবাইল ফোন এবং পানীয় জল পুনরুদ্ধার শুরু করা হবে

উপস্থাপনায় একটি ইকো সিস্টেম বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং আইইসি কার্যক্রম, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করার সাথে সাথে পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা আরও ভাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থানগুলি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উপস্থাপনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া থেকে একটি কঠোর পরিবর্তন প্রয়োজন, যা বহু-স্টেকহোল্ডারদের পদ্ধতির উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করে। গুজরাট এবং কেরালা রাজ্যগুলিও সংশ্লিষ্ট রাজ্যে দুর্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছে।

2.4 প্রযুক্তিগত সেশন III: জিপিডিপির সাথে স্কিম এবং প্রোগ্রামগুলির রূপান্তর

এই অধিবেশনে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর সমন্বয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। শ্রীর উপস্থাপনা। মোহিত যাদব, পরামর্শদাতা, পিএফআরডিএ, অটল পেনশন যোজনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, যা ২০১৫-১৬ সালে সমস্ত নাগরিকের জন্য, বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে সমাজের দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত অংশের জন্য সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য শুরু করা হয়েছিল।

মিসেস এলিজাবেথ সোবি কুদুম্বশ্রী-এনআরও থেকে তার সহকর্মী মিসেস কাজল তিওয়ারির সাথে গ্রামের দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন। ভিপিআরপি-র অধীনে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:

- এনটাইটেলমেন্ট প্ল্যান
- জীবিকা পরিকল্পনা
- পাবলিক পণ্য, পরিষেবা এবং সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা
- সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই উপস্থাপনায় গ্রাম দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনার সফল প্রস্তুতির জন্য গৃহীত প্রধান অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং কৌশলগুলি তুলে ধরা হয়।

এভিডেন্স বেসড অ্যান্ড ডেটা চালিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ডঃ অঞ্জন কুমার ভাঞ্জা তাঁর উপস্থাপনায় তুলে ধরেছিলেন। এর জন্য পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

- প্রমাণ ভিত্তিক মানে হল যে সর্বোত্তম উপলব্ধ তথ্য, তথ্য এবং জ্ঞানগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনা তথ্য এবং তথ্য থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে এবং আমাদের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে অপ্টিমাইজ করতে এবং ফলাফলগুলি উন্নত করতে এটি ব্যবহার করছে।
- প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনা কী করা উচিত তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভিত্তি হিসাবে প্রমাণ যেমন তথ্য, তথ্য এবং জ্ঞান ব্যবহার করে।
- প্রকৃত চাহিদা এবং পঞ্চায়েত পরিকল্পনার মধ্যে তথ্যের ফাঁক রয়েছে বলে মনে হয়।
- পরিকল্পনাগুলি প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে প্রস্তুত করা উচিত, স্থল বাস্তবতা এবং বাস্তব চাহিদার প্রমাণ হিসাবে।

। উপরোক্ত বিষয়গুলি নিশ্চিত করার জন্য, পঞ্চায়েত পরিকল্পনাগুলির কার্যকর প্রস্তুতির জন্য প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং মাধ্যমিক তথ্য উপলব্ধতার উত্সগুলি প্রয়োজন।

2.5 প্রযুক্তিগত সেশন IV: জনগণের পরিকল্পনা প্রচারাভিযান - অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার অভিজ্ঞতা

কেরল, গুজরাট, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক এবং গুজরাটের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই অধিবেশন। উপস্থাপনার হাইলাইটগুলি হল:

- কার্বন নিরপেক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত
- পঞ্চায়েত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কমিউনিটি মোবিলাইজেশন
- সম্প্রদায়ের সাথে কার্যকর যোগাযোগের জন্য আরও বেশি সংখ্যক গ্রামসভার আয়োজন করাity
- পঞ্চায়েত এলাকায় শহুরে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা
- গ্রাম সচিবালয় ব্যবস্থা এবং নবরত্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম

- রাজ্যগুলিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলি
- জিপিডিপি-র আওতায় পঞ্চায়েত স্তরে প্রকল্পগুলির সমন্বয়

Experience sharing by Elected Representatives

2.6টেকনিক্যাল সেশন ভি: প্রোগ্রামের কনভারজেন্স – লাইন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

ডঃ দীপিকা শেঠি, মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন (এমএএইচই) এর উপস্থাপনায় গ্রামাঞ্চলের জন্য স্থানিক পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

কোশলগুল সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদাগুল পূরণের জন্য জমি এবং তার সংস্থানগুলি কীভাবে যথাযথভাবে বরাদ্দ এবং ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

উপস্থাপনায় একটি ইকো সিস্টেম বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং আইইসি কার্যক্রম, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করার সাথে সাথে পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা আরও ভাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থানগুলি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উপস্থাপনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া থেকে একটি কঠোর পরিবর্তন প্রয়োজন, যা বহু-স্টেকহোল্ডারদের পদ্ধতির উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করে।

উপস্থাপনায় একটি ইকো সিস্টেম বিকশিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং আইইসি কার্যক্রম, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করার সাথে সাথে পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা আরও ভাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সংস্থানগুলি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। উপস্থাপনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া থেকে একটি কঠোর পরিবর্তন প্রয়োজন, যা বহু-স্টেকহোল্ডারদের পদ্ধতির উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করে।

2.7 প্রযুক্তিগত অধিবেশন VI: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা স্থানীয়করণ

তামিলনাড়ু সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব শ্রীমতী জয়শ্রী রঘুনন্দনের উপস্থাপনা ও আলাপচারিতায় গ্রামাঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে স্থানীয়করণের জন্য প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও পরিকল্পনার কথা বলা হয়।

রাজ্যগুলি লাইন মন্ত্রকগুলির সহায়তায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেকগুলি অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাইহোক, গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত এবং সম্প্রদায়ের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি পদ্ধতিটিকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। হস্তক্ষেপের মূল ক্ষেত্রগুলি হতে পারে:

- কোন গ্রাম কে পেছনে ফেলে না যাওয়া
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে মনোযোগ দিতে হবে
- শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত
- লিঙ্গ সমস্যা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা

কাউকে পেছনে ফেলে যাবেন না - টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

উপরোক্ত বিষয়গুলি ভিডিও এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরবর্তী মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছিল।

পিপিসি-তে গ্রামসভা- জিপি- গান্ধী নগর, আন্দামান ও নিকোবার

গ্রামসভা, পিপিসি-রাজ্য-অন্ধ্র প্রদেশ, জেলা-পূর্ব গোদাবরী ব্লক-গান্ডেপালে জিপি-বোরমপালেম

অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে উপর আঞ্চলিক কর্মশালা PESA রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ধরে রাখা নভেম্বর 22-23, 2021 এ জয়পুর, রাজস্থান

1. পটভূমি

পিইএসএ রাজ্যগুলিতে (অন্ধ্র প্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান এবং তেলঙ্গানা) পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত আঞ্চলিক কর্মশালা ২২-২৩ নভেম্বর ২০২১ সালে ইন্দিরা গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ এবং গ্রামীণ বিকাশ সংস্থান, জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অংশগ্রহণকারীরা অনুষদ, নির্বাচিত প্রতিনিধি, লাইন বিভাগের কর্মকর্তা, আইটি পরামর্শদাতা, প্রশিক্ষক, রিসোর্স পার্সন এবং রাজস্থান এবং তেলঙ্গানার অন্ধ্র প্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান এবং তেলঙ্গানা মতো পিইএসএ রাজ্যগুলির সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠান, লাইন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, জাতিসংঘের সংস্থার বিশেষজ্ঞরা, ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতি রাজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন।

2. কার্যধারা

2.1 ।উদ্বোধনী অধিবেশন

শুরু করার জন্য, সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা সরস্বতী দেবীর সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। তারপরে, শাল এবং মেমেন্টো দ্বারা সুবিধার সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানাই। শ্রী রাজেন্দ্র সিং কাইনের দেওয়া স্বাগত ভাষণ।

এরপর রাজস্থানের পঞ্চায়েতি রাজ বিভাগের সচিব শ্রী পি সি কিষাণ, এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব এবং আইজিপিআর ও জিভিএস-এর ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী রবিশঙ্কর শ্রীবাস্তব উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ সি কাথিরেসন, ওয়ার্কশপ কো-অর্ডিনেটর, এনআইআরডি অ্যান্ড পিআর, হায়দ্রাবাদ।

2.2 টেকনিক্যাল সেশন 1: পঞ্চায়েত প্রস্তুতির জন্য গণপরিকল্পনা অভিযান উন্নয়ন পরিকল্পনা

পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন নিয়ে উপস্থাপনা করেন এমওপিআর-এর যুগ্ম-সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব।
তিনি বলেন, সম্প্রতি পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন 2021- সবকি যোজনা সবকা বিকাশ এবং ভাইব্র্যান্ট গ্রামসভা ড্যাশবোর্ড চালু করেছে।

দেশের প্রতিটি পঞ্চায়েতকে একটি সুচিন্তিত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে আগামী বছরে গ্রামগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে পারে। অর্থপূর্ণ এবং জবাবদিহিমূলক গ্রামসভার সভাগুলি 'সবকি যোজনা সবকা বিকাশ' প্রচারাভিযানটি গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার (জিপিডিপি) অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সামগ্রিক প্রস্তুতির জন্য নিবেদিত। একবার অনুমোদিত হলে, এটি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কাজের বাস্তবায়ন এবং কার্যকর পর্যবেক্ষণের জন্য পুরো বছর সরবরাহ করবে।
শ্রীমতী রেখা যাদব, যুগ্ম সচিব পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন-2021-এর উপর একটি বিস্তারিত উপস্থাপনা করেন। শুরুতে, তিনি পূর্ববর্তী প্রচারাভিযানগুলি থেকে শেখার একটি স্ন্যাপ শট উপস্থাপন করেছিলেন। তারপরে তিনি পিইএসএ এবং নন-পেসা গ্রাম সভাগুলিতে (পিপিসি2021) অংশগ্রহণ বিশ্লেষণ করেন। 33418 PESA গ্রাম সভা এবং 8106 টি নন-পেসা গ্রামসভার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন:

1. ড্যাশবোর্ড পরিকল্পনা এবং রিপোর্টিং
2. সিদ্ধান্ত সমর্থন সিস্টেম হিসাবে গ্রাম
3. তফসিলি উপজাতি উপাদান মনিটরিং ড্যাশবোর্ড
4. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং হ্যান্ডহোল্ডিং সমর্থন
5. পানি সংরক্ষণ কার্যক্রম
6. জল সংরক্ষণের জন্য কনভারজেন্স
7. MGNAREGA, গ্রামীণ হাট, কৃষি বিপণন, জাতীয় আয়ুষ মিশন, এসসি উপজাতি উপ-পরিকল্পনার সাথে শেষ থেকে শেষ লিঙ্কেজ সিস্টেম ের সমাপ্তি

অধিবেশনের দ্বিতীয় উপস্থাপনাটি ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের পরামর্শদাতা শ্রী বিপ্রা গোয়েল সমন্বিত পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য আধুনিক / মডেল আইইসি (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ) কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি পিপল'স প্ল্যান অভিযানের পাঁচটি মূলনীতি তুলে ধরেন:

1. নিরপেক্ষতা
2. প্রযুক্তিগত দক্ষতা
3. সচেতনতা
4. সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা
5. ভিজিল্যান্স

তিনি পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইনের (আরজিএসএ) জন্য আধুনিক আইইসি কৌশলকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তুলে ধরেছেন:

1. পিপিসি মডিউল, পুস্তিকা, নির্দেশিকা, ভূমিকা এবং দায়িত্ব এবং স্কিম কনভারজেন্স চার্টার বিতরণ
2. জিপিপিএফটি (গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা সুবিধা দল) স্বেচ্ছাসেবক সহ গঠন
3. নবগঠিত দলের সভা
4. দল দ্বারা ওয়ার্ড-ভিত্তিক গ্রাম রথ র্যালি
5. পরিবেশ সৃষ্টি ওয়ার্ড-সভার আয়োজন (চৌপাল বাইক/ সভা)
6. অ্যাক্টিভিটি প্রেস নোটস টু ডিস্ট্রিক্ট প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া
7. মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের সাথে ডোর-টু-ডোর সার্ভে-কাম-ফাইল-কাজ
8. PRA আলোচনা এবং তথ্য ব্যবহার করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ
9. একটি বিশেষ গ্রাম সভা আয়োজন (রিসোর্স অ্যাক্টিভিটি আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ভিশনিং এক্সারসাইজ)

2.3 টেকনিক্যাল সেশন II: PESA রাজ্যের জন্য GPDP

ইউএনএফপিএ-র প্রতিনিধি ডঃ অনিতা এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে তিনজন উপস্থাপক ছিলেন।

রাজস্থানের ফাউন্ডেশন ফর ইকোলজিক্যাল সিকিউরিটি (এফইএস) থেকে মিসেস বন্দনা স্থানীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বিষয়ে প্রথম উপস্থাপনা করেছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা। তিনি বলেছেন যে তার সংস্থা সক্রিয়ভাবে জল জংগাল এবং জামিন নিয়ে কাজ করছে। এফইএস ভূমি ও জলসম্পদের পরিবেশগত পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের দিকে কাজ করে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত মানব প্রচেষ্টা ও শাসনের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করে। তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পরে, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন:

- জিপিডিপি প্রণয়নের জন্য যথাযথ মনিটরিং মেকানিজম বিকশিত করতে হবে।
- জিপিডিপির জন্য একটি ড্যাশবোর্ড থাকতে হবে।
- ওয়ার্ড সভাগুলির জন্য উপযুক্ত আদেশ থাকা উচিত।
- পাঁচ ওয়ার্ডের ভূমিকা স্পষ্ট করতে হবে।
- সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির ব্যবহার - জিপিডিপিতে ইনফরমেটিক্স ডেটা
- অন্যান্য দফতরের সঙ্গে পঞ্চায়েতি রাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

তিনি ফি দ্বারা গৃহীত জিপিডিপির প্রক্রিয়ার অংশটি ভাগ করে নিয়েছিলেন।

গ্রামীণ বিকাশ ট্রাস্টের (জিভিটি) ম্যানেজার শ্রীমতী রিতু রাজ রাঠোর এই অধিবেশনের দ্বিতীয় উপস্থাপনা করেন। তিনি জানান যে তার জিভিটি ১৯৯২ সাল থেকে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করছে। এটি KRIBHCO এবং DfID দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, U.K. Ms রাঠৌর জিভিটি দ্বারা গৃহীত ক্রিয়াকলাপের অভিজ্ঞতাগুলি 7 টি বিষয়ভিত্তিক এলাকা জুড়ে ভাগ করে নিয়েছেন:

1. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা
2. দক্ষতা উন্নয়ন
3. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
4. ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
5. শিক্ষা
6. স্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন
7. সামাজিক উদ্যোক্তা এবং বাজার অ্যাক্সেস

শ্রী কামেশ কুমার জাঙ্গিদ, রাষ্ট্র বিকাশ কৃষি শিক্ষা সংস্থা (আরএসইএস) অধিবেশনের তৃতীয় উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন।

তিনি মহারাষ্ট্রের আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন। এগুলি হল:

1. নানারখি, কাদুপদ এবং হনুমান্টনগর ক্লাস্টারে ইন্দো জার্মান ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (2006-2013)
2. টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি) বাস্তবায়ন (2017-2019)
3. স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এসজিএসওয়াই), নন্দুরবার (2003-2012)
4. তেজস্বিনী কর্মসূচির আওতায় মহারাষ্ট্রের এসএইচজি মহিলাদের জন্য জীবিকা ও অ-জীবিকা উন্নয়ন এবং মাইক্রো লাইভলিহুড প্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য এলআরএ
5. নাবার্ড-এর PODF-ID তহবিলের অধীনে ধুলে জেলায় 03 টি এফপিও-র প্রচার

2.4 প্রযুক্তিগত অধিবেশন III: পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা

এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজস্থানের আইজিপিআর ও জিভিএস-এর অতিরিক্ত পরিচালক শ্রী রাজেন্দ্র সিং কাইন। সেখানে ৪ জন উপস্থাপক ছিলেন।

নয়াদিল্লির পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (পিএফআরডিএ) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রিয়াঙ্কা গুপ্তা অধিবেশনের প্রথম উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন। অটল পেনশন যোজনা নিয়ে তিনি একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন। এপিওয়াই পূর্বে স্বাবলম্বন যোজনা নামে পরিচিত ছিল, এটি ভারতের একটি সরকারী-বেকড পেনশন স্কিম, প্রাথমিকভাবে অসংগঠিত খাতকে লক্ষ্য করে।

শ্রীমতী গুপ্তা বলেন, এপিওয়াই দেশের একটি বিশাল পেনশন প্রোগ্রাম যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৮৮% কর্মীকে ৬০ বছর পরে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনরে জন্য উপকৃত করে। ভারতের জনসংখ্যা কাঠামো বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের অনুপাতেও পরিবর্তন আসতে চলেছে। ২০৫০ সালের মধ্যে, বয়স্কদের অনুপাত (বয়স ৬০+) শতাব্দীর শেষের দিকে তার স্তর থেকে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ২০২০ সালের হিসাবে, আমাদের ৬০ বছরের উপরে ১০% জনসংখ্যা রয়েছে এবং ২০৫০ সালে, আমরা ৬০ বছরের উপরে প্রায় ১৯% জনসংখ্যা পাব। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আগামী 30 বছরের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে তরুণ অনুপাত দ্বিগুণ করা হবে, যা বয়স্ক জনসংখ্যাকে ছোটদের উপর নির্ভরশীল বলে নির্দেশ করে। মিসেস গুপ্তা তার উপস্থাপনায় বয়সের সীমা, যোগ্যতা এবং স্কিমের সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

পরবর্তী উপস্থাপনাটি ডঃ সৌমেন বাগচি, সামাজিক নীতি বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় প্রশাসন এবং পাবলিক ফাইন্যান্স, ইউনিসেফ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

শ্রী বাগচী একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন যেখানে তিনি ইঙ্গিত দেন যে ইউনিসেফ জাতিসংঘের একটি সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী শিশুদের মানবিক ও উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদানের জন্য দায়ী। তিনি জিপিডিপিতে শিশুদের ক্ষেত্রে ইউনিসেফ কোন কোন ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান (পিআরআই) বিকেন্দ্রীভূত স্থানীয় শাসনের মূল ইউনিট। স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা, উন্নয়নমূলক ফলাফল অর্জনের জন্য হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিআরআইগুলির একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক সমস্ত পিআরআইগুলিকে সজ্জিত করতে, সামাজিক পরিবর্তন এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যকর বাহন হয়ে উঠতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শ্রী বাগচী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন এর জন্য মৌলিক হয়ে উঠেছে।

- একটি বটম আপ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ হিসাবে এসডিজি অর্জন করা সময়ের প্রয়োজন।
- 15thFinance কমিশনের সুপারিশের কারণে উন্নত সম্পদ প্রাপ্যতা।
- জিপিডিপির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল এবং প্রান্তিক দের চাহিদা এবং অগ্রাধিকারগুলি সংহত করা।
- এমজিএনআরইজিএ-র মধ্যে কোভিড ১৯-এর মতো ধাক্কা-জলবায়ু সহনীয় পরিকাঠামোর মোকাবিলায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে টেকসই প্রবেশাধিকার এবং জীবিকানির্বাহের সুযোগ।

জিপিডিপি- অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। গণপরিকল্পনা প্রচারাভিযান সমাজের সকল অংশের অংশগ্রহণে একটি প্রচারাভিযান মোড়ে জিপিডিপি প্রস্তুত করা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর কৌশল। এর মধ্যে থাকবে অনগ্রসর শ্রেণি, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণি, নারী, শিশু এবং সবচেয়ে দুর্বল ও প্রান্তিক শ্রেণি। আগের বছরের মতো এবারও 2021 সালের অক্টোবর থেকে 2022 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পিপিসি 2022 চালু করা হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত, তিনি পরামর্শ দেন যে পিআরআইগুলির জন্য ইউনিসেফের ব্যস্ততাগুলি হল:

- পিআরআইগুলির 3 স্তরের জন্য পিআরআইগুলির প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মূল্যায়ন
- ভাইব্র্যান্ট গ্রামসভা প্রচারাভিযানে সমর্থন
- শিশু বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য মূল্যায়ন কাঠামো গড়ে তোলা
- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য জল ও স্যানিটেশন পরিষেবা স্তরের মানদণ্ড
- জল, স্যানিটেশন পরিষেবার জন্য জিপি দ্বারা ব্যবহারের জন্য মডেল চুক্তি.
- এসডিজিগুলির স্থানীয়করণ- পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের দিকে নীচের দিকের পদ্ধতির উপর আলোচনা চলছে
- "মহিলা ও শিশু অগ্রাধিকারগুলি জিপিডিপিতে চিহ্নিত ও সংহত করার জন্য মহিলা আবাস ও বালবাসের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ" নিয়ে আলোচনা চলছে।

অধিবেশনের পরবর্তী উপস্থাপনাটি ইউএনপিএ থেকে পরামর্শক (পিআরআই) ডঃ অনিতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

ডঃ অনিতা এসডিজি ৫-কে স্থানীয়করণ এবং জিপিডিপির অংশ হিসাবে একীভূত করে মহিলা ও মেয়েদের মূল্য বৃদ্ধিতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছিলেন।

শুরুতে তিনি বলেন, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বিশ্বব্যাপী প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে জাতিসংঘের একটি সংস্থা। ইউএনএফপিএ-র ফোকাসের উপর

- মহিলা ও মেয়েদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য চিহ্নিত ও সমাধানের জন্য পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া।
- সরকারী ও বেসরকারী স্থানগুলিতে নারী ও মেয়েদের মুখোমুখি হওয়া সমস্ত ধরণের লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার আহ্বান জানানো
- লিঙ্গ-পক্ষপাতদুষ্ট লিঙ্গ-নির্বাচন, শিশু, প্রাথমিক ও জোরপূর্বক বিবাহ, ডাইনি-শিকার ইত্যাদির মতো ক্ষতিকারক অনুশীলনগুলি মোকাবেলায় পঞ্চায়েতগুলিকে অনুপ্রাণিত করা।
- পঞ্চায়েতগুলি যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে মহিলা ও মেয়েদের নেতৃত্বের জন্য পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমান সুযোগকে উন্নীত করার সংকল্প গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা।
- মহিলা ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য সমস্ত আইন, নীতি এবং কর্মসূচীকার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্য পঞ্চায়েতগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ডাঃ অনিতা লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা করার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা, লিঙ্গ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গ সমতা প্রচার করা পরিবার ও সম্প্রদায় পর্যায়ে বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতি এবং অনুশীলনগুলি মোকাবেলায় সহায়তা করবে যার ফলে মহিলা ও মেয়েদের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। বৈষম্যমূলক নিয়ম ও কাঠামো মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।।

তিনি জানান, ইউএনএফপিএ রাজস্থান- সওয়াইমধোপুর, মধ্যপ্রদেশ-ছাতারপুর, ওড়িশা-ঢেঙ্কানল এবং বিহার-শেখপুরা জেলায় কাজ করছে।

অধিবেশনের পরবর্তী উপস্থাপক ছিলেন শ্রীমতী কাজল তিওয়ারি এবং মিঃ রাজ সিং, ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, কুদুম্বশ্রী-এনআরও

উপস্থাপনা করার সময়, মিঃ রাজ বলেন যে গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার অন্যতম হাতিয়ার যা পিআরআই-সিবিও কনভারজেন্স প্রকল্পের অধীনে কুদুম্বশ্রী এনআরও দ্বারা বিকশিত হয়েছে। ভিপিআরপি হ'ল এসএইচজি কমিউনিটি নেটওয়ার্ক দ্বারা প্রস্তুত একটি চাহিদা পরিকল্পনা যা গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) এর সাথে আরও সংহত করা যেতে পারে। ভিপিআরপি প্রক্রিয়াটি এসএইচজি নেটওয়ার্ককে একটি নিয়মানুগভাবে তাদের দাবি উত্থাপনের সুযোগ প্রদান করে। তিনি এসএইচজি পর্যায়ে এনটাইটেলমেন্ট প্ল্যান, ভিও স্তরে জীবিকা নির্বাহের পরিকল্পনা, সরকারি পণ্য পরিষেবা ও সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রতিটি পরিকল্পনার অধীনে প্রকল্প এবং বিভাগগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ভিপিডিপি-র প্রক্রিয়ার রূপরেখা তুলে ধরেছেন: ভিও প্রতি ২ জন সুবিধাপ্রদানকারীর সনাক্তকরণ, ভিও প্রতি ২ জন সুবিধাপ্রদানকারীর জন্য প্রশিক্ষণ, সিএলএফ এবং ভিও স্তরের পরিকল্পনায় কনসেপ্ট সিডিং, এসএইচজি পর্যায়ে পরিকল্পনাপ্রস্তুতি ও একত্রীকরণ, জিপি পর্যায়ে পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ও একত্রীকরণ, গ্রামসভায় ভিপিআরপি জমা দেওয়া, জিপিডিপিতে ইন্টিগ্রেশন এবং চাহিদা অর্জনের দিকে অনুসরণ করা।

উপস্থাপনাটি শেষ পর্যন্ত মিসেস কাজল তিওয়ারি দ্বারা সম্পূরক করা হয়েছিল। তিনি ভিপিআরপি-র প্রক্রিয়া এবং পর্যায়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি ভিপিআরপিতে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন:

- ভিপিআরপি নিয়ে রাজ্য জুড়ে পিআরআই প্রতিনিধিদের সচেতনতার অভাব
- VPRP এর জন্য বিশেষ গ্রামসভা আয়োজনে অসুবিধা
- খুব কম অংশগ্রহণ এবং লাইন বিভাগের অংশগ্রহণ
- জিপিডিপিতে ভিপিআরপি পরিকল্পনা করে পর্যবেক্ষণ ও ট্র্যাকিং ইন্টিগ্রেশনের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির
- অভাব www.gpdp.nic.in মধ্যে VPRP আপলোড করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যা

জিপিডিপি 2020-21 এর অনুমোদন/বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব

সমস্ত 4 উপস্থাপনা শেষ হওয়ার পরে, সেশন চেয়ারম্যান সমাপনী মন্তব্য দিয়ে শেষ করেন এবং উপস্থাপকদের কাছে স্মারক উপস্থাপন করেন। দিনটি ফলপ্রসূ আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত, প্রতিটি রাজ্যকে আগামীকাল সকালে আজকের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

2.5 টেকনিক্যাল সেশন IV: নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি

টেকনিক্যাল সেশন IV নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী রাজ্যের সরপঞ্চদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তদনুসারে, অন্ধ্র প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যগুলি মৌখিক উপস্থাপনা করে এবং তারপরে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ছবি এবং ভিডিওগুলি তৈরি করে।

প্রথমত, দৌসা জেলার চারেদা গ্রামের সরপঞ্চ, শ্রীমতী পূজা মীনা

তার গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেশের প্রথম মডেল পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষণা করার জন্য তার প্রচেষ্টা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রী পীযূষ সামারিয়া, জেলা কালেক্টর, মিডিয়ার সামনে হাজির হন এবং চারেদার পঞ্চায়েতের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁর অফিসটি একটি সরকারী অফিসের মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কাজ করছে। উপস্থাপনার সময় তিনি একটি ভিডিও শেয়ার করেন।

শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ মীনা এবং আশা মীনা তাদের গ্রাম পঞ্চায়েত-মহেশ্বর খুর্দ, জেলা দৌসা করোনা মুক্ত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা আইইসি মানে-ডোর-টু-ডোর প্যামফ্লেট বিতরণ, পোস্টাররে প্রদর্শনী এবং কোরোনোকাওয়াচাসাথী বহনকারী টি-শার্টরেবিতরণ ব্যবহার করে করোনা কাওয়াচসাথি অভিযান শুরু করেছে। এটি একটি চমৎকার দলের কাজ ছিল।

দাউসা জেলার সাব-ডিভিশন বান্দিকুইয়ের মিতারওয়াড়ি গ্রামের কৃষক শ্রী রামজিলাল শর্মা একটি মডেল খামার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি ২০০১ সালে তার ব্যবসা ছেড়ে দেন এবং নিজের ৯ বিঘা জমিতে ওয়ার্মি কম্পোস্ট প্ল্যান্ট শুরু করেন। তিনি জৈব চাষের জন্য গিয়েছিলেন এবং দুগ্ধ উদ্ভিদ স্থাপন করেছিলেন।

Experience sharing by Elected Representatives and Farmers

শ্রী শিব চরণ সেকদা, কৃষক, জিজগড় পঞ্চায়েত সমিতি, সিকারে জেলা দৌসা কৃষিক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনের কথা শেয়ার করেছেন। তিনি কৃষিক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদানের জন্য কৃষিস আম্মান হিসাবে স্বীকৃতির শংসাপত্র পেয়েছিলেন। .

শ্রী সুরেন্দ্র আওয়ানা, একজন প্রগতিশীল কৃষক, গ্রাম-বৈরানা, পঞ্চায়েত সমিতি, বিখুন, জেলা জয়পুরকে তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, গত ৩৫ বছর ধরে তিনি কৃষিকাজ করছেন। তিনি তার ১০ হেক্টর বালুকাময়, অসম ও দুর্বল উর্বর, নুড়ি ও কাঁকড়া জমির সাথে মিশ্রিত হয়ে মৎস্যচাষ, ডায়েরি, হাঁস, উট, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, পোল্ট্রি, মৌমাছি, ঔষধি উদ্ভিদ এবং জৈব চাষের জন্য কাজ করছেন।

ডঃ সি কাথিরেসন, এনআইআরডিপিআর এই অধিবেশনের উপস্থাপক ছিলেন। এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

PPC-তে গ্রামসভা - রাজ্যের নাম -মধ্যপ্রদেশ জেলা

2.6টেকনিক্যাল সেশন ভি: পিআরআইগুলিতে এসডিজি স্থানীয়করণ

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্ব শেষ হওয়ার পর, অতিরিক্ত পরিচালক শ্রী রাজেন্দ্র সিং কাইনকে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মন্ত্রণালয় ও ইনস্টিটিউট থেকে আমন্ত্রিত ছিলেন 5 জন উপস্থাপক।

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের কনসালট্যান্ট শ্রী মোহিত রাও, গ্রামসভাগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য উপস্থাপনা করার জন্য আমন্ত্রিত। তিনি একটি PowerPoint প্রেজেন্টেশন দেন। তিনি বলেন, গ্রামসভা পরিবর্তনের এজেন্ট। গ্রামসভাকে সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রামসভাগুলি প্রাথমিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়:

- উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি রক্ষা ও সংরক্ষণ
- বিরোধ নিষ্পত্তির প্রথাগত পদ্ধতি
- বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও প্রকল্প অনুমোদন
- ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র বনজাত পণ্যের মালিকানা, ক্ষুদ্র জলাশয়, অর্থ ঋণদান

শ্রী রাও গ্রামসভায় উপস্থিতি এবং গ্রামসভার সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণ দেখিয়ে পিইএস এলাকার নমুনা উপাত্তের রাজ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করেন।

আইজিপিআর ও জিভিএস-এর উপ-পরিচালক শ্রী আকাশ দীপ অরোরাকে আধুনিক অক্ষমতার ধারণা এবং সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির উপর একটি উপস্থাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, অক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সংবেদনশীল দুর্বলতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা বিভিন্ন বাধাগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়ায় অন্যদের সাথে সমান ভিত্তিতে সমাজে তাদের পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ডাঃ অরোরা বলেন, অক্ষমতা মানুষের অবস্থার একটি অংশ। প্রত্যেকেই তাদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ে স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে এটি অনুভব করতে পারে। তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর কয়েকটি বিধানের কথা উল্লেখ করেন।

ডঃ নারায়ণ সাহু, সহযোগী অধ্যাপক, এনইআরসি, এনআইআরডিপিআর, গুয়াহাটি প্রমাণ-ভিত্তিক পঞ্চায়েত পরিকল্পনার উপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছিলেন। তিনি তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন যা বৈশিষ্ট্য বা তথ্য, সাধারণত সংখ্যাসূচক, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। আরও প্রযুক্তিগত অর্থে, ডেটা এক বা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে গুণগত বা পরিমাণগত ভেরিয়েবলগুলির মানগুলির একটি সেট। তিনি সাধারণভাবে স্থানীয় সংস্থা এবং বিশেষ করে পিইএসএ এলাকার জন্য একটি রিয়েল টাইম, নমনীয় এবং ভবিষ্যত ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিকাশের প্রস্তাব করেছিলেন। ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সেলকে এফডিএসি বলা হবে।

প্রথম এডুকেশন ফাউন্ডেশনের দুই উপস্থাপক স্কুল শিক্ষায় সম্প্রদায় স্তরের ক্রিয়াকলাপের উপর একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছিলেন। স্কুলে শিশুদের সাথে কাজ করার সময়, প্রথম হস্তক্ষেপ ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো (আশেপাশের শিশুদের গ্রুপ এবং মায়েদের গ্রুপ) গড়ে তুলেছে। প্রবৃত্তি এবং শেখার কার্যক্রম গুলি বাড়ি, প্রতিবেশী / হ্যামলেটস (মহল্লা) এবং সেইসাথে সম্প্রদায় পর্যায়ে পরিচালিত হয়

2.7 টেকনিক্যাল সেশন VI: পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এসডিজি স্থানীয়করণ

শ্রী সরোজ কুমার দাশ, যুগ্ম পরিচালক, এসআইআরডি, ওডিশা এবং বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য, এসডিজি স্থানীয়করণ এবং পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় এর প্রাসঙ্গিকতার উপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন।

শ্রী দাশ বলেন, ভারতের সংবিধানের পঞ্চম তফসিলের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গুরুত্বপূর্ণ, নিম্নলিখিত কারণগুলির কারণে:

- নিরক্ষরতা
- দারিদ্র ও শোষণ
- দুর্বল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ/মালিকানার অভাব
- উন্নয়নবান্ধব অবকাঠামোর অভাব
- লিঙ্গ সমস্যা

তারপরে, তিনি এসডিজিগুলির স্থানীয়করণের জন্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন যা প্রাণবন্ততা এবং স্থায়িত্ব, মিশন মোড পদ্ধতি, পুরো সরকারী পদ্ধতি এবং স্থানীয় নির্দেশক ফ্রেমওয়ার্ক-এলআইএফ (থিম, লক্ষ্য, টাইম-লাইন এবং সূচকগুলি) অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি পিইএসএ আইন, ১৯৯৬-এর বিধানগুলিকে বিষয়গত এসডিজিগুলির সংযোগের সাথে তুলনা করেন। তিনি জিপিডিপিতে এসডিজিকে একীভূত করার ক্ষেত্রে পিইএসএ মোবিলাইজার এবং সমন্বয়কারীদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন। এই ভূমিকাটি হতে পারে:

- গ্রামসভায় তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য এসটি, এসসি, পিভিটিজি, মহিলা ইত্যাদিকে একত্রিত করা
- জিপিডিপি প্রস্তুত করা সহজতর করা এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সমস্ত দিক সম্পর্কে জিপি কর্মীদের সহায়তা প্রদান করা।
- একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার জন্য সেক্টরাল বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিপিডিপি তৈরিতে সহায়তা প্রদান করুন।
- বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে উপজাতীয় জনগণের উন্নয়ন চাহিদাগুলি সহজতর করা এবং ক্যাপচার করা
- এসএইচজি-পিআরআই ইন্টারফেসের মাধ্যমে ভিপিআরপি এবং ডিমান্ড প্ল্যান তৈরির জন্য এসএইচজিগুলির সাথে সমন্বয় করা এবং উপলব্ধ সংস্থানগুলির ফিটিং মানুষের প্রয়োজনের সাথে পূরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা।
- ভিপিআরপি কার্যকর প্রস্তুতির জন্য এসএইচজিগুলির সাথে সমন্বয় করে এনটাইটেলমেন্ট, জীবিকা, সরকারী পণ্য ও পরিষেবা এবং সামাজিক উন্নয়নের উপর সচেতনতা গড়ে তোলা সহজতর করা।

শেষ পর্যন্ত, একটি ডি-ব্রিফিং সেশন পরিচালনা করা হয়েছিল। আইজিপিআর ও জিভিএস-এর ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী রবিশঙ্কর শ্রীবাস্তব এবং এমওপিআর-এর যুগ্ম সচিব শ্রীমতী রেখা যাদব এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী রাজ্য থেকে একজন ব্যক্তিকে এই কর্মশালা থেকে টেকওয়েগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বেশিরভাগ রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাদের শিক্ষা প্রকাশ করেছেন এবং রিপোর্ট করেছেন যে কর্মশালার আলোচনা তাদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে।

আইজিপিআর ও জিভিএস-এর মহাপরিচালক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিপিডিপিতে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি ছিল:

- জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, WCD, অক্ষম
- বিদ্যুৎ: পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: পরিবেশ
- লাইন এবং কর্মীদের সমন্বয় দ্বারা পরিকল্পনা সম্পাদন - 12% বিভাগ জিএস-এ অংশগ্রহণ করছে
- চিহ্নিত কাজ এবং ক্রিয়াকলাপের সমাপ্তি - মাত্র 1% সম্পন্ন হয়েছে
- সামাজিক নিরীক্ষণ, দারিদ্র্য, অংশগ্রহণ, সংকল্প।

জিপিডিপি-র উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সম্পদ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সংহতি, অংশগ্রহণ, লাইন বিভাগ, আইইসি, ফাঁক সনাক্তকরণ, প্রশিক্ষণ, প্রস্থান এবং মাইগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ, চাকরি সংকট সমাধান, দারিদ্র্য বিমোচন-ভিপিআরপি, অর্থনৈতিক আপ-লিফটমেন্ট, সামাজিক অডিট, সংকল্প, অগ্রাধিকার এসডিজি, কনভারজেন্স, ডিআইএস, অ্যাসেট ম্যাপিং, প্রযুক্তি, ব্যয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সমাপনী মন্তব্য এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ

অধিবেশনের উভয় সভাপতি সমাপনী বক্তব্য দেন। শেষ পর্যন্ত, হোস্ট এসআইআরডি-এর ডঃ আর কে চৌবিসা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য একটি ভোট প্রস্তাব করেন যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং সহযোগিতার সাথে ইভেন্টটি সফল হয়েছিল। ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে তিনি সবাইকে শুভ কামনা ও শুভ যাত্রা ঘোষণা করেন এবং এক কাপ চা/কফির জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তররে উপর আঞ্চলিক কর্মশালা হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নভেম্বর 28-29, 2021, দেরাদুন, উত্তরাখণ্ড

1.পটভূমি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েত রাজ (এনআইআরডিপিআর), হায়দ্রাবাদ এবং উত্তরাখণ্ডের পঞ্চায়েতি রাজ বিভাগের সহযোগিতায় ভারত সরকারের পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক যৌথভাবে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (পিপিসি), ২০২১-এর অংশ হিসাবে দেরাদুনে হিমালয়ের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরসম্পর্কিত একটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এই কর্মশালায় নির্বাচিত প্রতিনিধি, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পিআরআই-এর নীতিনির্ধারকদের ক্যাটাগরির মোট ১২১ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।

2. কার্যধারা

2.1 উদ্বোধনী অধিবেশন

উদ্বোধনী অধিবেশনে উত্তরাখণ্ডের পিআর-এর ডিরেক্টর শ্রী ছনাদ্রা সিং ধারাশকু অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

ডঃ সি কাথিরেসান সহযোগী অধ্যাপক এনআইআরডিপিআর পিপিসি আঞ্চলিক কর্মশালার তাৎপর্য সম্পর্কে ব্রিফ করেছেন। তিনি বলেন, কর্মশালাটি একটি শিক্ষণীয় মঞ্চ এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা পঞ্চায়েতগুলির দ্বারা কার্যকর স্থানীয় পরিকল্পনার জন্য একে অপরের কাছ থেকে শেখার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন।

শ্রী নীতেশ কুমার ঝা, সচিব পিআর উত্তরাখণ্ড তাঁর ভাষণে হিমালয়ের রাজ্যগুলির যেমন দুর্গম ভূখণ্ড এবং বাষ্পীভবন ইত্যাদি সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে ঔষধি উদ্ভিদ চাষের জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশ রয়েছে।

এমওপিআর-এর আন্ডার সেক্রেটারি শ্রী সঞ্জয় উপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান (আরজিএসএ) সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন যে ২০১৮-২২ সাল থেকে ৭২২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চার বছরের জন্য একটি মূল কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই প্রকল্পটি জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সংযুক্ত এবং মিশন অন্ত্যোদয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির রূপান্তরের সাথে সমন্বয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আরজিএসএ-র প্রত্যাশিত ফলাফলগুলির মধ্যে রয়েছে সুশাসনের জন্য পঞ্চায়েতগুলির বর্ধিত ক্ষমতা এবং অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন এবং এসডিজি অর্জন।

শ্রী অরবিন্দ পান্ডে উত্তরাখন্ডের পঞ্চায়েতি রাজ, শিক্ষা ও ক্রীড়া সরকারের মাননীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী একটি বিশেষ ভাষণ দেন।

তিনি বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উত্তরাখণ্ড সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তৃণমূল স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কথা তুলে ধরেন।

তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন যে উত্তরাখণ্ডে বহু যুবক পঞ্চায়েত শাসনে আসছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে প্রতিনিধিরা কার্যকর স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অর্থপূর্ণ আলোচনা করবেন।

উত্তরাখন্ডের পঞ্চায়েতি রাজ বিভাগের উপ-পরিচালক শ্রী মনোজ কুমার তিওয়ারির দেওয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শেষ হয়।

2.2 টেকনিক্যাল সেশন I: পঞ্চায়েত প্রস্তুতির জন্য গণপরিকল্পনা অভিযান উন্নয়ন পরিকল্পনা

শ্রী শ্লোকার্থ কনসালটেন্ট, এমওপিআর ২০১৮ সালে প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে অর্জনগুলি তুলে ধরে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (সাব কি যোজনা সাব এ বিকাশ) এর ওভারভিউ নিয়ে একটি উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেন, গ্রামসভায় লাইন বিভাগের সম্প্রদায় ও কর্মকর্তাদের আরও বেশি অংশগ্রহণ, প্রচারাভিযানের সময় আইইসি কার্যক্রমের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া এবং লাইন বিভাগের তহবিল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রিসোর্স খামটি আরও বড় করা প্রয়োজন।

এমওপিআর-এর কনসালট্যান্ট শ্রী মোহিত রাও গ্রামসভাকে প্রাণবন্ত করে তোলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় প্রশাসনের উন্নতির জন্য পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন, যা গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের ভিত্তি।

2.3 টেকনিক্যাল সেশন II: পঞ্চায়েতের সাথে স্কিম এবং প্রোগ্রামগুলির সমন্বয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই অধিবেশনে লাইন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তারা স্থানীয় পরিকল্পনার সাথে প্রকল্প ও কর্মসূচীর সমন্বয়সাধনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এনডিএমএ-র শ্রী অনুজ তিওয়ারি তাঁর উপস্থাপনায় দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, প্রস্তুতি/ঝুঁকি হ্রাস বা প্রশমনের জন্য এক ডলার ব্যয় করা হয়েছে, প্রতিক্রিয়া এবং ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাত ডলার সাশ্রয় করে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বিশেষায়িত বাহ্যিক সহায়তা তাদের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত যে কোনও দুর্যোগ মোকাবেলায়

পিআরআইগুলিকে সক্ষমতা এবং শক্তিশালী করা দরকার। এটি অনেক মূল্যবান জীবনের ক্ষতি রোধ করতে পারে এবং ক্ষতিও হ্রাস করতে পারে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের (ডিআরআর) জন্য প্রধানমন্ত্রীর দশ দফা এজেন্ডা সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রী রমন ওয়াধওয়া ডেপুটি ডিরেক্টর ডে-এনআরএলএম-এনআরএলএম, এমওআরডি এবং মিসেস বেনজির নাজিমনাভাজ থিম্যাটিক অ্যাঙ্কর কুদুম্বশ্রী-এনআরও গ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা (ভিপিআরপি) এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন। VPRP এর উপ-পরিকল্পনাগুলির মধ্যে রয়েছে- এনটাইটেলমেন্ট প্ল্যান, লাইভলিহুড প্ল্যান। পাবলিক গুডস, সার্ভিসেস অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনাগুলি এসএইচজি স্তর, গ্রাম সংগঠন স্তর এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রস্তুত করা হয়। উপস্থাপনায় ভিপিআরপি-র সফল প্রস্তুতির জন্য গৃহীত প্রধান অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং কৌশলগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

জলশক্তি মন্ত্রকের পরামর্শদাতা শ্রী উমা শঙ্কর পান্ডে স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য XV অর্থ কমিশনের সুপারিশ এবং 2021-26 সময়ের জন্য পিআরআইগুলিকে 2,36,805 কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। মোট বরাদ্দের মধ্যে ৬০ শতাংশ অনুদান দেওয়া হয়েছে যা পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের জন্য ব্যবহার করা দরকার।

জল সরবরাহের জন্য বরাদ্দটি পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, জল সংরক্ষণের কাঠামো এবং জল পুনর্ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করা দরকার। স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দটি সাসটেইন ওডিএফ স্ট্যাটাস, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ফ্যাকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টের জন্য বোঝানো হয়।

পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (পিএফআরডিএ) সহকারী মহাব্যবস্থাপক শ্রী মোহিত যাদব অটল পেনশন যোজনার (এপিওয়াই) বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় 18-40 বছরের সমস্ত নাগরিক যে কোনও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারবেন যেখানে সেভিংস অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং পেনশন বিকল্পগুলি বেছে নিন 1000- 5000 টাকা।

D ইউনিসেফের ডাঃ সৌমেন বাগচী শিশু বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর আলোকপাত করেছেন। শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তারা যে অবস্থার মধ্যে বাস করে তার জন্য। তারা সরকার ও সমাজের ক্রিয়াকলাপ এবং নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা অন্য যে কোনও বয়সের চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

2.4 Tপ্রযুক্তিগত অধিবেশন III: হিমালয়ান রাজ্যগুলির জন্য পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা

ডঃ বাঙ্কি বিহারী প্র. বিজ্ঞানী (এগ্রিল। এক্সটেনশন) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সয়েলল্যান্ড ওয়াটার কনজারভেশন, দেরাদুন তার উপস্থাপনায় উল্লেখ করেছেন যে রাজ্যে প্রতি বছর প্রায় 5113 মেট্রিক টন মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কারণ প্রবাহ, স্থানান্তরিত চাষ এবং গিরিখাত ইত্যাদি।

এটি গ্রেপ্তারের জন্য তিনি বলেন, কনট্যুর ফার্মিং, ফসলের ক্যানোপি ম্যানিপুলেশন, ইন্টারক্রপিং, মিশ্র ফসল, স্ট্রিপ ক্রপিং সংরক্ষণরে চাষ, মলচিং এবং অলি-গলি ফসল ইত্যাদির মতো কৃষিসংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, তিনি কনট্যুর বাঁধিং, গ্রেডেড বাঁধিং, টেরাসিং, কনট্যুর বাঁধিং, টেরাসিং, কনজারভেশন বেঞ্চ টেরাসিং, জলপথ ইত্যাদির মতো ভূমি কনফিগারেশন ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

ন্যাশনাল ঔষধি উদ্ভিদ বোর্ডের (এনএমপিবি) কর্মকর্তা ঔষধি উদ্ভিদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর উপস্থাপনা করেছেন। ঔষধি গাছপালা আমাদের দেশীয় স্বাস্থ্যসেবা ঐতিহ্যের প্রধান সম্পদ ভিত্তি গঠন করে। তিনি ঔষধি উদ্ভিদের উপর কেন্দ্রীয় খাতের প্রকল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন যা মানসম্পন্ন গবেষণা ও উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, হোম / স্কুল ভেষজ উদ্যান তৈরির মতো প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

পরবর্তী প্রেজেন্টেশনে উত্তরাখণ্ডের পিআর বিভাগের আধিকারিক রাজ্যের কমিউনিটি বেসড ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশনের সাফল্যের গল্পগুলি ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্য কোষাগারের মাধ্যমে কম বাজেট সহায়তা রয়েছে কারণ পঞ্চায়েতগুলি শক্তি ব্যয় সহ ওঅ্যান্ডএম ব্যয়গুলি পূরণ করে।

2.5 টেকনিক্যাল সেশন IV: হিমালয় অঞ্চলে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য গণপরিকল্পনা প্রচারাভিযান

ডঃ কাথিরেসনের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান কেন্দ্র পঞ্চায়েতি রাজ, এনআইআরডিপিআর, হায়দ্রাবাদ, জিপিডিপি / বিপিডিপি / ডিপিডিপি-র সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পরিকল্পনাকে সংহত করার বিষয়ে একটি উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি রাজ্য বিডি আইন ২০০২ বাস্তবায়নের জন্য বায়ো-ডাইভার্সিটি (বিডি) রুলস জারি করেছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য পর্যায়ে একটি রাজ্য জীববৈচিত্র্য বোর্ড (এসবিবি) এবং স্থানীয় সংস্থা পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) রয়েছে। তিনি বিএমসির নিম্নলিখিত ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলি তুলে ধরেছেন:

a) পিপলস বায়োডাইভার্সিটি রেজিস্টার (পিবিআর) প্রস্তুত করা

b) জৈবিক বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, টেকসই ব্যবহার এবং ডকুমেন্টেশন প্রচার করা।

c) আঞ্চলিক এখতিয়ার থেকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য জৈব-সম্পদ অ্যাক্সেস বা সংগ্রহ করা ব্যক্তি (গুলি) থেকে সংগ্রহের ফি আদায়ের মাধ্যমে চার্জ আদায় করা।

d) জৈব-সম্পদ / ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান অ্যাক্সেস করা, আরোপিত ফি, অর্জিত বেনিফিট এবং ভাগ করে নেওয়ার মোড সহ বিশদ বিবরণ সম্পর্কে নিবন্ধন বজায় রাখা

c) এনবিএ এবং এসবিবিকে তাদের সিদ্ধান্তে সহায়তা প্রদান করা

তিনি জীববৈচিত্র্য নিবন্ধন (পিবিআর) প্রণয়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এটি এমন একটি দস্তাবেজ যা একটি নির্দিষ্ট গ্রামের আড়াআড়ি এবং জনসংখ্যাতত্ত্ব সহ স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ জৈব সম্পদের উপর ব্যাপক তথ্য ধারণ করে।

তিনি জীববৈচিত্র্য নিবন্ধন (পিবিআর) প্রণয়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এটি এমন একটি দস্তাবেজ যা একটি নির্দিষ্ট গ্রামের আড়াআড়ি এবং জনসংখ্যাতত্ত্ব সহ স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ জৈব সম্পদের উপর ব্যাপক তথ্য ধারণ করে।

পরে এমওপিআর-এর অতিরিক্ত সচিব ডঃ চন্দ্র শেখর কুমার তাঁর বিশেষ ভাষণে হিমালয়ের রাজ্যগুলির বিষয়গুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যগুলির জন্য পরিকল্পনা কৌশলকে এই অঞ্চলের দুর্বলতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা দরকার।

তিনি সংক্ষেপে পঞ্চায়েত উন্নয়নের জন্য প্রধান গুরুত্বের বিষয়ে নির্বাচিত ক্ষেত্রগুলির একটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন যা গ্রামীণ অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নতির জন্য সরবরাহ করবে। তিনি মিশন অন্ত্যোদয়ের ২০২০ সালের জরিপের উপর ভিত্তি করে হিমালয়ের রাজ্যগুলির সেক্টর / রাজ্য-ভিত্তিক তুলনামূলক পারফরম্যান্সও তৈরি করেছিলেন তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে যেখানেই পিছিয়ে রয়েছে সেখানেই কর্মক্ষমতা উন্নত করার আহ্বান জানান তিনি বলেন, ভারত সরকার কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং কেন্দ্রীয় খাতের প্রকল্পগুলির মাধ্যমে পিআরআইগুলিকে সহায়তা করছে। এই প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটি তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তবে আশা করা যায় যে এই জাতীয় প্রতিটি প্রকল্পে পঞ্চায়েতের কেন্দ্রীয়তা ক্রমান্বয়ে নিশ্চিত করা হয়। আইসিডিএস, জেজেএম, এসবিএম এবং এসএসএ সম্পর্কে এমওপিআর দ্বারা জারি করা সাম্প্রতিক পরামর্শগুলি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিশ্চিত করে

এর পরে হিমালয়ের রাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশন ছিল। তারা তাদের পঞ্চায়েতগুলিতে উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব এমওপিআর।

শ্রী সঞ্জীব কুমার জেডপিটিসি, হিমাচল প্রদেশ একটি ভিডিও ফিল্মের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত শালা, ব্লক গোহার, জেলা এর গল্প শেয়ার করেছে। মান্দি।

জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রী মোহাম্মদ আশরাফ পোদ্দার সরপঞ্চ বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীর পিআর অ্যাক্ট ১৯৮৯ দেশের মধ্যে সেরা। গ্রাম পঞ্চায়েত (হালকা পঞ্চায়েত) পিআর আইনের তফসিল একাদশ-এ উল্লিখিত বিষয়গুলি পরিচালনা করার এবং গ্রামসভার (হালকামালিস) সাথে পরামর্শ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষমতা রাখে।

জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রী মোহাম্মদ আশরাফ পোদ্দার সরপঞ্চ বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীর পিআর অ্যাক্ট ১৯৮৯ দেশের মধ্যে সেরা। গ্রাম পঞ্চায়েত (হালকা পঞ্চায়েত) পিআর আইনের তফসিল একাদশ-এ উল্লিখিত বিষয়গুলি পরিচালনা করার এবং গ্রামসভার (হালকামালিস) সাথে পরামর্শ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষমতা রাখে।

উত্তরাখন্ডের শ্রীমতী কৌশল্যা রাওয়াত প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত কিয়ারকুট্টি ভট্ট জানিয়েছেন যে তাঁর পঞ্চায়েত নিজস্ব উত্স রাজস্ব হিসাবে ৫০.০০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে। পঞ্চায়েত অফিস সকাল ৮ টা থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। পঞ্চায়েত গ্রামে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দিচ্ছে এবং প্রতিটি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ঝুড়ি বিতরণ করছে।

লেহ জেলার শ্রী তেসোয়াংনোরবো সরপঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত ফার্মাকা জানিয়েছেন যে তাঁর পঞ্চায়েতে কৃষকরা কৃষি ও উদ্যানপালন কার্যক্রম গ্রহণ করে, কিন্তু গ্রামে কোনও বিপণনের সুবিধা নেই এবং এর ফলে কিছু সময় ফল ও সবজি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়।

কার্গিল জেলার শ্রী ইসা আলি সরপঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত পশকুম জানিয়েছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এই উপলক্ষে উত্থাপিত হয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে কেন্দ্রীয় / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারগুলির নির্দেশগুলি কার্যকর করা হয়েছে এবং নাগরিকরা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সমস্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন যে এমনকি (-)10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়ও তার পঞ্চায়েত কার্যকরী বাড়ির ট্যাপ সংযোগের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করে

পিপিসি-রাজ্য-হিমাচল প্রদেশ জেলা-কুলু ব্লক-বানজার গ্রাম পঞ্চায়েত -চাকুরথায় গ্রামসভা

2.6 প্রযুক্তিগত সেশন V: পিআরআইগুলিতে এসডিজি স্থানীয়করণ

কেরল ইন্সটিটিউট অফ লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ জয় এলান ভিসির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রামাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার স্থানীয়করণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারগুলি লাইন মন্ত্রকগুলির সহায়তায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যগুলির অনেকগুলি অর্জনে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে। যাইহোক, গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত এবং সম্প্রদায়ের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি পদ্ধতিটিকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। হস্তক্ষেপের মূল ক্ষেত্রগুলি কাউকে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। এসডিজি-র স্থানীয়করণ এবং জিপিডিপি-র সাথে মূলধারার জন্য তিনি নিম্নলিখিতগুলি পরামর্শ দিয়েছিলেন:

- পঞ্চায়েত নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্পনসর্ড স্কিমগুলি থেকে সংস্থানগুলি আলতো চাপুন
- পরিষেবাগুলি সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পঞ্চায়েতকে নেতা হতে হবে!

নয়াদিল্লির পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (পিএফআরডিএ) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গুপ্তের উপস্থাপনায় ভারত সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ স্কিম অটল পেনশন যোজনা (এপিওয়াই) এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রকল্পটি ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছিল এবং এটি ৮৮% অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের ৬০ বছর পরে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করার সুবিধা দেয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরে উপর আঞ্চলিক কর্মশালা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 13-14 ডিসেম্বর, 2021, আগরতলা, ত্রিপুরা

1. পটভূমি

২০২১ সালের ১৩ ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদের এনআইআরডিপিআর-এ পিপিসি-২০২১-এর উপর প্রথম জাতীয় স্তরের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল, যা ২০২১ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ৩১ শে জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত এবং জেলা পঞ্চায়েত দ্বারা একটি বিস্তৃত গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি), ব্লক পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (বিপিডিপি) এবং জেলা পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (ডিপিডিপি) প্রণয়নের জন্য সারা দেশে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (পিপিসি) চালু করার জন্য।

একইভাবে, ইন্দো-গাঙ্গেয়, উপকূলীয় রাজ্য, পেসা রাজ্য, হিমালয় রাজ্যগুলির জন্য চারটি আঞ্চলিক কর্মশালা এবং অবশেষে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর ২০২১-এ ত্রিপুরার আগরতলায় অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য দুই দিনের একটি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

2. কার্যধারা

2.1 উদ্বোধনী অধিবেশন

শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব, মাননীয় সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাপরিশাদ, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এবং 'আগরতলা' প্ল্যান্টে জল দিয়ে দুই দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালার উদ্বোধন করেন কারণ এই উদ্ভিদের নাম থেকেই 'আগরতলা' নামটি উঠে এসেছে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে উত্তরাখণ্ডের পিআর-এর ডিরেক্টর শ্রী ছনাদ্রা সিং ধারাশকু অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েতগুলির পরিচালক শ্রী দেবানন্দ রিয়াং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রিসোর্স পার্সন, অনুষদ এবং প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। তিনি এমওপিআর এবং এনআইআরডি অ্যান্ড পিআর, হায়দ্রাবাদ এবং এনইআরসি-এনআইআরডিপিআর, গুয়াহাটির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যাতে আগরতলা, ত্রিপুরাকে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা যায়। সর্বশেষে, তিনি সমস্ত বিডিওকে মশালবাহক এবং স্টেকহোল্ডার হিসাবে স্বাগত জানান, যারা "সবকি যোজনা সবকা বিকাশ" এর বার্তা বহন করবে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে এটি বাস্তবায়ন করবে।

এমওপিআর-এর আন্ডার সেক্রেটারি শ্রী পঙ্কজ কুমার উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রিসোর্স পার্সন, অনুষদ এবং প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, যদিও এটি পিপিসির চতুর্থ বছর, তবুও আমরা এখনও একটি শালীন জিপিডিপি তৈরি করতে পারিনি।

লাইন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং কনভারজেন্স পরিকল্পনা করার কৌশলটি কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছাচ্ছে না। গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে মানুষের অভিবাসন উদ্বেগের একটি বড় উৎস।

ডঃ সি কাথিরেসন সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান, সিপিআরডিপি এবং এসএসডি, এনআইআরডি ও পিআর, এনআইআরডি ও পিআর পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (পিপিসি) নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্থানীয় স্তরের পরিকল্পনা (এক পঞ্চায়েত -এক পরিকল্পনা) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়া সাংবিধানিক বিধানগুলির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

গুয়াহাটির এনআইআরডিপিআর-এর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ সাহু উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রিসোর্স পার্সন, অনুষদ এবং প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং আঞ্চলিক কর্মশালা প্রোগ্রাম মডিউলের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন।

প্রধান অতিথি শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব, সভাধিপতি, সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাপরিশাদ সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রিসোর্স পার্সন, অনুষদ এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং গ্রামসভার মাধ্যমে জিপিডিপি প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে গ্রামসভায় গ্রামবাসী এবং লাইন বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়, তাই সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে এই সমস্যাটি কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। এছাড়াও, তিনি সকল প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীদের গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে কর্মশালার শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন।

Inaugural of the exhibition by Smt. Antara Sarkar Deb, Sabhadhipati, Paschim Tripura ZillaParishad

2.2 পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গণপরিকল্পনা

এমওপিআর-এর কনসালট্যান্ট শ্রীমতী পিয়ালি রায় পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (সবকি যোজনা সবকা বিকাশ) এর একটি

সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। তিনি আঞ্চলিক কর্মশালার জন্য সুর সেট করেছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে জিপিডিপির পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এবং অগ্রগতি এবং বিপিডিপি এবং ডিপিডিপির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।

তিনি নিম্নলিখিতগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন:

- 90% এরও বেশি জিপি একক গ্রাম সভা পরিচালনা করছে এবং দুটি গ্রামসভার পরিবর্তে জিপিডিপি চক্রের সমস্ত ইভেন্টকে একত্রিত করছে।
- গ্রামসভায় নাগরিকদের আরও অংশগ্রহণ/উপস্থিতির প্রয়োজন
- IEC কার্যক্রম ব্যবহার করে গণসংহতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা
- লাইন বিভাগগুলি থেকে আরও সমর্থন / অংশগ্রহণের গুরুত্ব
- গ্রাম দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা (ভিপিএসপি) জিপিডিপিতে অন্তর্ভুক্তি
- রিসোর্স খামে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ফ্ল্যাগশিপ স্কিমগুলির জন্য প্রয়োজন- বড় আকারে এমজিএনআরইজিএ, এক্সভি এফসি স্কিমগুলি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে

মিসেস মনিকা মীনা, এএসও, এমওপিআর এনই স্টেটসের জন্য আরজিএসএ রিলিজ এবং পিএফএমএস স্ট্যাটাসে উপস্থাপিত। তিনি আরজিএসএ অ্যাকাউন্টের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য-ভিত্তিক অবস্থা তুলে ধরে তার বক্তব্য শুরু করেছিলেন। বর্তমানে, আসাম ব্যতীত, উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্য এখনও রাজ্য নোডাল এজেন্সি অ্যাকাউন্টের সাথে শিশু সংস্থাগুলির ম্যাপ করা হয়নি। তাই তিনি সবাইকে এই মাসের মধ্যে শিশু সংস্থাগুলিকে ইতিবাচকভাবে ম্যাপ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

- তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্য ইউসি জমা না দেওয়ার কারণে আরজিএসএ তহবিল পাচ্ছে না। তিনি সমস্ত রাজ্যকে রাষ্ট্রীয় শেয়ার প্রকাশ করতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুলতুবি ইউসি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
- রাজ্যকে অবশ্যই টিএমপিতে অফলাইন এবং অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার এবং প্রশিক্ষণের সময়সূচী প্রশিক্ষণ আপলোড করতে হবে
- ই-গ্রাম স্বরাজ পোর্টালে জিপিডিপি, বিপিডিপি এবং ডিপিডিপি আপলোড করার কাজ দ্রুত করতে পারে রাজ্য।

ডঃ সি কাথিরেসন, সহযোগী অধ্যাপক, এনআইআরডিপিআর জিপিডিপি / বিপিডিপি / ডিপিডিপি-র সাথে জৈব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ পরিকল্পনাকে সংহত করার বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন:

- জৈব-বৈচিত্র্য আইন 2002, জৈব-বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) গঠন
- বিএমসির ভূমিকা এবং দায়িত্ব এবং জিপিডিপি / বিপিডিপি / ডিপিডিপি র সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার ইন্টিগ্রেশনের গুরুত্ব উল্লেখ করেছে
- পিপলস বায়ো-ডাইভারসিটি রেজিস্টারের নির্দেশিকা এবং পিবিআর প্রস্তুতিতে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

ডঃ নারায়ণ সাহু, সহযোগী অধ্যাপক, এনইআরসি-এনআইআরডিপিআর, গুয়াহাটি এভিডেন্স-ভিত্তিক পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় উপস্থাপন করেন।

- তিনি পঞ্চায়েত পর্যায়ে প্রমাণ-ভিত্তিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রকৃত বাস্তবতা এবং বাস্তব প্রয়োজনের প্রমাণ হিসাবে প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করা উচিত।
- তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে লাইন বিভাগগুলির তথ্যের প্রাপ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কেস স্টাডির মাধ্যমে দেখা যায় যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে লাইন ডিপার্টমেন্টের তথ্য পাওয়া যায় না বা আংশিকভাবে পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্য ও প্রকল্পের জ্ঞান সম্পর্কে গ্রামসভাগুলিতে প্রথম সারির কর্মীদের দক্ষতার স্তরটি অনিশ্চিত।

গ্রামসভা, পিপিসি-রাজ্য- সিকিম, জেলা-পশ্চিম সিকিম, জিপি-টিম্বুরবং

2.3 টেকনিক্যাল সেশন II: VPDP/GPDP এর সাথে স্কিম ও প্রোগ্রামের কনভারজেন্স

আমন্ত্রিত লাইন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উপস্থাপনা

জনাব সৌমেন বাগচি, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)

- তিনি শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কারণ তারা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; বিশেষ করে শিশুরা শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়। শিশু-বান্ধব পঞ্চায়েতগুলি শিশুদের তাদের সম্ভাব্যতা উপলব্ধি করতে সহায়তা করতে পারে।
- তিনি সাংবিধানিক বিধানগুলির বিষয়ে কথা বলেন যা দেশের সমস্ত শিশুদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, সেইসাথে শিশুদের যত্ন, সুরক্ষা এবং বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন মূল আইন।
- তিনি শিশু-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এমওপিআর-এর ভূমিকা এবং এসডিজি এবং পিআরআইগুলির স্থানীয়করণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন।
- এছাড়াও, তিনি শিশুদের মুখোমুখি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য "বালসভা" সংগঠিত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

জনাব পঙ্কজ কুমার, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ)

- তিনি পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রাম বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, কারণ বিপর্যয়গুলি কয়েক দশকের উন্নয়নমূলক লাভকে

দূরে সরিয়ে দেয়।

- তিনি বলেন, 'প্রস্তুতি/ঝুঁকি হ্রাস বা প্রশমনে এক ডলার ব্যয় করা হয়েছে, প্রতিক্রিয়া ও ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাত ডলার সাশ্রয় করা হয়েছে।
- এছাড়াও, তিনি ডিএম অ্যাক্ট, 2005-এর প্রধান বিধানগুলি এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দশ-দফা এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করেন।

ডঃ জুই ভট্টাচার্য, জাতীয় মিশন ম্যানেজার, ডে-এনআরএলএম, এমওপিআর

- তিনি গ্রাম দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা (ভিপিআরপি) এর প্রক্রিয়া এবং জিপিডিপিতে ভিপিআরপি অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।
- তিনি ভিপিআরপি ২০২০-২১-এর প্রধান অর্জন, ভিপিআরপি প্রস্তুতির রাজ্য-ভিত্তিক অবস্থা এবং পঞ্চায়েতগুলিতে জমা দেওয়ার রাজ্য-ভিত্তিক অবস্থা এবং ভিপিআরপি প্রস্তুত করার সময় যে প্রধান সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছিল তার উপরও জোর দিয়েছিলেন।

মিসেস বেনজির নাজিমনাভাজ, থিম্যাটিক অ্যাঙ্কর, কুদুম্বশ্রী-এনআরও

- তিনি ভিপিআরপি (2020-21) এর জন্য কুদুম্বশ্রী-এনআরও-এর কৌশল তুলে ধরেছিলেন
- তিনি একটি ব্যবহারিক, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক জিপিডিপি প্রস্তুত করার জন্য এসএইচজি নেটওয়ার্কের সাথে সহযোগিতা করার সুবিধাগুলিও উল্লেখ করেছেন।

জনাব রিপন চাকমা, স্টেট মিশন ম্যানেজার, টিআরএলএম

- তিনি ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উল্লেখযোগ্য অর্জনের পাশাপাশি ভিপিআরপি এবং এর বর্তমান অবস্থার প্রস্তুতির জন্য ত্রিপুরা দ্বারা ব্যবহৃত কৌশলগুলির উপর জোর দেন।

2.4 প্রযুক্তিগত সেশন III: পিআরআইগুলিতে এসডিজি স্থানীয়করণ

শ্রী। সরোজ কুমার দাশ, যুগ্ম পরিচালক, এসআইআরডিপিআর, ওডিশা এবং এমওপিআর-এক্সপার্ট গ্রুপের সদস্য, এসডিপি-র পিআরআইগুলির স্থানীয়করণ এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

- তিনি সংক্ষেপে এসডিজি-র ধারণা এবং এসডিজিগুলিকে স্থানীয়করণের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের সমস্যার সাথে এসডিজিকে একীভূত করার জন্য কৌশল নির্ধারণের উপর জোর দেন।
- তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে উপজাতীয় মূলধারার এবং উন্নয়নের গুরুত্বের উপর জোর দেন।
- তিনি এসডিজিকে নয়টি থিমে অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন যা লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত।
- অর্থ কমিশন এবং পুরস্কার অনুদান, অন্যান্য কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসরড স্কিম এবং রাজ্য-স্পনসরড স্কিমগুলি ছাড়াও, লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হতে পারে।

জনাব আরএসএন শর্মা, প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরজিএসএ-এনপিএমইউ, এমওপিআর পুনর্গঠিত আরজিএসএ এবং জিপিডিপির স্থানীয়করণ নিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পুনর্গঠিত আরজিএসএ এবং এসডিজিগুলির স্থানীয়করণ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলি প্রস্তাব করা হয়।

- নিয়মিত SLMTT এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
- চিহ্নিত এসডিজি সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এমএ সার্ভে
- জিপিডিপিতে ফোকাস পরিকল্পনায় পরিমাণ থেকে গুণমানে স্থানান্তর করা উচিত
- জিপিডিপিতে সম্বোধন করা এসডিজির অধীনে 'কাউকে পিছনে ফেলে যাওয়া' এর নীতি
- এসডিজিপর্যবেক্ষণের জন্য ডেডিকেটেড ড্যাশবোর্ড
- PDI এবং SDG অর্জনের অধীনে SDGs স্থানীয়করণের জন্য পুরস্কার
- RGSA এর মাধ্যমে SDGs এর স্থানীয়করণের জন্য রোডম্যাপ

2.5 প্রযুক্তিগত অধিবেশন IV: জনগণের পরিকল্পনা প্রচারাভিযান - নির্বাচিত দ্বারা অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া প্রতিনিধি জেলা পঞ্চায়েত সভাপতিদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি অরুণাচল প্রদেশ: শ্রী চুখু বাবলু, জেডপিসি, পাপুম পারে জেলা।

- তিনি পাপুম পারে জেলার নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে তার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন তার মেয়াদকালে মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন
- পিআরআই সদস্য এবং কর্মীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট দলগুলি দ্বারা সময়মতো সরবরাহ করা হয় না
- জিপিডিপি/গ্রামসভায় সকল লাইন বিভাগ কর্তৃক অংশগ্রহণ না করা।
- লাইন বিভাগগুলির ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করার জন্য কোনও উপযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থা নেই।

মেঘালয়: শ্রীমতী বিনসারি চমারক, সচিব, ভিইসি, রোমবাগ্রে, পশ্চিম গারো হিলস জেলা

তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য সমস্ত উপলব্ধ স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে একটি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন।

ত্রিপুরা: শ্রী জয়দেব দেববর্মা, সভাধিপতি, খোয়াই জেলা

- তিনি নিয়মিতভাবে জেলা ও ব্লক পর্যায়ে এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করেন।
- তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার জন্য সমস্ত প্রকল্প সমস্ত স্তরের দ্বারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার।

ত্রিপুরা: শ্রী। অমলেন্দু দাস, সভাধিপতি, উনাকোটি জেলা

- কর্ম পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিকল্পনাগুলি তৈরি করা উচিত এবং

কার্যকর বিকাশের জন্য একটি পরামর্শ থাকা উচিত।

- পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় লাইন বিভাগের অংশগ্রহণ উন্নত করতে হবে।
- একটি সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ব্যবহারিক পরিকল্পনা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।
- 15তম অর্থ অনুদান ও রাষ্ট্রীয় তহবিলের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির কার্যক্রম, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা: শ্রীমতী অন্তরাসরকার দেব, সভাধিপতি, ত্রিপুরা

➢ তিনি গ্রামসভার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং এক বছরে মানসম্মত গ্রামসভার সংখ্যাও বৃদ্ধি করেন।

➢ গ্রামসভার সময়সূচী সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং লাইন বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

➢ তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তাদের শেখার উন্নতির জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং রাজ্যের বাইরে এক্সপোজার ভিজিটের দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন।

➢ তিনি অব্যবহৃত সরকারী জমি ব্যবহার করে নিজস্ব উৎস রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন (মৎস্য ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে)

গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতিদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি

অরুণাচল প্রদেশ: শ্রী। হ্যাপি মানে, জিপি মেম্বার, মায়ু দ্বিতীয় জিপি, লোয়ার দিবাংভ্যালি ডিস্ট্রিক্ট

➢ তিনি রিপোর্ট করেছেন যে তার মেয়াদকালে পানীয় জল, মোবাইল সংযোগ, সড়ক যোগাযোগ বিভিন্ন তহবিল ব্যবহার করে উন্নত করা হয়।

➢ তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণকে সদয়, নগদ বা শ্রম ের আকারে অনুদান দেওয়ার জন্য জোর দিয়েছিলেন কারণ সরকার এক বছরের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করতে পারে না।

আসাম: শ্রী। মানাবসানাওয়াল, তালাপ জিপি, তিনসুকিয়া জেলা

➢ তিনি যথাযথ ও কার্যকর পরিকল্পনার সাথে তার পঞ্চায়েতে পরিচালিত সমস্ত উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ ভাগ করে নিয়েছিলেন।

➢ তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে উপলব্ধ তহবিল ব্যবহার করে নিজস্ব উত্স রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন।

আসাম: শ্রী। প্রদীপদেবরি, বাগজাপ জিপি, মোরিগাঁও জেলা

➢ তিনি বলেন যে বাগজাপ জিপি দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সাশক্তিকরণপুরাস্কার ২০১৭-১৮ অর্জন করেছিলেন এবং পুরষ্কারের অর্থ একটি পোল্ট্রি হ্যাচারি সুবিধা তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিলেন, যা পঞ্চায়েতের জন্য একটি রাজস্ব উৎস হয়ে ওঠে।

➢ তিনি গাঁও পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যে প্রক্রিয়া টি করা হয়েছিল তা ভাগ করে নিয়েছিলেন।

2.6 প্রযুক্তিগত সেশন ভি: এমওপিআর উদ্যোগের উপর উপস্থাপনা এমওপিআর-এর কনসালট্যান্ট শ্রী জি এস কৃষ্ণন ভাইব্র্যান্ট গ্রামসভা গঠনের বিষয়ে অধিবেশন শুরু করেন। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন:

➢ তিনি গ্রামসভার সাংবিধানিক বিধান এবং গ্রামসভায় বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণের স্তর নিয়ে আলোচনা করেন।

➢ তিনি গ্রামসভাকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন, অর্থাৎ গ্রামসভাকে জৈব, উদ্ভাবনী এবং সর্বজনীনভাবে উপকারী করে তোলার প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন।

➢ এছাড়াও, তিনি গ্রামসভাকে প্রাণবন্ত করার জন্য এমওপিআর দ্বারা জারি করা সর্বশেষ পরামর্শের কথা উল্লেখ করেন।

ডঃ কাথিরেসন, সহযোগী অধ্যাপক, এনআইআরডিপিআর-এ গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য স্থানিক সরঞ্জাম উপস্থাপন করা হয়েছে।

➢ তিনি জিপিডিপি গঠন প্রক্রিয়ায় জিও-স্পেসাল প্ল্যানিং-এর অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

➢ তিনি আরও বলেছিলেন যে এমওপিআর টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভৌগলিক ডেটা ব্যবহার করতে চায়, কারণ উপগ্রহ চিত্রের সাথে যৌথভাবে স্থানিক ডেটাসেটগুলি পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থায় একটি চাক্ষুষ চিত্র সরবরাহ করবে।

➢ এছাড়াও, তিনি এমওপিআর-এর গুরুত্বপূর্ণ ওয়েব পোর্টালগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেমনগ্রামস্বরাজ, গ্রাম মনচিত্রা, মিশন অন্ত্যোদয়, ভাইব্র্যান্ট গ্রামসভা, জিপিডিপি, সিটিজেন চার্টার এবং SVAMITVA।

2.7 সমাপনী অধিবেশন

এই কর্মশালা থেকে **Takeaways:** রাজ্য প্রতিনিধিদের কাছ থেকে উপস্থাপনা

ত্রিপুরা: জনাব রতন নামা, সহকারী পরিচালক, পঞ্চায়েত অধিদপ্তর, ত্রিপুরা

➢ তিনি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্প/ রাজ্য পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহার করে যথাযথ ও কার্যকর পরিকল্পনার সাথে পঞ্চায়েত এলাকায় পরিচালিত কয়েকটি উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকলাপ ভাগ করে নিয়েছিলেন।

➢ গণপরিকল্পনা অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে, রাজ্য ত্রিপুরা সংবিধানের দশম তফসিলের 29 টি বিষয়ের আওতায় থাকা সর্বাধিক লাইন বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনাপ্রস্তুতকরছে।

পঞ্চায়েত পরিকল্পনা উৎসব: আসাম রাজ্যের একটি অভিজ্ঞতা

*পবিত্রা কালিতা, যুগ্ম পরিচালক (টিআরজি), এসআইপিআরডি, আসাম

পটভূমি:

পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন (পিপিসি) সবকি যোজনা সবকা বিকাশ' প্রথমবারের মতো ০২.১০.২০১৮ থেকে ৩১.১২.২০১৮ সাল পর্যন্ত চালু করা হয়েছিল যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি (জিপি) ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য তাদের গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) একটি সামগ্রিক, বাস্তবসম্মত এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এই প্রচারাভিযানটি নিখুঁত পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে; রাজ্যগুলির দ্বারা উদ্যমী ইনপুট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগগুলির শক্তিশালী সমর্থন আছে। ২০১৮ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে একটি সামগ্রিক এবং বাস্তবসম্মত পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মিশন অন্ত্যোদয়ের অধীনে উপলব্ধ বাস্তবসম্মত তথ্য, পূর্ববর্তী বছরের পরিকল্পনার ফাঁক বিশ্লেষণ এবং প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে মানুষের অনুভূত প্রয়োজনীয়তা ক্যাপচার করার জন্য প্রধান উদ্দেশ্যটি একটি বটম-আপ পরিকল্পনা পদ্ধতি রপ্ত করা হয়েছে।

জিপিডিপি প্রণয়নের মূল উপাদান/উদ্দেশ্য, যেগুলোকে জিপিডিপি-তেও ধরতে হবে (i) দারিদ্র্য হ্রাস; (ii) মানব উন্নয়ন; (iii) SC/ST, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, মহিলা এবং দুর্বল গোষ্ঠীর উপর বিশেষ জোর দিয়ে সামাজিক উন্নয়ন; (iv) অর্থনৈতিক উন্নয়ন; (v) পরিবেশগত উন্নয়ন; (vi) জনসেবা প্রদান এবং (vii) ব্যয়হীন উন্নয়ন। বাস্তবায়নের প্রধান কৌশল হল কেন্দ্রীয়/রাজ্য স্কিমগুলির সাথে একত্রিত হয়ে পরিকল্পিত কাজ/ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করা।

পিপিসি পদ্ধতিটি ২০২০- ২১ সালের অধীনে পরিকল্পনা প্রচারাভিযানের জন্য পুনরায় চালু করা হয়েছিল, যা এক ছাতার নীচে কাজ করা সমস্ত বিভাগ এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য "এক মিশন এক পরিকল্পনা" এর সারাংশে, এইভাবে সমস্ত লাইন বিভাগের জন্য একটি মিশন মোডে পঞ্চায়েত স্তরের পরিকল্পনায় অংশ নেওয়ার জন্য একটি পরিবেশকে কার্যকর করে তোলে।

গত বছর পিপিসিতে জড়িত গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রামসভা এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দৃশ্যমান এবং সন্তোষজনক পারফরম্যান্সে অনুপ্রাণিত হয়ে, ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক ২০২০ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ২০২১-২২ সালের জন্য জিপিডিপি প্রস্তুত করার জন্য একই প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিপিডিপিতে সংবিধানের একাদশ তফসিলে তালিকাভুক্ত ২৯টি বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেহেতু জিপিডিপি ফর্মুলেশনে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তাই কাঠামোগত গ্রামসভার সভাগুলির প্রয়োজন হয় যেখানে সমস্ত লাইন বিভাগের ফ্রন্টলাইন কর্মীরা জিপিতে তাদের বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিস্তারিত উপস্থাপনা করে। ফ্রন্টলাইন কর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত এই জাতীয় ইনপুটগুলি জিপিডিপি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ এগুলি জিপিডিপির সেক্টরাল পরিকল্পনার দিকে পরিচালিত করে।

আসাম সরকার ২০২০- ২১ সালের জন্য পিপিসি- র অধীনে পরিকল্পনার পুরো প্রক্রিয়ার জন্য এই উদ্যোগকে "পঞ্চায়েত পরিকালপনা উৎসব" হিসাবে ঘোষণা করেছে যেখানে সমস্ত লাইন বিভাগ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ প্রমাণ, তথ্য এবং উপলব্ধ সম্পদের উপর ভিত্তি করে ২০২০-২১ সালের জন্য একটি বাস্তবসম্মত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে পঞ্চায়েতগুলিকে যথাযথ গ্রামসভার মাধ্যমে সহায়তা করবে। এই নির্দেশের অধীনে, গ্রামসভাগুলির আচরণ এবং জিপিডিপি-র নির্দেশিকায় উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী প্রক্রিয়া গ্রহণের মূল্যায়ন ের জন্য পঞ্চায়েতগুলি পরিদর্শন করার জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছিল

বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম (এমজিএনআরইজিএস), ডে-এনআরএলএম ইত্যাদি অত্যাধুনিক স্তরের কর্মীদের দ্বারা সঞ্চালিত ক্রিয়াকলাপ এবং কাজগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত / গ্রাম সভাগুলির দ্বারা জিপিডিপি প্রণয়নের কাজগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সহজতর করবে। জীবিকা মিশনের মহিলা কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন (সিআরপি) এবং প্রশিক্ষিত সোশ্যাল অডিটরদের গ্রামসভার সভাগুলির জন্য সহায়তাকারী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করারও উদ্দেশ্য রয়েছে। মিশন অন্ত্যোদয় সমীক্ষা গ্রাম ও জিপি পর্যায়ে ফাঁকগুলি চিহ্নিত করতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল এবং পূর্ববর্তী প্রচারাভিযানের সময় প্রমাণ ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উপর পদ্ধতিগত জোর দিয়েছিল।

এই পটভূমির সাথে আমাদের রাজ্যের জন্য একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াটির সমস্ত দিককে আচ্ছাদিত করে। এই প্রক্রিয়াটি মিশন অন্ত্যোদয় জরিপ পরিচালনা এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপগুলি কভার করার জন্য বিভিন্ন কমিটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করবে। সবশেষে, জিপিডিপি প্ল্যানপ্লাসে আপলোড করতে হবে। বিস্তারিত তারিখ ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, সুসংহত, সামগ্রিক এবং বাস্তবসম্মত গাঁও পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গাঁও পঞ্চায়েতকে সহজতর করার জন্য এবং জিপিডিপি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় লাইন বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামসভাগুলিতে সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ের প্রয়োজন।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিস্তারিত বিবরণের পদ্ধতি:

এই কর্মসূচিটি রাজ্যের ২৬৭৬ টি গাঁও পঞ্চায়েত এবং ভিডিসি / ভিসিডিসিতে বাস্তবায়িত হবে। এই প্রসঙ্গে, নিম্নলিখিতগুলিতে গাঁও পঞ্চায়েতকে সহজতর করার জন্য রাজ্য ও জেলাগুলির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ের সংকল্প নেওয়া হয়েছে:

- মিশন অন্ত্যোদয়ের উপর ভিত্তি করে সার্ভে করা তথ্য ের বৈধতার সুবিধার্থে।
- জিপিপিএফটি/ ভিপিএফটি দ্বারা প্রস্তুত করা খসড়া পঞ্চায়েত স্থিতি প্রতিবেদনের ভিশনিং এবং অগ্রাধিকারের সুবিধার জন্য।
- এএসআরএলএমসের এসএইচজি দ্বারা প্রস্তুত দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা প্রস্তুতির সুবিধার্থে
- মিশন অন্ত্যোদয় তথ্যের উপর ভিত্তি করে GPPFT দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রিক ভিশনিং পরিকল্পনা প্রস্তুতির সুবিধার্থে

- সম্পদ ভিত্তিক গাঁও পঞ্চায়েত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সুবিধার্থে
- জিপি-র বিভাগভিত্তিক সেক্টরাল প্ল্যানকে আলাদা করার সুবিধার্থে।

সেই অনুযায়ী, ১লা নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর ২০২০ এবং ২৭শে নভেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত পঞ্চায়েত পরিকালপনা উৎসবের সময় গাঁও পঞ্চায়েত পরিদর্শনের জন্য ভিজিটিং অফিসারের বিস্তারিত সময়সূচী প্রস্তুত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত পরিকালপনা উৎসবের সময় মোট ৭৯ জন ভিজিটিং অফিসার গাঁও সভাগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা প্রশ্নপত্রটি পূরণ করতে বলা হয়েছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভিজিটিং অফিসারদের দ্বারা গাঁও পঞ্চায়েতগুলির পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল। সিনিয়র সিভিল সার্ভিস ক্যাডারদের এই সফরের জন্য ভিজিটিং অফিসার হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু, অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে, কিছু কর্মকর্তা তাদের নিজ নিজ ব্লক পরিদর্শন করতে পারেননি। যে ৭৯ জন কর্মকর্তা পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেছেন, তাদের মধ্যে ৩৪ জন সিনিয়র সিভিল অফিসার, ৯ জন অফিসার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের এবং ৩৬ জন এসআইপিআরডি-র অনুষদ সদস্য ছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ভিজিটিং অফিসাররা গাঁওসভার সময়কালে তার পছন্দের দুটি পঞ্চায়েতকে খুঁজে বের করবেন। গোটা অনুষ্ঠানকে ' পঞ্চায়েত পরিকলপনা উৎসব' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই উত্সবে, ২৩৬ টি গাও পঞ্চায়েত জুড়ে ২৪ টি জেলা, ৮৮ টি ব্লক রয়েছে যা ১লা নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর ২০১৯ এবং ২৭শে নভেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ভিজিটিং অফিসাররা পরিদর্শন করেছেন। নীচে "পঞ্চায়েত পরিকালপনা উৎসব" এর পর্যবেক্ষণগুলি দেওয়া হল

I. দেখা যায় যে, দ্বিতীয় গাঁও সভা মাইক ঘোষণার সময় (৯১%) জনগণকে একত্রিত করার জন্য কার্যকর হাতিয়ার ছিল, এর পরে আমন্ত্রণ (৮২%), বিজ্ঞপ্তি (৭৯%) এবং ব্যানার (৭৬%) এর মাধ্যমে।

II. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য তৃতীয় গাঁও সভার সময়, মাইক ঘোষণা (82%), আমন্ত্রণ (70%), বিজ্ঞপ্তি (70%) এবং ব্যানারের মাধ্যমে (64%) দ্বারা অনুসরণ করা হয়।

III. উভয় গাঁও সভায় মহিলা অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ যথাক্রমে ৫১% এবং ৫৩% এর সাথে পুরুষ অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে বেশি ছিল।

IV. দেখা যায় যে, ২য় গাঁও সভায় ৯৩% এবং তৃতীয় গাঁও সভায় ৮০% সহ উভয় গাঁও সভায় যথাযথ এজেন্ডা বজায় রাখা হয়েছিল এবং অনুসরণ করা হয়েছিল। যাইহোক, তৃতীয় গাঁও সভায় মাত্র ২৪% পঞ্চায়েত সঠিক এজেন্ডা বজায় রাখার প্রমাণ দিয়েছে।

V. লাইন ডিপার্টমেন্টের উপস্থিতিও দুর্বল ছিল। মাত্র ১৮% অফিসার গাঁও সভার সময় উপস্থিত ছিলেন।

VI. ৯৪% গাঁও পঞ্চায়েত দ্বিতীয় গাঁও সভার আগে পঞ্চায়েতের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন করেছে এবং ৭৯% গাঁও পঞ্চায়েত বার্ষিক অ্যাকশন গাঁও সভার আগে দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছে।

VII. দেখা যায় যে ৯৩% গাঁও পঞ্চায়েত ওয়ার্ডভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে এবং ৮৪% গাঁও পঞ্চায়েত ওয়ার্ডভিত্তিক ডিএসআর উপস্থাপন করেছে।

VIII. এটা স্পষ্ট যে ৭৩% গাঁও পঞ্চায়েত সংযুক্তি-২ ব্যবহার করে পঞ্চায়েত খসড়া স্থিতি প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

IX. ৫৪% গাঁও পঞ্চায়েত সংযুক্তি-৩ ব্যবহার করে রিসোর্স খাম তৈরি করেছে।

X. দেখা যায়, মাত্র ৫২ শতাংশ গাঁও পঞ্চায়েত পরিশিষ্ট-৪ ব্যবহার করে হোলিস্টিক গাঁও পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) প্রস্তুত করেছে।

XI. দেখা যাচ্ছে ৬২ শতাংশ গাঁও পঞ্চায়েত অ্যানেক্সচার-ভি ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২০- ২০২১ তৈরি করেছে।

XII. দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা জিপিডিপির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা স্পষ্ট যে মাত্র ৫৯% গোয়ান পঞ্চায়েত দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছে।

1.1 ২য় গ্রামসভায় জনসমাবেশের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

২৩৬টি জিপি-র মধ্যে ২১৫টি পঞ্চায়েত মাইক ঘোষণা ব্যবহার করে, ১৯৪টি জিপি আমন্ত্রণ ব্যবহার করে, ১৮৬টি জিপি বিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করে এবং ১৭৯টি জিপি ব্যানার ও পোস্টার ব্যবহার করে ২য় গ্রামসভায় জনগণকে একত্রিত করে। চিত্র ১.১ দ্বিতীয় গ্রামসভায় জনগণকে একত্রিত করার জন্য জিপিদের দ্বারা বিভিন্ন সংহতি পদ্ধতির শতাংশ ভিত্তিক গ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করে।

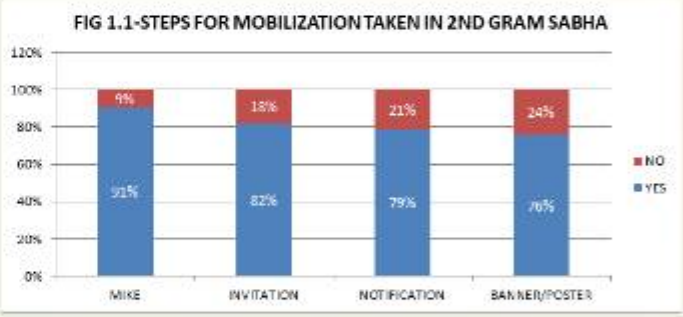

1.2 Steps adopted for mobilization of people in the 3rd Gram Sabha

Out of the 236 GPs that were reported 82 percent of Panchayats used Mike Announcement, 70 percent of GPs used invitation, 70 percent GPs used notification and 64 percent GPs used banners and posters to mobilize people to the 3rd Gram Sabha. Figure 1.2 represents the percentage wise adoption of various mobilization methods by the GPs to mobilize people to the 3rd Gram Sabha.

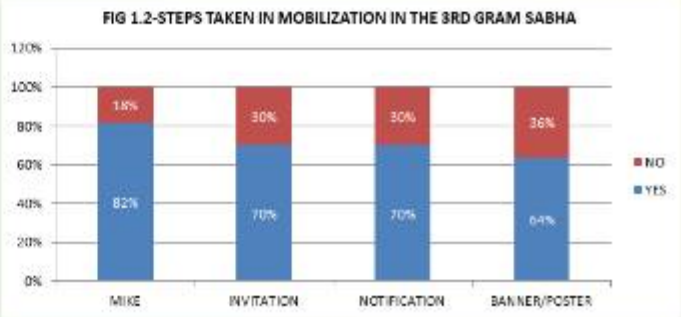

2.1 ৩য় গ্রামসভায় জনগণকে একত্রিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি

২৩৬ টি জিপির মধ্যে ৮২ শতাংশ পঞ্চায়েত মাইক ঘোষণা ব্যবহার করে, ৭০ শতাংশ জিপি আমন্ত্রণ ব্যবহার করে, ৭০ শতাংশ জিপি বিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করে এবং ৬৪ শতাংশ জিপি তৃতীয় গ্রামসভায় জনগণকে একত্রিত করার জন্য ব্যানার ও পোস্টার ব্যবহার করে। চিত্র ১.২ তৃতীয় গ্রামসভায় জনগণকে একত্রিত করার জন্য জিপিদের দ্বারা বিভিন্ন সংহতি পদ্ধতির শতাংশভিত্তিক গ্রহণের প্রতিনিধিত্ব করে।

FIG 2.1-PARTICIPATION OF MALE AND FEMALE IN 2ND GAON SABHA

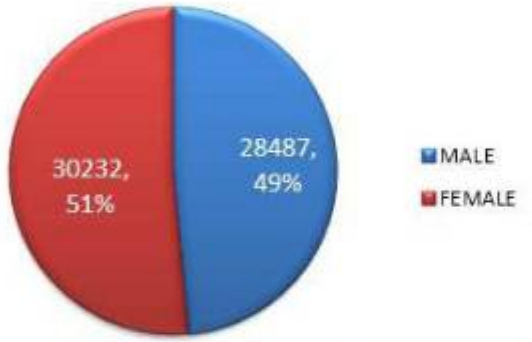

মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল ৫১% এবং পুরুষদের অংশগ্রহণ ছিল ২য় গ্রামসভায় সমবেত মোট অংশগ্রহণকারীদের ৪৯%।

2.2 তৃতীয়গ্রাম সভায় পুরুষ ও মহিলা অনুপাতের অংশগ্রহণ।

তৃতীয় গ্রামসভায় অংশগ্রহণকারী মোট ৪১,৮১৫ জনের মধ্যে ২২,০৬৩ জন মহিলা অংশগ্রহণকারী এবং ১৯,৭৫২ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারী ছিলেন। ২.২ সংখ্যাটি তৃতীয় গ্রামসভায় পুরুষ ও মহিলা অংশগ্রহণকারীদের শতাংশ ভিত্তিক বন্টন দেখায় যা যথাক্রমে ৪৭ শতাংশ এবং ৫৩ শতাংশ ছিল।

FIG 2.2-PARTICIPATION OF MALE AND FEMALE IN 3RD GAON SABHA

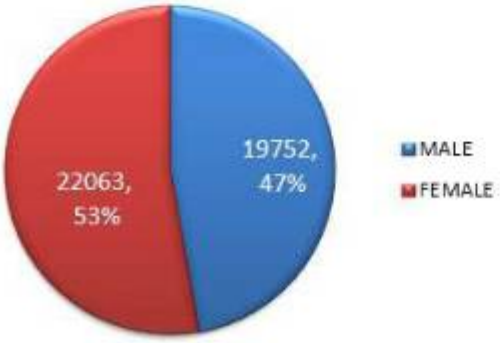

তৃতীয় গ্রামসভায় দ্বিতীয় গ্রামসভার তুলনায় তৃতীয় গ্রামসভায় ১৬,৯০৬ জন মানুষের সামগ্রিক অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২য় ও ৩য় গ্রামসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের শতকরা হার তার পুরুষ প্রতিরূপের চেয়ে বেশি।

3.1 গ্রামসভায় যথাযথ এজেন্ডা বজায় রাখা

২৩৬ টি জিপির মধ্যে ২১৯ টি জিপি বিশ্লেষণ করে ২য় গ্রামসভার জন্য যথাযথ এজেন্ডা অনুসরণ করে এবং বজায় রাখে। চিত্র ৩.১-এ দ্বিতীয় গ্রামসভায় যথাযথ এজেন্ডা বজায় রাখার একটি বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে যা আরও প্রকাশ করে যে যদিও জিপির ৯৩ শতাংশ দ্বারা যথাযথ এজেন্ডা বজায় রাখা হয়েছিল, তবে মাত্র ৭৭ শতাংশ এজেন্ডা বজায় রাখা এবং সঠিকভাবে অনুসরণ করার প্রমাণ এবং রেকর্ড সরবরাহ করেছিল।

FIG 3.1-MAINTENANCE OF PROPER AGENDA IN 2ND GAON SABHA

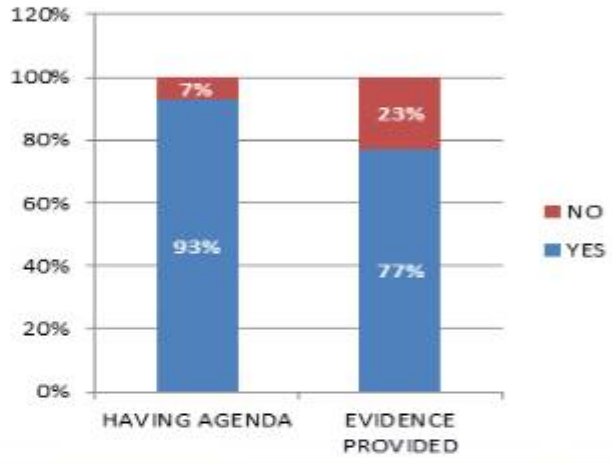

3.2 3rdGram সভায় সঠিক এজেন্ডা রক্ষণাবেক্ষণ

বিশ্লেষণ করা ২৩৬ টি জিপির মধ্যে ১৮৯ টি জিপি তৃতীয় গ্রামসভার জন্য যথাযথ এজেন্ডা অনুসরণ করে এবং বজায় রাখে। চিত্র ৩.২-এ তৃতীয় গ্রামসভায় যথাযথ এজেন্ডা বজায় রাখার একটি বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে যা আরও প্রকাশ করে যে যদিও ৮০ শতাংশ জিপি দ্বারা যথাযথ এজেন্ডা বজায় রাখা হয়েছিল, তবে মাত্র ৭৬ শতাংশ এজেন্ডা বজায় রাখা এবং সঠিকভাবে অনুসরণ করার প্রমাণ এবং রেকর্ড সরবরাহ করেছিল।

FIG 3.2-MAINTENANCE OF PROPER AGENDA IN 3RD GAON SABHA

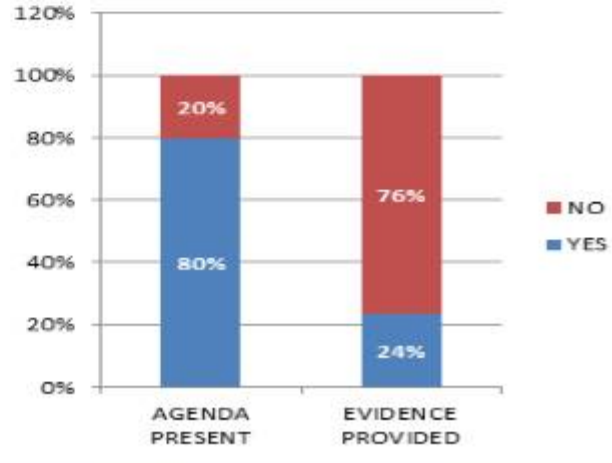

4.1 লাইন বিভাগগুলি আমন্ত্রিত এবং ২য় গ্রামসভায় প্রদত্ত প্রমাণ

২৩৬টি জিপি- র মধ্যে ২১৭টি জিপি লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের যথাযথ উপায়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু মাত্র ১৭২ জন জিপি দ্বিতীয় গ্রামসভায় কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রমাণ হিসাবে নথি সরবরাহ করেছিল।
অবশিষ্ট ১৯ টি জিপির কোনও সরকারী রেকর্ড ছিল না বা লাইন বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় গ্রামসভায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

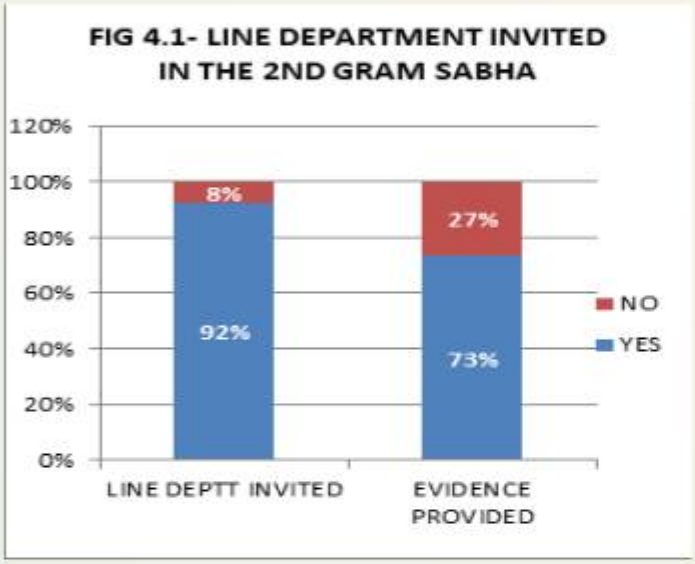

4.2 লাইন বিভাগগুলি আমন্ত্রিত এবং প্রমাণ গুলি ৩য় গ্রাম সভা সরবরাহ করেছে

২৩৬ টি জিপি বিশ্লেষণ করে ১৭৭ টি জিপি তৃতীয় গ্রামসভায় লাইন বিভাগের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তবে উল্লেখযোগ্যভাবে মাত্র ৪০ জন জিপি গ্রামসভায় কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রমাণ হিসাবে নথি সরবরাহ করেছিল।

লাইন বিভাগগুলিকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রমাণ বজায় রাখেনি এমন জিপিগুলির সংখ্যা মোট জিপিগুলির প্রায় ৮৩ শতাংশ পরিদর্শন করা হয়েছিল।

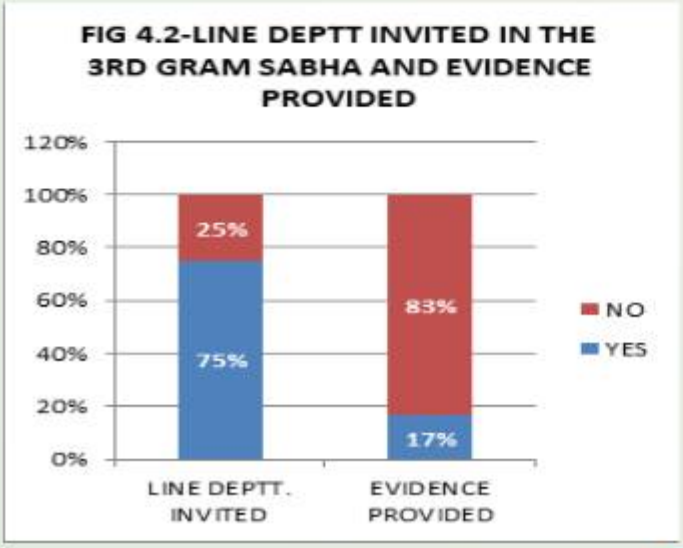

5.1 ২য় গ্রামসভার আগে পঞ্চায়েত অধিবেশন

চিত্র ৫.১ দ্বিতীয় গ্রামসভার আগে পঞ্চায়েত অধিবেশন পরিচালনাকারী পঞ্চায়েতগুলির শতকরা হার দেখায়। যার নির্যাস ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণ করে জিপির ১০টি ওয়ার্ড জুড়ে বিভিন্ন পিআরএ কার্যক্রম সংগ্রহ করা এবং ডিএসআর প্রস্তুত করা। এটি প্রকাশ করে যে ৯৪ শতাংশ (২১৯ টি জিপি) সফলভাবে ১ম সিটিং পরিচালনা করেছে, তবে মাত্র ৭৭ শতাংশ জিপিতে যথাযথ ডকুমেন্টেশন উপলব্ধ রয়েছে, অর্থাৎ ১৮১ টি জিপি পরিদর্শন করা ২৩৬ টি জিপির মধ্যে যথাযথ ডকুমেন্টেশন বজায় রেখেছে।

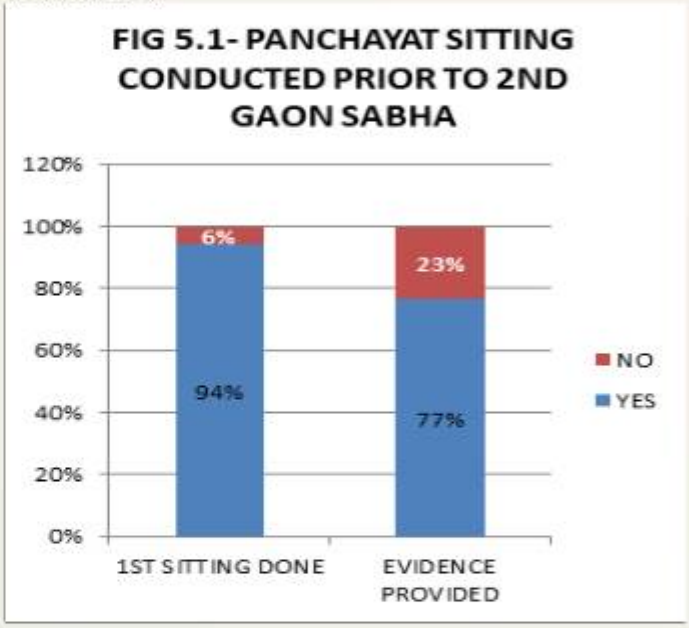

5.2 তৃতীয় গাঁও সভার আগে পঞ্চায়েত অধিবেশন

চিত্র ৫.১- এ তৃতীয় গ্রামসভার আগে পঞ্চায়েত অধিবেশন পরিচালনাকারী পঞ্চায়েতগুলির শতকরা হার দেখানো হয়েছে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত গ্রামসভায় উপস্থাপিত বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য তৃতীয় গ্রামসভার আগে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই চিত্রটি দেখায় যে ৭৯ শতাংশ জিপি তৃতীয় গ্রামসভার আগে দ্বিতীয় পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছিল যা মোট ২৩৬ টি জিপির মধ্যে ১৮৬ টি জিপি পরিদর্শন করেছিল।

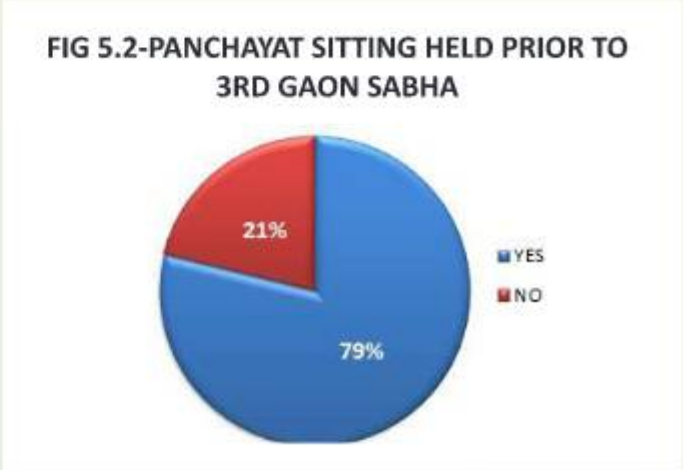

6.1 ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রমাণ সরবরাহ করা হয়েছে

এটি রিপোর্ট করা হয়েছিল যে ২৩৬ টি জিপির মধ্যে ২১৯ টি জিপি ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে। ২৩৬ টি জিপির মধ্যে, ১৮৮ টি জিপি রিসোর্স ম্যাপ, সোশ্যাল ম্যাপ ইত্যাদির আকারে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পরিচালনা করার যথাযথ প্রমাণ সরবরাহ করেছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ মানুষের প্রয়োজনের সাথে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা ম্যাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য খুঁজে বের করার জন্য একটি প্রাথমিক সরঞ্জাম।

FIG 6.1-Situation Analysis done and evidence provided

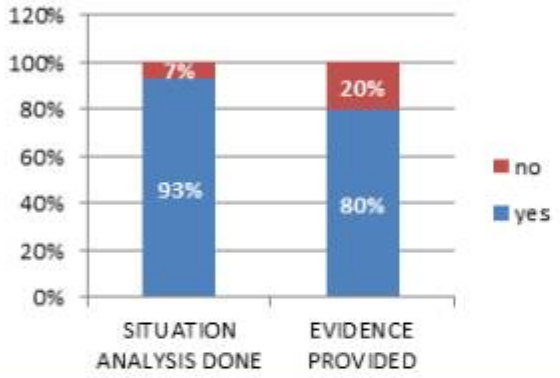

6.2ওয়ার্ডওয়াইজডিএসআরবর্তমান/প্রমাণসরবরাহকরাহয়েছে

উন্নয়নেরবিভিন্নফাঁকএবংওয়ার্ডগুলিরমধ্যেউপলব্ধসংস্থানগুলি ক্যাপচারকরারজন্যএকটিপঞ্চায়েতেরপ্রতিটিওয়ার্ডদ্বারাউন্নয়ন স্থিতিপ্রতিবেদন(ডিএসআর) প্রস্তুত করতে হবে। মোট জিপির 84 শতাংশ পরিদর্শন করা হয়েছে, যথাযথ ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিএসআর বজায় রাখা হয়েছে যার মধ্যে মাত্র 70 শতাংশ যথাযথ ডিএসআর বজায়রাখারপ্রমাণসরবরাহকরেছে

FIG 6.2-WARD WISE DSR PRESENTED/EVIDENCE PROVIDED

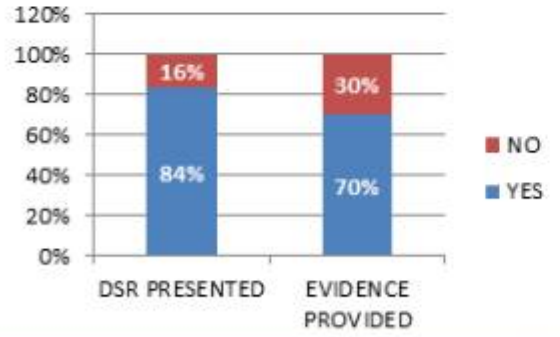

6.3 ওয়ার্ড সভা প্রমাণ সহ পরিচালিত

দ্বিতীয় গ্রামসভার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওয়ার্ডের প্রাথমিক চাহিদাগুলি নির্ধারণের জন্য প্রতিটি জিপিকে ওয়ার্ডভিত্তিক সভা পরিচালনা করতে হবে। এটি ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিএসআর বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকার এবং যাচাই করার জন্য পরিচালিত হয়।

চিত্র 6.3 দেখায় যে 236 টি জিপি পরিদর্শন ের মধ্যে 217 টি জিপি ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা পরিচালনা করেছে, কিন্তু মাত্র 175 টি জিপিতে ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা পরিচালনার জন্য পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রমাণ সরবরাহ করা হয়েছে

FIG 6.3-Ward Wise Ward Sabha Conducted and Evidence provided

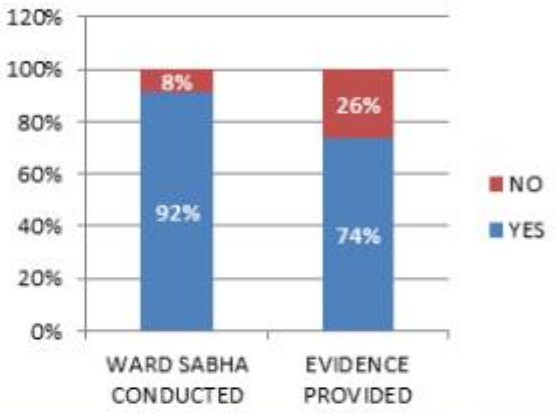

7.1 পরিশিষ্ট II বর্তমান এবং প্রমাণ সরবরাহ করা হয়েছে

পরিশিষ্ট II এছাড়াও পঞ্চায়েত খসড়া স্থিতি রিপোর্ট হিসাবে পরিচিত যা ওয়ার্ড ভিত্তিক ডিএসআরকে সমগ্র পঞ্চায়েতের একক স্থিতি প্রতিবেদনে সংহত করার জন্য নির্ধারিত বিন্যাস। এতে প্রতিটি ওয়ার্ড দ্বারা অগ্রাধিকার র্যাঙ্কিং সহ সেক্টরের নাম সহ প্রকল্পের প্রস্তাবিত নামটি তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মোট ২৩৬ টি জিপি-র মধ্যে মাত্র ৭৩ শতাংশ পঞ্চায়েত ১৭২ টি পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেছে, তারা পরিশিষ্ট ২ এর যথাযথ ডকুমেন্টেশন বজায় রেখেছে, যার মধ্যে মাত্র ১৩৪ টি পঞ্চায়েত প্রমাণ সরবরাহ করেছে।

FIG 7.1-Annexure II present and evidence provided

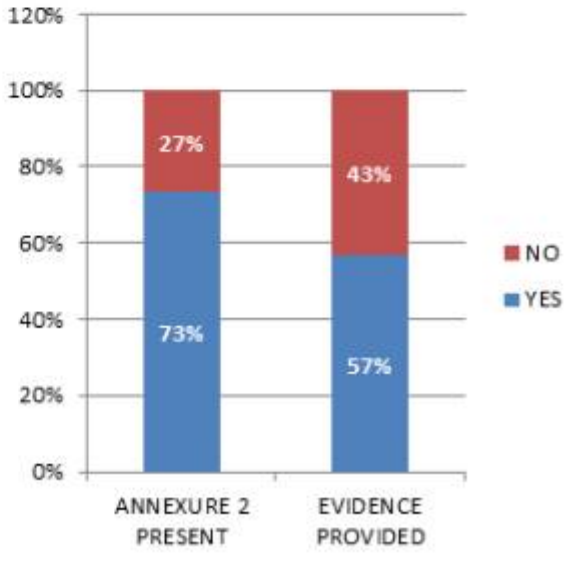

7.2 পরিশিষ্ট III উপস্থিত এবং প্রমাণ সরবরাহ করা হয়েছে

একটি নির্দিষ্ট বছরে বিভিন্ন লাইন বিভাগ এবং গাঁও পঞ্চায়েতের নিজস্ব রাজস্ব উত্স সহ বিভিন্ন উত্স থেকে গাঁও পঞ্চায়েতে তহবিলের প্রাপ্যতা এবং এর প্রবাহ ক্যাপচার করার জন্য পরিশিষ্ট III (রিসোর্স খাম) নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট।।। পরিদর্শন করা ২৩৬ টি জিপির মধ্যে মাত্র ১২৭ টি জিপি দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। অবশিষ্ট ১০৮ টি জিপি পরিদর্শন করা হয়েছিল, তারা পরিশিষ্ট।।।এর যথাযথ ডকুমেন্টেশন বজায় রাখেনি।.

FIG 7.2-ANNXURE III PRESENTED

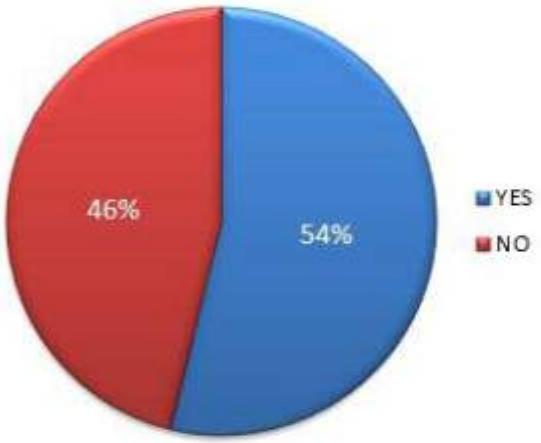

7.3 পরিশিষ্ট IV বর্তমান

পরিশিষ্ট IV হল গাঁও পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (জিপিডিপি) এর অধ্যায়ায়নের জন্য একটি আদর্শ কাঠামো। এটি জিপিডিপিকে পদ্ধতিগতভাবে অধ্যায়িত করার জন্য একটি সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়।

যদিও এই নথিটি একটি যথাযথ জিপিডিপি পরিচালনার জন্য সহায়ক ছিল, তবে জিপিগুলির 48 শতাংশ মোট 236 টি জিপির মধ্যে পরিশিষ্ট।V বজায় রাখতে অক্ষম ছিল।

FIG 7.3-ANNEXURE IV PRESENTED

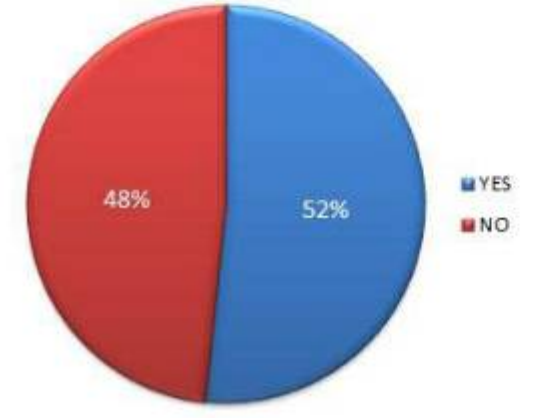

7.4পরিশিষ্টVবর্তমান

অ্যানেক্সচার ভি সম্পদ / তহবিলের প্রাপ্যতা অনুযায়ী মাস্টার প্ল্যানকে পৃথক করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। মূলত অ্যানেক্সচার ভি এমজিএনআরইজিএ, এফএফসি এবং ওএসআর- এর জন্য স্কিমগুলি পৃথকীকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে লাইনডিপার্টমেন্টের তহবিল জিপির কাছে উপলব্ধ।

মোট ২৩৬ টি জিপির মধ্যে ১৪৬ টি জিপি যথাযথভাবে অ্যানেক্সচার ভি এবং বাকি ৯০ টি জিপিতে অ্যানেক্সচার ভি ছিল না।

FIG 7.4-ANNEXURE V PRESENTED

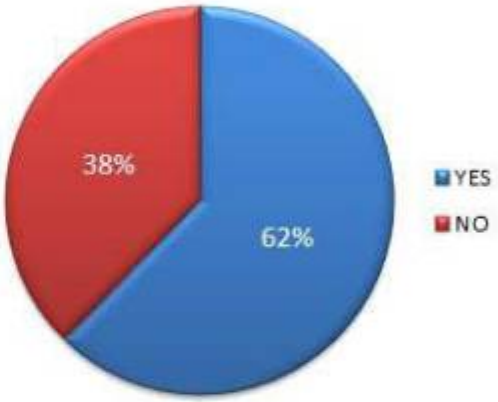

7.5 পরিশিষ্ট VI উপস্থিত

পরিশিষ্ট VI লাইন বিভাগগুলির জন্য একচেটিয়াভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফ্রন্টলাইন কর্মীরা তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে যোগ্যতার মানদণ্ড এবং এনটাইটেলমেন্ট এবং সুবিধাগুলি সহ বিভাগ সম্পর্কিত তাদের প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন এবং জিপিডিপিতে তাদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নির্দেশ করবেন।.

FIG 7.5- ANNEXURE VI PRESENTED

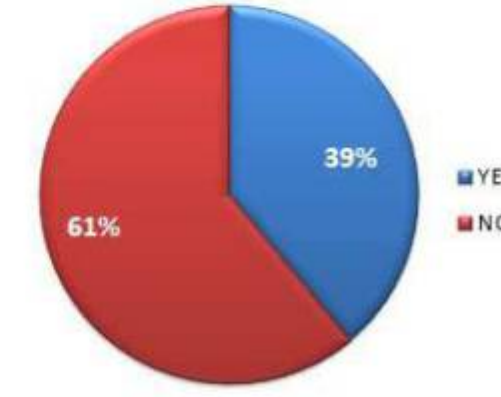

উল্লেখযোগ্যভাবে মোট ২৩৬ টি জিপি পরিদর্শন ের মধ্যে, ১৪৪ টি জিপি পরিশিষ্ট V। নথি সরবরাহ করতে পারেনি। পরিদর্শনকারীদের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ পরিশিষ্ট VI ডকুমেন্ট বজায় রেখেছিল।

৪. দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা

দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা (পিআরপি) হ'ল স্থানীয় উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত চাহিদা পরিকল্পনা যা এসএইচজি এর সম্প্রদায়ের কর্মীরা তাদের নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে অংশীদারিত্বে প্রস্তুত করে। পিআরপি এনআরএলএম- এর অধীনে পিআরআই- সিবিও কনভারজেন্স জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

দেখা গেছে যে মোট ২৩৬ টি জিপির মধ্যে মাত্র ১৩৯ টি জিপি গ্রামসভায় দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে, বাকি ৯৭ টি জিপি গ্রামসভায় নথিটি উপস্থাপন করতে অক্ষম ছিল।.

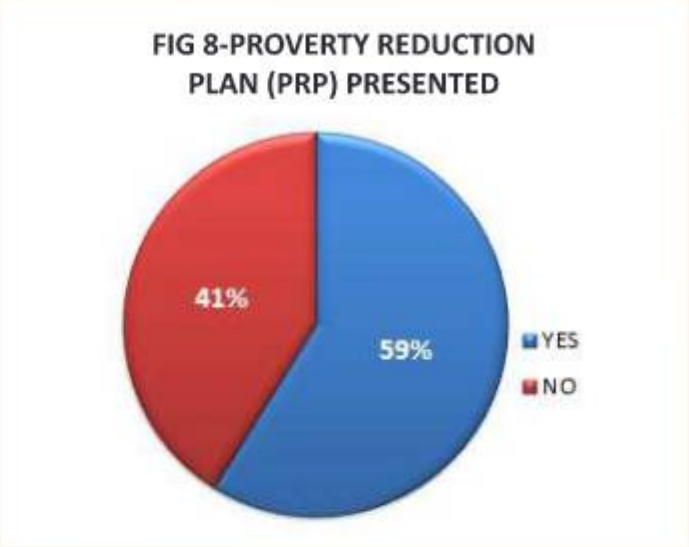

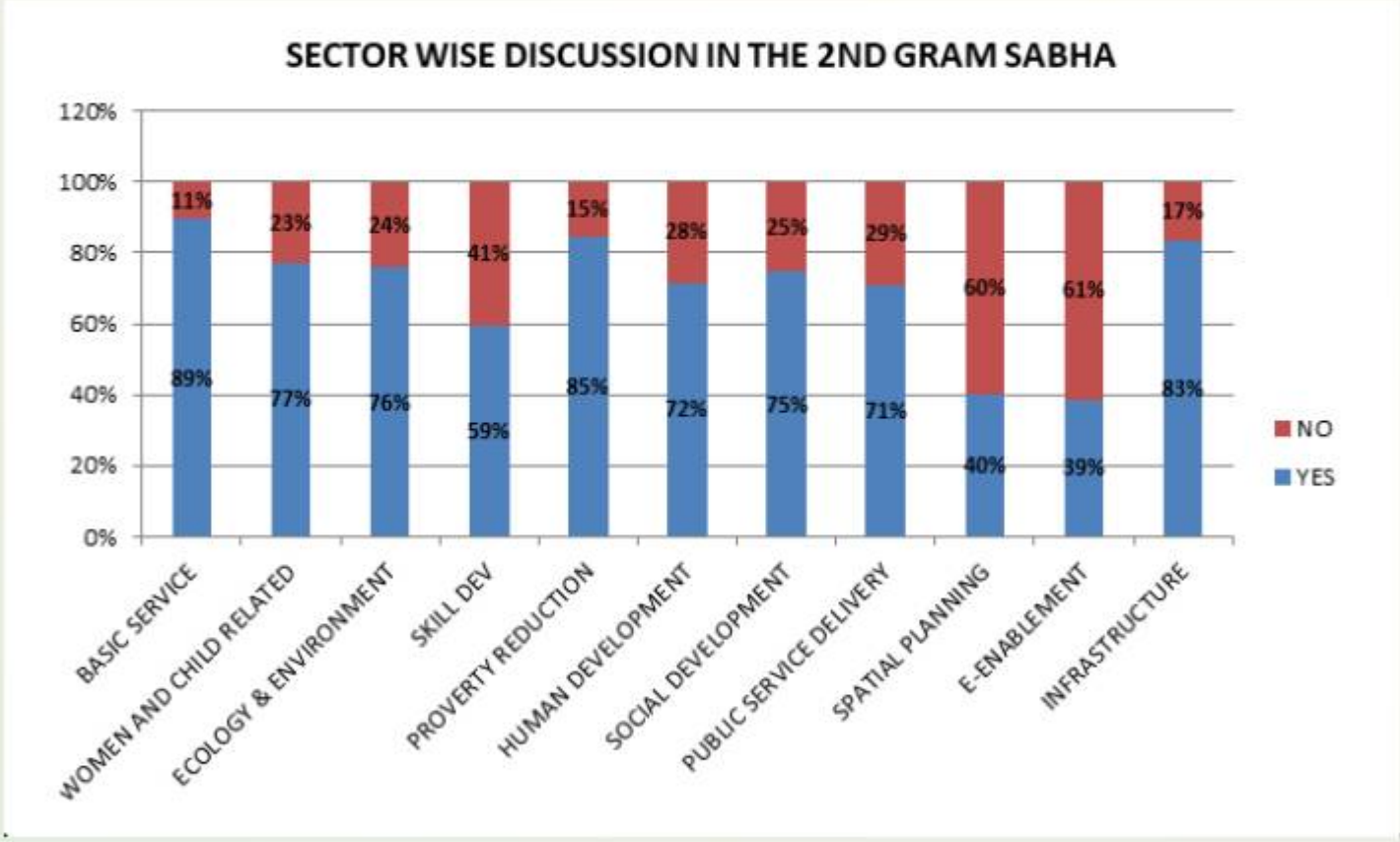

চিত্রটি ২৩৬ টি জিপি-র পরিদর্শনকরা ২য় গ্রামসভায় আলোচনা ও উপস্থাপিত ক্ষেত্রভিত্তিক বিষয়গুলি দেখায়। বেসিক সার্ভিস, দারিদ্র বিমোচন, অবকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়গুলি যথাক্রমে ৮৯ শতাংশ, ৮৫ শতাংশ এবং ৮৩ শতাংশ নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। যে বিষয়গুলি নিয়ে সবচেয়ে কম আলোচনা হয়েছে তা হল যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ সহ ই-সক্ষমকরণ এবং স্থানিক পরিকল্পনা।

জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের এসকেআইসিসি-তে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক কর্তৃক অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই) উদযাপন

ভারত সরকারের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক আজ ২১ শে জুন ২০২২ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের শের- ই- কাশ্মীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে (এসকেআইসিসি) অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে গণযোগ বিক্ষোভের আয়োজন করে, যা ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ৭৫ টি জাতীয় স্তরের আইকনিক স্থানগুলির মধ্যে একটি, সকাল ৬:০০ টা থেকে সকাল ৮:০০ টা পর্যন্ত।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী মনোজ সিনহা এবং কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিমন্ত্রী শ্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারী, যোগ উত্সাহী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শ্রী অরুণ কুমার মেহতা, জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মুখ্য সচিব, শ্রী (ড.) চন্দ্র শেখর কুমার, অতিরিক্ত সচিব, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রণালয়, শ্রী নিতীশ্বর কুমার, লেফটেন্যান্ট গভর্নর, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান সচিব, শ্রী (ড.) বিজয় কুমার বেহেরা, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, শ্রীমতি মনদীপ কৌর, কমিশনার/সচিব, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ বিভাগ, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী মনোজ সিনহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যোগের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে কথা বলেন এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সকলকে ইয়োগা অনুশীলন করার আহ্বান জানান। লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিভিন্ন অফিসে কর্মরত অংশগ্রহণকারীদের কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য নিজেকে শিথিল ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দিনের বেলায় যোগা বিরতি নেওয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিমন্ত্রী শ্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল অষ্টম আইডিওয়াই উপলক্ষে সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং মানসিক, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য নিয়মিত ভাবে যোগ ব্যায়াম ও যোগ ব্যায়াম করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। কাশ্মীর উপত্যকার ঐতিহাসিক শহর শ্রীনগরের বিশ্ববিখ্যাত ও মনোরম ডাল লেকের তীরে অবস্থিত এসকেআইসিসি-তে হাল্কা বৃষ্টি সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক স্থানীয় যোগপ্রেমী সমবেত হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

কমন ইয়োগা প্রোটোকল অনুযায়ী গণযোগ প্রদর্শন ের আয়োজন করেন ডঃ রুহি তাবাসসুম, মাস্টার যোগ প্রশিক্ষক এবং সকল অংশগ্রহণকারী আইডিওয়াই-২০২২ উপলক্ষে ৪৫ মিনিটের যোগাভ্যাস সেশনে যোগ দেন।

বিভিন্ন সংস্থার আনুমানিক ১২০০ জন অংশগ্রহণকারী শ্রীনগরের এসকেআইসিসি-তে আইডিওয়াই-২০২২ উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন, যার মধ্যে আয়ুষ অধিদপ্তর এবং ইউনানি কলেজের প্রায় ২৫০ জন ছিলেন; RRIUM থেকে 50; আরডিডি থেকে 550 (পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মী); যুব ও ক্রীড়া বিভাগ থেকে 50; SKUAST থেকে 40 BSF থেকে 50; CRPF থেকে 100; বিএমও থেকে 15; স্কাউট থেকে 50; সিএমও থেকে 15; এনএইচএম থেকে ৫০ জন এবং স্থানীয় বাসিন্দা সহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা।

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং প্রকাশ করলেন পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং ২০২২ সালের ১৭ ই মার্চ পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের সচিব শ্রী সুনীল কুমার, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ডঃ চন্দ্র শেখর কুমার, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (এনডিএমএ) সদস্য শ্রী কৃষ্ণ এস. ভাটসা, এনডিএমএ-র সদস্য শ্রী রাজেন্দ্র সিং এবং ভারত সরকারের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। রাজ্য পঞ্চায়েতি রাজ বিভাগ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ, রাজ্য ত্রাণ কমিশনারদের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী গিরিরাজ সিং বলেন, পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যার লক্ষ্য হল পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে তৃণমূল স্তরে দুর্যোগের স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলা এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলিকে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি কাঠামো স্থাপন করা। তিনি আরো বলেন, সম্প্রদায়ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত ও সমষ্টিগত পদক্ষেপ আমাদের দেশের জন্য ব্যাপকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি গেম চেঞ্জার হবে।

পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের সচিব শ্রী সুনীল কুমার জানান, গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সম্প্রদায়-ভিত্তিক পরিকল্পনার বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে "পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" (ডিএমপি-এমওপিআর) প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অধীনে, প্রতিটি ভারতীয় গ্রামে " গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" থাকবে এবং প্রতিটি পঞ্চায়েতে তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকবে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্য শ্রীকৃষ্ণ এস. বৎসা একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন, যেখানে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্যোগঝুঁকির স্থিতিস্থাপকতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্য শ্রী রাজেন্দ্র সিংও অংশ নিয়েছিলেন।

Ministry of Panchayati Raj

https://www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj
https://twitter.com/mopr_gov?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCEVBqQXipAuOqZsinwtoAnA
https://www.panchayat.gov.in

Printed & Published by
Ministry of Panchayati Raj
Edited-in-chief: Sunil Kumar,
Secretary, Ministry of Panchayati Raj
Printed by: Mode Advertising & Marketing Private Limited
Published by: Ministry of Panchayati Raj,
Government of India, Tower II,
9th floor, Jeevan Bharti Building,
Connaught Place, New Delhi-110001